রাঁচি, শুক্রবার
06:10:2023
web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 04 Vol >>006 >>18 Ashwin 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৪ অংক >> ০০৬ >> << ১৮ই, আশ্বিন ১৪৩০>>

নির্বাচনী সমাবেশে জার্মান রক্ষণশীল নেতা আহত

বার্লিনঃ নির্বাচনী সমাবেশে 'সহিংস ঘটনায়' জার্মানির অতি ডানপন্থি দল অলটারনেটিভ ফর জার্মানি বা এএফডির নেতা টিনো ক্রুপাল্লা আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার, বাভেরিয়া রাজ্যের ইনগোলস্টাড শহরে। ক্রুপাল্লা এএফডির শীর্ষ দুই নেতার একজন। জার্মানির দক্ষিণের রাজ্য বাভেরিয়ার আগামী রোববারের নির্বাচনকে সামনে রেখে বুধবার ইনগোলস্টাড শহরে তিনি সমাবেশ করছিলেন। বিকেল সাড়ে চারটার দিকে সমাবেশের এক পর্যায়ে হঠাৎ পড়ে যান তিনি। তারপর তাকে প্রথমে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়। পরে হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসা দেয়া হয়। তার অবস্থা স্থিতিশীল আছে বলে জানিয়েছেন এএফডির একজন মুখপাত্র। একজন প্রত্যক্ষদর্শী স্থানীয় গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন, ঘটনার সময় এএফডি নেতা সমর্থকদের সঙ্গে সেলফি তুলছিলেন। এএফডি সূত্রে জানা গেছে, সমাবেশে ক্রুপাল্লার বক্তব্য দেয়ার কথা ছিল। তার আগে সমর্থকরা তাকে ঘিরে ধরেন। পুলিশ বলছে, তিনি কি অসুস্থ হয়ে পড়েন, না তার ওপর হামলা হয়, তা পরিষ্কার নয়।

বাজার দর
SENSEX : 65631.57 +405.53
NIFTY : 19545.75 +109.66

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
28.00 °c	22.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) ›› 17 .31 টা
সূর্যোদয় (কাল) ›› 05 .41 টা

গহনার বাজার
সোনা (বিক্রী) 58,760 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 55,420 টাকা./10 গ্রাম
রুপা ›› 73,100 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

ইরাকে কুর্দি এলাকায় তুরস্কের হামলা

আঙ্কারা ঃ তুরস্কের রাজধানী আঙ্কারায় রোববার বোমা হামলার প্রতিক্রিয়ায় বুধবার ইরাকের কুর্দি এলাকায় হামলা করেছে তুরস্ক। কুর্দিস্তান ওয়ার্কার্স পার্টি বা পিকেকের একটি শাখা আংকারায় হামলার দায় স্বীকার করেছিল। তুরস্ক ও তার পশ্চিমা মিত্ররা পিকেকেকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করে। ২০১৬ সালের পর রোববারই প্রথম আঙ্কারায় বোমা হামলা হলো। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বাইরে হওয়া এই হামলায় দুজন নিরাপত্তা কর্মী আহত হন। পুলিশের গুলিতে হামলাকারীদের একজন নিহত হয়েছেন। আরেকজন আত্মঘাতী হামলায় প্রাণ হারান। বুধবার ইরাকে হামলা শুরুর আগে তুরস্কের জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত এক বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় যে, আঙ্কারার হামলাকারীরা সিরিয়া থেকে এসেছিলেন। ''এটি নিশ্চিত যে দুই হামলাকারী সিরিয়া থেকে এসেছিলেন এবং তারা সেখানে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন,'' বলে জানান তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাকান ফিদান। ''এখন থেকে ইরাক ও সিরিয়ায় থাকা সশস্ত্র কুর্দি গোষ্ঠীগুলোর অবকাঠামো আমাদের নিরাপত্তা বাহিনীর জন্য বৈধ টার্গেট,'' বলেও মন্তব্য করেন তিনি। ''ঐসব এলাকা থেকে তৃতীয় পক্ষদের সরে যাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছি আমি,'' বলেন তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী। এর আগে রোববার আঙ্কারায় হামলার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ইরাকের উত্তরাঞ্চলের পাহাড়ি এলাকায় পিকেকের ঘাঁটিতে হামলা করেছিল তুরস্ক। এরপর মঙ্গলবার তুরস্কের কুর্দি অধ্যুষিত দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় এলাকা থেকে ৬৭ জন সন্দেহভাজন পিকেকে সদস্যকে আটক করা হয়। বুধবারের হামলায় ইরাকের পাঁচ জেলায় 'অনেক সন্ত্রাসীকে দমন' করা হয়েছে বলে জানিয়েছে তুরস্কের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়। এদিকে, উত্তেজনা বাড়ায় বৃহস্পতিবার তুরস্ক ও ইরাকের প্রতিরক্ষা মন্ত্রীদের মধ্যে আঙ্কারায় বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে। আঙ্কারার হামলাকারীরা সিরিয়া থেকে গেছেন বলে তুরস্কের দাবি প্রত্যাখ্যান করেছেন সিরিয়ান ডেমোক্রেটিক ফোর্সেস এসডিএফ এর কমান্ডার মাজলুম আবদি। তার দাবি, তুরস্ক তাদের (এসডিএফ) এলাকায় বর্তমানে যে হামলা করছে এবং ভবিষ্যতে নতুন হামলা চালানো বৈধ করতে অজুহাত খুঁজছে। কুর্দিশ পিপলস প্রোটেকশন ইউনিটস বা ওয়াইপিজিতে এসডিএফ এর প্রভাব আছে। আর ওয়াইপিজি পিকেকের শাখা বলে বিবেচনা করে তুরস্ক। এদিকে, তথাকথিত ইসলামির স্টেটের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এসডিএফকে সমর্থন করেছিল যুক্তরাষ্ট্র। এসডিএফ-এর সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক ছিন্ন করার চেষ্টা করছে তুরস্ক। সুইডেনকে ন্যাটোর সদস্য করতে রাজি হওয়ার বিনিময়ে যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে এমন সিদ্ধান্ত তুরস্ক চাইছে, বলে বিশ্লেষকরা মনে করছেন। রোববার আঙ্কারায় হামলার দিন তুরস্কে সংসদ অধিবেশন শুরু হয়েছে। এই অধিবেশন চলাকালে ন্যাটোতে সুইডেনের অন্তর্ভুক্তি চূড়ান্ত করতে সাংসদদের অনুমোদন চাওয়ার কথা।কিছু বিশ্লেষক মনে করছেন, পিকেকে হয়ত তুরস্কের অনুমোদন বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা করছে, কারণ পিকেকে মনে করছে, তুরস্ক অনুমোদন দিলে ওয়াশিংটনের সঙ্গে আঙ্কারার সম্পর্ক উন্নততর হতে পারে।

কেউ চাইলেই লিঙ্গ পরিবর্তন করতে পারে না ঃ ঋষি সুনাক

লন্ডন ঃ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক ট্রান্সজেন্ডারদের নিয়ে কথা বলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিতর্ক উসকে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, মানুষ চাইলেই তার ইচ্ছেমতো লিঙ্গ পরিবর্তন করতে পারে না। তিনি বলেন, 'একজন পুরুষ পুরুষই, আর একজন নারী, নারীই।' গতকাল বুধবার ২০২৩ সালের কনজারভেটিভ পার্টির সম্মেলনে দেওয়া সমাপনী বক্তব্যে ঋষি সুনাক এ মন্তব্য করেছেন।

সম্মেলনে ঋষি সুনাক বলেন, 'মানুষ চাইলেই যেকোনো লিঙ্গ বদল করে নিতে পারে, তা বিশ্বাস করা উচিত নয় তারা তা করতে পারে না। এটা সাধারণ জ্ঞান।'

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, 'আমরা এই দেশকে বদলে দিতে যাচ্ছি এবং এর অর্থ, জীবন মানে জীবন। এটা নিয়ে বিতর্কিত অবস্থানে যাওয়া উচিত নয়। কঠোর পরিশ্রমী মানুষ এর সঙ্গে একমত। মাবাবার জানা উচিত, স্কুলে ছেলেমেয়েরা সম্পর্ক নিয়ে কী শিখছে। হাসপাতালগুলো পুরুষ বা নারীদের লিঙ্গান্তর নিয়ে কী ভাবছে, তাও রোগীদের জানা উচিত।'

অনেকেই ঋষি সুনাকের এই দৃষ্টিভঙ্গি সমর্থন করেছেন। ট্রান্সজেন্ডারদের প্রতি 'অসম্মানজনক' বক্তব্য দেওয়ায় অনেকে ক্ষুব্ধও হয়েছেন। আবার কেউ কেউ তাঁর 'সাধারণ জ্ঞান অনেক কম' বলে উপহাস করেছেন।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একজন বলেছেন, এটি কেবল ক্ষুদ্রতম নয়, সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ সম্প্রদায়ের ওপর ক্রমাগত জঘন্য আক্রমণ। আরেকজন মন্তব্য করেছেন, 'সুনাকের গণিতের গুরুত্ব নিয়ে কথা বলায় আমি খুব হতাশ, কিন্তু জীববিজ্ঞানের জ্ঞানও খুব কম। জন্মগত লিঙ্গ অনেক জটিল ও আকর্ষণীয়, তা মোটেই সাধারণ জ্ঞান নয়।' আরেকজন ব্যবহারকারী বলেছেন, 'সুনাক যৌনতা ও লিঙ্গের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারেন বলে মনে হয় না। টোরি পার্টি আরও বেশি উগ্র হয়ে উঠছে, এটা ভীতিকর।'

গত মঙ্গলবার স্বাস্থ্যমন্ত্রী স্টিভ বার্কলে ইংল্যান্ডের নারী হাসপাতালের ওয়ার্ডে ট্রান্সজেন্ডার নারীদের চিকিৎসা নিষিদ্ধ করার পরিকল্পনার প্রস্তাব করেন। এরপরই ঋষি সুনাক এ মন্তব্য করেন।

স্কাই নিউজের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, স্বাস্থ্যমন্ত্রী আরও নিশ্চিত করেছেন, নারীদের স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করার সময় লিঙ্গনির্ধারিত ভাষা ব্যবহার করা হবে। প্রস্তাবটি মধ্যপন্থী টোরি এমপিদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিয়েছে। তাঁদের ধারণা, এলজিবিটিকিউপ্লাস মানুষদের লক্ষ্যবস্তু করা হচ্ছে।

গত এপ্রিলে কনজারভেটিভ হোমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ঋষি সুনাক ট্রান্সজেন্ডার অধিকারের বিষয়ে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেছিলেন। সে সময় তিনি বলেছিলেন, 'নারীদের কোনো পুরুষাঙ্গ থাকে না।'

জার্মানির পুর্নমিলনকে 'দখল' বলছে রাশিয়া

মাস্কো ঃ রাশিয়ায় ইতিহাসের নতুন এক বইয়ে দুই জার্মানির পুর্নমিলনকে কমিউনিষ্ট ইস্ট, অর্থাৎ পূর্ব জার্মানিকে 'দখল' হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। জার্মান ইতিহাসবিদরা মনে করেন, এ কথা বলে ইতিহাস বিকৃত করা হচ্ছে।

৩৩ বছর হয়েছে। ১৯৯০ সালের ৩ অক্টোবর তৎকালীন পূর্ব জার্মানি, যেটি জার্মান ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক (জিডিআর) হিসেবে পরিচিত ছিল, আনুষ্ঠানিকভাবে পশ্চিম জার্মানির সঙ্গে যোগ দেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ৪৫ বছর পর সেদিন দুই জার্মানি একত্রিত হয়ে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হয়। তবে, এই পুর্নমিলন নিয়ে রাশিয়ার সাম্প্রতিক অবস্থান জার্মান বিশেষজ্ঞ এবং ইতিহাসবিদদের বিরক্ত করছে। রাশিয়ার উচ্চবিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত এক নতুন ইতিহাস বইয়ে জার্মানির পুনর্মিলনকে 'জিডিআরকে দখল করা হয়েছে' বলে দাবি করা হয়েছে। বইটি গতমাসে প্রকাশিত হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, গ্রেট ব্রিটেন এবং ফ্রান্স পরাজিত জার্মানিকে চারভাগে ভাগ করে ফেলে। পশ্চিমাদের তিন অংশ নিয়ে গড়ে তোলা হয় ফেডারেল রিপাবলিক অব জার্মানি। অন্যদিকে, সোভিয়েতের নিয়ন্ত্রণে থাকা অংশের নাম হয় জার্মান ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক। জার্মানির পূর্বাংশ চলে সাম্যবাদী ধারায়, আর পশ্চিমাংশ চলে পুঁজিবাদী ধারায়। দুই জার্মানির এই বিভক্তি শীতল যুদ্ধের কেন্দ্রে পরিনত হয়। কমিউনিস্ট পার্টি শাসিত পূর্ব জার্মানি চার দশকেরও বেশি সময় টিকে ছিল। তবে ১৯৮৯ সালে জিডিআরের ৪০তম বার্ষিকীতে উৎসবের পাশাপাশি ব্যাপক প্রতিবাদও হয়েছিল। সে বছরের ৯ নভেম্বর বার্লিন প্রাচীরের পতন ঘটে। পাশাপাশি ১৯৯০ সালে জিডিআরে প্রথম এবং শেষ অবাধ নির্বাচনটি অনুষ্ঠিত হয়। তখন দুই জার্মানির পুনর্মিলন প্রক্রিয়া এগিয়ে যায় এবং 'টু প্লাস ফোর ট্রিটি' নামের একটি চুক্তিও স্বাক্ষর হয়। সবকিছু মিলিয়ে ১৯৯০ সালের ৩ অক্টোবর দুই জার্মানির পুর্নমিলন ঘটে। মাক্স প্লাঙ্ক ইন্সটিটিউটের হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট বিভাগের পরিচালক উটে ফ্রিভার্ট বলেন, ''পুটিন এবং তার অনুসারী 'ইতিহাস নিয়ে মিথ্যা' বলাদের কাছে এই পুর্নএকত্রিকরণ উপনিবেশায়ন। অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী পশ্চিম দুর্বল পূর্বকে অধীনে নিয়ে নিয়েছে।'' ''কিন্তু ইতিহাসের সাথে এই দাবির কোনো মিল নেই। তবে পুটিন শাসকগোষ্ঠীর পশ্চিমাবিরোধী আখ্যানের সঙ্গে এটি সামঞ্জস্যপূর্ণ।''

বিশ্বে উদাহরণ হয়ে উঠছে স্পেনের এক শহর

স্পেন ঃ বিমান, ট্রেন থেকে শুরু করে ইস্পাত কারখানা ও জাহাজ নির্মাণ শিল্পে ব্যবহারের জন্য একটি শুদ্ধ ও কার্যকর বিকল্প জ্বালানি হচ্ছে হাইড্রোজেন। এর সম্ভাবনা কাজে লাগিয়ে স্পেনের একটি সাবেক খনিশহর বিশ্বের উদাহরণ হয়ে উঠছে। শহরটির নাম পুয়ের্তোলইয়ানো। সেখানকার এক সার কারখানায় একটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। ফ্যার্তিবেরিয়া নামে ঐ সার কারখানার কর্মকর্তা ডেভিড হেরেরো বলেন, ''অ্যামোনিয়া উৎপাদনের জন্য হাইড্রোজেন গুরুত্বপূর্ণ। আর আমরা যে সার বিক্রি করি তা তৈরির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে অ্যামোনিয়া। বর্তমানে পুয়ের্তোলইয়ানোতে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করে বছরে ৪০ হাজার টন হাইড্রোজেন উৎপাদিত হচ্ছে। এটি পরিবেশবান্ধব প্রক্রিয়া নয়। হেরেরো জানান, প্রাকৃতিক গ্যাস দিয়ে প্রতি টন অ্যামোনিয়া তৈরি করতে দুই মেট্রিক টন কার্বন ডাইঅক্সাইড নির্গত হয়। সবুজ হাইড্রোজেন সৌর বিদ্যুৎ দিয়ে উৎপাদন করা হয়। কোনো জীবাশ্ম জ্বালানির প্রয়োজন হয় না। তবে এখন বছরে যে তিন হাজার টন উৎপাদিত হচ্ছে তা চাহিদার একদশমাংশেরও কম।

ইবেরড্রোলা ইউটিলিটি কোম্পানির খাভিয়ের প্লাসা বলেন, ''এটি ইউরোপের এমন সবচেয়ে বড় কোম্পানি। এটা ইবেরড্রোলা ও ফ্যার্তিবেরিয়ার মধ্যে একটি পাইলট প্রকল্প। আমাদের পরিকল্পনা ২০ মেগাওয়াট থেকে ৮০০ মেগাওয়াটে যাওয়া পুয়ের্তোলইয়ানো ও পালো দে লা ফ্রন্তেরাতে, যেখানে ফ্যার্তিবেরিয়ার কারখানা আছে।'' স্পেন হাইড্রোজেনের হাবে পরিণত হচ্ছে। জাতীয় হাইড্রোজেন কেন্দ্রে বিষয়টি চোখে পড়ে। এটিও পুয়ের্তোলইয়ানোতে অবস্থিত। কেন্দ্রের পরিচালক মিগেল আংখেল ফ্যার্নান্দেজ সাঞ্চেজ বলছেন, রাষ্ট্রীয়ভাবে সমর্থনের কারণে এটি সম্ভব হচ্ছে। তিনি বলেন, ''ইউরোপীয় ইউনিয়নেরও অর্থ সহায়তা আছে। সে কারণে কাজ আরও দ্রুত এগোচ্ছে। এছাড়া স্পেনে অনেক নবায়নযোগ্য জ্বালানি আছে যা এনার্জি ট্রানজিশন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আরেকটি ভৌগলিক সুবিধা।''

পরবর্তী দুই বছরে স্পেনে আরও বায়ু ও সৌরশক্তি অবকাঠামো নির্মিত হতে যাচ্ছে। এগুলো থেকে ৩৫ গিগাওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে, যা ২৫টি পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্রের সমান। তবে এই পরিকল্পনা ও সবুজ হাইড্রোজেন তৈরির পরিকল্পনার সমালোচনাও হচ্ছে। পরিবেশকর্মী খাবিয়ের আন্দালুস বলেন, ''অবশ্যই সেইসব কোম্পানির জন্য এটা ভালো হবে, যাদের আর কোনো বিকল্প নেই। কিন্তু স্পেনের জন্য এটা বাবলের মতো, অনেকক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয়। এবং এ কারণে অনেক জায়গায় বাসিন্দাদের সঙ্গে বিবাদ হচ্ছে।'' বেশি হাইড্রোজেন মানে বেশি পানির ব্যবহার। পুয়ের্তোলইয়ানোর কারখানায় এক কেজি সবুজ হাইড্রোজেন উৎপাদন করতে কমপক্ষে নয় লিটার পানির প্রয়োজন হয়। আর ঐ জায়গাটা স্পেনের দক্ষিণ অবস্থিত, যেটি খরাপ্রবণ এলাকা। আন্দালুস বলেন, ''একটা চিন্তার বিষয় হচ্ছে আমাদের সবকিছুর জন্য পর্যাপ্ত পানি থাকবে কিনা শুধু এখনকার জন্য নয়, ভবিষ্যতের জন্যও। পূর্বাভাস বলছে, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে আগামী দশকগুলোতে ২০ শতাংশ পর্যন্ত পানি কম পাওয়া যাবে।'' তবে জাতীয় হাইড্রোজেন কেন্দ্রের প্রকৌশলী ও গবেষকদের কাছে পানি কোনো সমস্যা নয়। মিগেল আংখেল ফ্যার্নান্দেজ সাঞ্চেজ বলেন, ''২০৩০ সালের মধ্যে আমরা ইউরোপে হাইড্রোজেনের পুরো চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবো, যার পরিমাণ দেড়শো থেকে ১৮০ মিলিয়ন ঘনমিটার। প্রতিবছর শুধুমাত্র স্পেনে সেচকাজে ব্যবহার হওয়া পুকুরগুলো থেকে এই পরিমাণ বাষ্প হয়ে যায়।'' ফ্যার্তিবেরিয়া সার কারখানা ইতিমধ্যে একধাপ এগিয়ে যাওয়ার কথা ভাবছে। কর্মকর্তা ডেভিড হেরেরো বলেন, ''সবুজ হাইড্রোজেনের কারণে যে সুযোগ তৈরি হয়েছে আমরা তা কাজে লাগাতে চাই এবং নতুন বাজারে ঢুকতে চাই।'' এর অর্থ হলো, সার প্রস্তুতকারক ফ্যার্তিবেরিয়া তার পণ্য তালিকায় ক্লিন এনার্জি যোগ করতে চাইছে। ক্রেতার কোনো অভাব হবে না। কারণ স্পেনের রিফাইনারি ও ইস্পাত কারখানাগুলোতে বছরে কয়েকশ হাজার টন সবুজ হাইড্রোজেন প্রয়োজন। এছাড়া আরো নতুন শিল্প যোগ হচ্ছে।

সিদ্ধান্ত ''পুজো অনুদানের ক্ষেত্রেও কি সরকারি অর্থের অপব্যবহার হচ্ছে?

ক্লাবের অনুদান বন্ধ, পুজোর অনুদান চলবে?

কলকাতা (পায়েল সামন্ত) ঃ ক্লাবের জন্য আর অনুদান দেবে না রাজ্য সরকার। খরচের হিসেব না দেয়ায় এমন সিদ্ধান্ত বলে নবান্ন সূত্রের খবর।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের দায়িত্ব নেয়ার পর ক্লাবগুলির জন্য প্রকল্প ঘোষণা করেন। চার দফায় পাঁচ লক্ষ টাকা ক্লাবপিছু অনুদান দিয়েছিল রাজ্য। এবার সেই প্রকল্প বন্ধ করে দেয়া হল।

২০১২ সালে এই প্রকল্প চালু হয়। ৭৮১টি ক্লাবকে বেছে নিয়ে প্রথম বছর এককালীন দুই লাখ টাকা দেয়া হয়। পরের তিন বছর এক লাখ করে মোট পাঁচ লাখ টাকা অনুদান পায় প্রতিটি ক্লাব।

ওই বছরই আরো দেড় হাজার ক্লাবকে তালিকায় জোড়া হয়। এ জন্য প্রথম দফায় ১৫ কোটি ও পরে আরো ৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ করতে হয়েছিল।

এই প্রকল্পের অধীনে শেষবার ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটের আগে ক্লাবগুলির নাম তোলার প্রক্রিয়া শুরু হয়। ওই বছর নতুন করে রাজ্যের প্রায় তিন হাজার ক্লাব আবেদন করে।

নতুন ক্লাবকে প্রথম কিস্তির দুই লাখ এবং পুরনো ক্লাবগুলিকে পরের কিস্তির টাকা দেয় রাজ্য। এ জন্য প্রায় ১০০ কোটির কাছাকাছি খরচ হয়।

২০১৯ সালের পর থেকে এই খাতে ক্লাবগুলিকে অনুদান দেয়া হয়নি। নবান্ন সূত্রের দাবি, প্রশাসনের শীর্ষ মহলের নির্দেশে ক্লাবগুলিকে আর এই প্রকল্পে টাকা দেয়া হবে না।

২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে ১৮টি আসনে জয়ী হয় বিজেপি। ঘটনাচক্রে এরপর আর ক্লাবগুলিকে অনুদান দেয়া হয়নি।

এই প্রকল্প ঘিরে সরকারি টাকায় ক্লাবগুলির রাজনীতিকরণের অভিযোগ তোলে বিরোধীরা। শাসক দল সেই অভিযোগ নাকচ করে দেয়।

সরকারি টাকার ব্যবহার সংক্রান্ত ব্যয়ের শংসাপত্র (ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট) দেয়া বাধ্যতামূলক করেছিল রাজ্য। নবান্ন সূত্রে খবর, শংসাপত্র অধিকাংশ ক্লাব না দেয়ায় অনুদান বন্ধ করা হচ্ছে।

প্রবীণ সাংবাদিক দেবাশিস দাশগুপ্ত অনুদান প্রকল্প সম্পর্কে বলেন, ''বহু ক্লাব হিসাব দিতে পারেনি, কী কী খাতে খরচ করেছে। এমনকী ক্লাব বলে কিছু নেই, তৃণমূলের ঘনিষ্ঠ বলেই সাইনবোর্ড টাঙিয়ে অনুদান পেয়েছে। এমনটা হচ্ছে যখন আর্থিক সঙ্কটে সরকার ভুগছে। এটা মানুষকে ভোলানোর সিদ্ধান্ত যে আমরা অনুদান বন্ধ করে দিলাম।'

এর পরিপ্রেক্ষিতে আবার প্রশ্ন উঠছে, ''পুজো অনুদানের ক্ষেত্রেও কি সরকারি অর্থের অপব্যবহার হচ্ছে? স্রেফ রাজনীতির জন্যই কাজে লাগানো হচ্ছে পুজো কমিটিগুলিকে?'''

চলতি বছরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্লাবগুলির জন্য পুজো অনুদান ১০ হাজার টাকা করে বাড়িয়েছেন। প্রতিটি পুজো কমিটি ৭০ হাজার টাকা পাচ্ছে। ক্লাবের মতো পুজো উদ্যোক্তাদেরও এর হিসেব দিতে হয়।

কলকাতার অন্যতম বড় পুজো কমিটি হাতিবাগান সর্বজনীন-এর কর্তা শাশ্বত বসু বলেন, ''থানা থেকে আমাদের সরকারি অনুদানের টাকা দেয়। এই টাকায় প্রতিমা, মণ্ডপ, আলোকশিল্পীদের পারিশ্রমিক দেয়া হয়। পুজোর এক-দেড়মাসের মধ্যে হিসেব দিতে হয় আমাদের।''

পুরোহিত ও ইমামদের ভাতা দেয়ার মতো পুজোর অনুদান ঘিরে বিতর্ক চলতে থাকে। প্রতি বছর এ নিয়ে মামলাও হয়। সপ্তাহখানেক আগে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা অনুদান নিয়ে কড়া মন্তব্য করেন।

বিচারপতি বলেন, ''আমি অনেক মামলা শুনেছি, যেখানে মানুষ বেতন পাচ্ছেন না, চাকরি পাচ্ছেন না, পেনশন পাচ্ছেন না। আর পুজো কমিটিকে টাকা দেওয়া হচ্ছে!'' উদ্যোক্তাদের মঞ্চ 'ফোরাম ফর দুর্গোৎসব'-এর সাধারণ সম্পাদক শাশ্বত বলেন, ৪০ হাজারের বেশি কমিটি পুজোর অনুদান পায়। এমন অনেক উদ্যোক্তার কথা জানি যারা এই অনুদানের উপর নির্ভর করেই পুজো চালান।''

এ ভাবেই ক্লাবগুলিকে 'হাতে রাখা' হয় বলে বারবার দাবি করেছে বিরোধীরা। এর জবাবে মুখ্যমন্ত্রী নেতাজি ইনডোরে এ বারের শারদীয় সভায় বলেন, ''টাকাটা দেয়া হয় রাজ্যের উন্নয়নমূলক কর্মসূচিগুলি প্রচার করার জন্য, যাতে ওই টাকা দিয়ে মানুষকে সজাগ করে। এমন নয় যে আমরা ক্লাবকে কিনছি টাকা দিয়ে।'' ক্লাবের মতো পুজো অনুদানও কি ভবিষ্যতে বন্ধ হতে পারে? দেবাশিসের মতে, ''উদ্যোক্তাদের খরচের খতিয়ান দিতে হয়। থানা নজরদারি করে। কমিটি হিসেব দিতে না পারলে সরকারকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, আর অনুদান দেবে কি না।''

কৃষিতে উন্নয়ন ও মাটি রক্ষার বার্তা নিয়েই ভুট্টা দিয়ে দুর্গা প্রতিমা তৈরি করে চমক দিতে চলেছেন অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মী বিষ্ণু চন্দ্র সাহা

মালদা : প্রতিবছরই অভিনব কায়দায় দুর্গা প্রতিমা তৈরি করে চমক দিয়েছেন মালদাবাসীকে। তিনি হলেন অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মী বিষ্ণু চন্দ্র সাহা। এবারে তিনি কৃষিতে উন্নয়ন ও মাটি রক্ষার বার্তা নিয়েই ভুট্টা দিয়ে দুর্গা প্রতিমা তৈরি করে চমক দিতে চলেছেন দর্শনার্থীদের। ভারতীয় শিল্পের সঙ্গে পাশ্চাত্য শিল্পের মেলবন্ধন তুলে ধরেছে বিষ্ণুচন্দ্রবাবুর হাতেই গড়ে উঠছে ভুট্টা দিয়ে তৈরি মৃন্ময়ী রূপে দেবী দুর্গা। পুজোর মাত্র বাকি এক মাসেরও কম সময়। তার আগেই একা হাতেই অবসরপ্রাপ্ত পুলিশকর্মী বিষ্ণু চন্দ্র সাহা জোর কদমে ভুট্টা দিয়ে দেবী দুর্গা প্রতিমার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। মালদা শহরের কৃষ্ণ কালিতলা এলাকার বাসিন্দা বিষ্ণুচন্দ্র সাহা রাজ্য পুলিশের হোমগার্ডে কর্মরত ছিলেন। গত তিন বছর আগে তিনি চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন। কিন্তু কখনোই দেবী প্রতিমা বানানোর কাজ ছাড়েন নি। চাকরির জীবনেও তিনি একের পর এক অভিনব কায়দায় দেবি প্রতিমা বানিয়ে এসেছেন। এখনো তাঁর হাতের দেবী দুর্গা মালদা শহরের দুই নম্বর গভর্নমেন্ট কলোনি এলাকার একটি বিগ বাজেটের পুজো মণ্ডপেও দেখা যাবে। উল্লেখ্য, বৃন্দাবনে নকশার প্রতিমা সঙ্গে পাশ্চাত্যের ট্যাটো শিল্পকে তুলে ধরা হয়েছে প্রতিমার মধ্যে। কোনরকম মাটির ব্যবহার নেই প্রতিমা তৈরিতে। খড়, ধানের তুষ গমের ভুসি এই তিন উপকরণ দিয়ে তৈরি করা হয়েছে প্রতিবার কাঠামো। তার ওপরে মাটির বদলে ভুট্টার খোসার প্রলেপ। আঠার সাহায্যে কাঠামোর ওপর ভুট্টার খোসা দিয়ে তৈরি করা হচ্ছে প্রতিমা। প্রতিমার সাজে ব্যবহার করা হচ্ছে ভুট্টার দানা ও ভুট্টার মঞ্জুরি। মঞ্জুরি পাকিয়ে বিভিন্ন নকশা তৈরি করা হচ্ছে। এই মঞ্জুরীর সাহায্যে ই তৈরি করা হয়েছে টেটো। গ্রাম বাংলার ঐতিহ্য গোখনা। এই গোখনা পাশ্চাত্যের ট্যাটো হিসেবেই পরিচিত। দুর্গা প্রতিমার সাজের মধ্যে এই বার্তায় তুলে ধরতে চেয়েছেন শিল্পী। অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মী বিষ্ণুচন্দ্র সাহা বলেন, সম্পূর্ণ নিজস্ব চিন্তাভাবনা থেকেই এমন প্রতিমা তৈরীর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। বিগত কয়েক বছর ধরেই তিনি মাটি ছাড়া বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে প্রতিমা তৈরি করে দর্শকদের তাক লাগিয়ে এসেছেন। তাই এই বছরও অভিনব পরিকল্পনা। গত ছয় মাস ধরে এই প্রতিমা তৈরি করছেন। এখন পর্যন্ত প্রায় ৭০০ পিস ভুট্টা প্রয়োজন হয়েছে প্রতিমা তৈরি করতে। মোট ৩০ কেজি ভুট্টা তিনি কিনেছিলেন। এছাড়াও ভুট্টার গাছ কেউ ব্যবহার করা হচ্ছে প্রতিমা তৈরিতে। ভুট্টা দিয়ে প্রতিমা তৈরীর চিন্তাভাবনার কারণ? ভুট্টা পচনশীল। প্রতিমা বিসর্জনের সময় ভুট্টা ও অন্যান্য সামগ্রী জলে পচে মাছের খাবার হবে। এই প্রতিমা জল দূষণ করবে না। একদিকে যেমন তিনি মাটি রক্ষার বার্তা দিচ্ছেন পাশাপাশি পরিবেশের দূষণ রোধ করারও বার্তা দিচ্ছেন এই শিল্পের মধ্যে দিয়ে। বিষ্ণুচন্দ্রবাবু আরো বলেন, ক্রমশ ভূমিক্ষয়, ভাঙন এই সমস্ত কারণে প্রতিমা তৈরীর মাটি পর্যাপ্ত পরিমাণে মিলছে না। বর্তমানে প্রতিমা তৈরি করতে গিয়ে মৃৎশিল্পীরা হিমশিম খাচ্ছেন মাটির যোগান দিতে। আগামী প্রজন্মের শিল্পীরা মাটি ছাড়াও যেন প্রতিমা তৈরি করতে পারেন এ শিল্পকে ধরে রাখতে পারেন সেই বার্তা দিতেই বিগত কয়েক বছর ধরে তিনি মাটি ছাড়া প্রতিমা তৈরি করে চলেছেন। প্রতিবছরের মতো এই বছরও তার তৈরি এই প্রতিমা মালদা শহরের দুই নম্বর গভমেন্ট কলোনি বাঘাযতীন ক্লাব দেখতে পাওয়া যাবে। প্রতিমা তৈরীর খরচ ক্লাব কর্তৃপক্ষ কিছু পরিমাণে দিয়েছে। যদিও শিল্পী বিষ্ণুচন্দ্র সাহা খরচের চিন্তা করেন না। বাবা একজন নামকরা মৃৎশিল্পী ছিলেন। সেখান থেকেই হাতে খড়ি। কর্মজীবন থেকে তিনিও এখন অবসর নিয়েছেন। তাই নিত্য নতুন চিন্তাভাবনার শিল্পকলা সৃষ্টি করেই মনের তৃপ্তি পান তিনি।

পশ্চিমবঙ্গ ল ক্লার্কস অ্যাসোসিয়েশন মাথাভাঙ্গা শাখার তরফ থেকে আজ মাথাভাঙ্গা কলেজ মোড়ে পথ অবরোধ

কোচবিহার : পশ্চিমবঙ্গ ল ক্লার্কস অ্যাসোসিয়েশন মাথাভাঙ্গা শাখার তরফ থেকে আজ মাথাভাঙ্গা কলেজ মোড়ে পথ অবরোধ করা হয়। এই বিষয়ে রাজ্য কমিটির সদস্য গোলজার মিঞা থেকে শুরু করে সাধারণ সম্পাদক মাথাভাঙ্গা ল ক্লার্কস এসোসিয়েশন আতিয়ার রহমান প্রত্যেকেই জানান তাদের যে তেরো দফা দাবি দাওয়া তার একটিও পূরণ না হওয়ায় তারা আজ এই অবরোধ করতে বাধ্য হয়। তাদের এই দাবি দাওয়ায় মধ্যে ছিল ত্রুটিপূর্ণ ওয়েস্ট বেঙ্গল ল ক্লার্কস অ্যাক্ট অতি শীঘ্র সংশোধন করে তা সময়োপযোগী ও বাস্তব করতে হবে। এছাড়াও ল ক্লার্কস অ্যাপ পেয়ে থাকা রাইট টু এক্ট বা কাজের অধিকার অবিলম্বে সর্বত্র কার্যকর করার ব্যবস্থা করতে হবে এরকম ১৩ টি দাবী দাওয়া নিয়ে সারা রাজ্যব্যাপী এমনকি মাথাভাঙ্গা কলেজ মোড়েও বাধ্য হয় পথ অবরোধে সামিল হতে।

ল' ক্লার্কদের প্রতি বঞ্চনা, বৈষম্য, অবহেলার প্রতিবাদে বর্ধমান কোর্ট চত্বর এলাকা থেকে মিছিল করে শহরের কার্জন গেট চত্বর অবরোধ

বর্ধমান : ল' ক্লার্কদের প্রতি বঞ্চনা, বৈষম্য, অবহেলার প্রতিবাদে বর্ধমান কোর্ট চত্বর এলাকা থেকে মিছিল করে শহরের কার্জনগেট চত্বর অবরোধ করলো শুক্রবার পশ্চিমবঙ্গ ল'ক্লার্ক এসোসিয়েশনের পূর্ব বর্ধমান শাখা। ভূমি সংস্কার দপ্তরে ও রেজিস্ট্রি অফিসে ত্রুটিপূর্ণ অনলাইন প্রথা অবিলম্বে বাতিল করতে, এবং আদালতে আসা বিচারপ্রার্থীদের জন্য সরকারি ব্যায়ে পানীয় জল, শৌচাগার ও বসিবার ব্যবস্থা সহ ১৩দফা দাবী তে এদিনের পথ অবরোধ কর্মসূচী। শুক্রবার বর্ধমান আদালত চত্বর থেকে মিছিল করে এসে কার্জনগেট চত্বরে এসে পথ অবরোধ করে ল'ক্লার্কস এসোসিয়েশনের কর্মীরা। তাদের প্রায় ৩০মিনিটের কর্মসূচিতে দিনের ব্যস্ততম সময়ে বিশাল জামজটের সৃষ্টি হয়, বর্ধমান থানার পুলিশ এসে বিক্ষোভ তুলে দেয়। ল'ক্লার্কস এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে বিপত্তারণ আইচ বলেন, রাজ্য সরকার আমাদের মাধ্যমে মোটা টাকা রেভিনিউর পেলেও আমাদের নূন্যতম মৌলিক দাবী গুলো মানছে না সরকার।

রানাঘাটের ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করে ল ক্লাক এসোসিয়েশন কর্মীরা

নদীয়া :একদিকে আদালতের ভগ্নদশা, অন্যদিকে দালাল চক্রে ভরে গিয়েছে আদালত চত্বর। নেই শৌচাগার, নেই বসার জায়গা, এই ধরনের একাধিক দাবি দাবা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ ল ক্লাক অ্যাসোসিয়েশনের ডাকে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ। শুক্রবার নদীয়ার রানাঘাটের ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করে ল ক্লাক এসোসিয়েশনের কর্মীরা। তাদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে তাদের একাধিক সমস্যার কথা তুলে ধরেছেন কিন্তু আজ পর্যন্ত তার কোন সুরোহা হয়নি। এর আগেও একাধিক বার তারা আদালত চত্বরে কর্মবিরতি রেখে অবস্থান বিক্ষোভ করেছেন, তাতেও টনক নড়েনি উদ্ধতন কর্তৃপক্ষদের। অভিযোগ তাদের কর্মীদের সংখ্যাটা দিন দিন বাড়ছে কিন্তু পরিকাঠামো ঠিক নেই আদালতে। তারা বসে যে কাজ করবেন সেই ব্যবস্থা নেই, এছাড়াও নেই শৌচাগার। অন্যদিকে গোটা আদালত চত্বরে ভরে গিয়েছে দালাল চক্রে, এভাবে বেশি দিন চলতে থাকলে আগামী দিন ভয়াবহ রূপ নেবে তাদের কর্মসংস্থানের। তাই একাধিক বার জানিয়েও লাভ না হওয়ায় অবশেষে তারা ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে বাধ্য হন। তবে বিক্ষোভ কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে বিক্ষোভকারীদের করা হুঁশিয়ারি, তাদের দীর্ঘদিনের এই সমস্যা গুলি যদি সমাধান না হয় তাহলে আগামী দিনে বড়সড়ো আন্দোলনের পথ বেছে নেবেন তারা। যদিও রানাঘাটের পাশাপাশি নদীয়ার নবদ্বীপ, তেহট্ট কৃষ্ণনগর সহ কল্যাণীতে ও একই ভাবে প্রতিবাদে সরব হন পশ্চিমবঙ্গ ল ক্লার্ক অ্যাসোসিয়েশনের কর্মীরা।

পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারির মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় আহত দুজন

বর্ধমান : পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারির মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় আহত দুজন। জানা যায় পরপর দুটি ট্রাক্টরকে ধাক্কা মারে একটি চারচাকা গাড়ি আর তাতেই গুরুতর আহত দুজন। ঘটনাটি ঘটে বৃহস্পতিবার রাতে মেমারী থানার অন্তর্গত কালশি মোর পার করে মেমারীর দিকে যেতে একটি রাইস মিলের কাছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় যে দুটি ট্রাক্টর হুগলির দিক থেকে মেমারির দিকে সব দেহ নিয়ে যাচ্ছিল। একটি ট্রাক্টরের শব্দে ছিল এবং অন্য ট্রাক্টর এর কাঠ ও কিছু লোকজন ছিল। মেমারি দিক থেকে দেবীপুরের দিকে আসা একটি চারচাকা গাড়ি পরপর দুটি ট্রাক্টারে ধাক্কা মেরে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ক্ষতিগ্রস্ত হয় ট্রাক্টরও।চার চাকার গাড়ির চালক এবং ট্রাক্টারে থাকা একজন আহত হন। ঘটনাস্থলে তরিয়গড়ি হাজির হন মেমারী থানার পুলিশ এবং আহতদের চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কিছুক্ষণের জন্য যান চলাচল ব্যাহত হয় পরবর্তীতে সমস্ত কিছু স্বাভাবিক হয়।

পদ্মার ইলিশ বাংলায় রপ্তানি করল শেখ হাসিনার সরকার

হাওড়া : পুজোয় বাংলাদেশ সরকারের উপহার বাংলাকে। পদ্মার ইলিশ বাংলায় রপ্তানি করল শেখ হাসিনার সরকার। হাওড়ার পাইকারি মাছ বাজারে আজ শুক্রবার সকাল থেকেই বাংলাদেশের ইলিশের বেচাকেনা শুরু হয়েছে। তবে, সাধ থাকলেও এবার দামের কারণে সাধ্যি নেই ক্রেতাদের। বহু প্রতীক্ষার পর বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ থেকে সীমান্ত হয়ে ইলিশ বোঝাই লরি এরাজ্যে ঢোকে। শুক্রবার সকাল থেকেই হাওড়ার পাইকারি মাছ বাজারের শুরু হয় ওই ইলিশের বেচাকেনা। এবারও রাজ্যে পুজোর আগেই ঢুকলো বাংলাদেশের সুস্বাদু পদ্মার ইলিশ। শুক্রবার সকাল থেকেই হাওড়া ও কলকাতার অন্যান্য মাছের বাজারে এই ইলিশ ঢুকতে শুরু করেছে। ৭০ মেট্রিক টন ২২টি ট্রাকে ইলিশ মাছ ঢুকেছে হাওড়ার পাইকারি বাজারে। কিলো সাইজের মাছ ১,৬০০ টাকা রেট চলছে। বাংলাদেশের ইলিশের যেহেতু বরাবরই আলাদা একটা আকর্ষণ থাকে তাই মাছের চাহিদা থাকলেও দামের কারণে বিক্রিতে যেন মন্দা লেগেছে।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় রক্ষাকবচ দিল কলকাতা হাই কোর্ট

কলকাতা : তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় রক্ষাকবচ দিল কলকাতা হাই কোর্ট। তবে ইডির FIR খারিজ করল না হাই কোর্ট। অভিষেকের বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ করা যাবে না। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের পর্যবেক্ষণ, সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র গ্রেফতার হওয়ার পরে ইডি কোনও তথ্য প্রমাণ আদালতের সামনে তুলে ধরতে পারেনি। হাই কোর্টের পর্যবেক্ষণ, তদন্ত চলছে। এই পরিস্থিতি অভিষেকের ইসিআইআর খারিজের আবেদন অপরিণত অবস্থায় রয়েছে। তাই এ নিয়ে আদালত এখনই কোনও নির্দেশ দেবে না।

দার্জিলিং জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস নাটকের মাধ্যমে মণিপুরে নারী নির্যাতনের প্রতিবাদ করেছে

শিলিগুড়ি : মনিপুরে ঘটা নারী নির্যাতনের ঘটনা নাটকের মাধ্যমে মঞ্চস্থ করে অভিনব কায়দায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করলো দার্জিলিং জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ির বাঘাযতীন পার্কের সামনে একটি বিক্ষোভ প্রতিবাদ মঞ্চ তৈরি করে বিক্ষোভ দেখালো দার্জিলিং জেলা মহিলা কংগ্রেসের নেতৃত্বরা। এর মধ্য দিয়ে মনিপুরে যে নারী নির্যাতনের ঘটনা রয়েছে তা নাটকের মাধ্যমে সকলের সামনে তুলে ধরা হয়। এবং এখনো পর্যন্ত এই ঘটনার কোন নিষ্পত্তি না হওয়ায় তার বিরোধিতা করা হয়। এ ধরনের ঘটনা রুখতে কেন্দ্রীয় সরকার যাতে স্বতঃস্ফূর্ত ভূমিকা পালন করে তার দাবি তুলে ধরা হয়।

গোপন সূত্রে খবরে ভিত্তিতে বাগডোগরা বনদপ্তরে কর্মীরা আনুমানিক দুই লক্ষ টাকার শাল কাঠ উদ্ধার করল বালাসন নদী থেকে

শিলিগুড়ি : গোপন সূত্রে খবরে ভিত্তিতে বাগডোগরা বনদপ্তরে কর্মীরা আনুমানিক দুই লক্ষ টাকার শাল কাঠ উদ্ধার করল বালাসন নদী থেকে। এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের অন্তর্গত তারবান্দা এলাকায় বাগডোগরা বনদপ্তরের কাছে খবর আছে নদীতে চারটি বড় বড় শাল কাঠের লক কেটে পাচার করা হচ্ছিল। এরপরে তড়িঘড়ি বন্ধ করে কর্মীরা, সেই নদীতে গিয়ে হানা দিতেই ঘটনাস্থল থেকে পাচারকারীরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। এরপরেই সেখান থেকে শাল কাঠের লক গুলি উদ্ধার করে বাগডোগরা বনদপ্তরে নিয়ে আসা হয় তবে এ বিষয়ে রেঞ্জার সুনাম ভুটিয়া জানান এই শাল কাঠের লক যার আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় ২ লক্ষ টাকা তবে সরকারি গাছ কে বা কারা কেটে পাচার করছে পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। এই গাছ পাচারের পিছনে কাদের হাত রয়েছে তার তদন্ত করার পরেই বোঝা যাবে

ব্যাবসায়ীদের স্বার্থে নির্মিত হল অত্যাধুনিক শৌচাগার

শিলিগুড়ি : ব্যাবসায়ীদের অসুবিধের কথা চিন্তা করে এন জে পি গেটবাজারে শৌচালয় নির্মানের ভাবনা নেই এস জে ডি এ।প্রায় দুবছর আগে এর কাজের সুচনা হলেও কিছু অসুবিধের জন্য কাজটি থমকে যায়,তবে মেয়র গৌতম দেব এর প্রচেষ্টায় ফের কাজ শুরু করে এস জে ডি এ।শুক্রবার প্রায় ১০ লক্ষ টাকা ব্যায়ে এই নবনির্মিত শৌচাগারের উদবোধন করেন এস জে ডি এ চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী, মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, সহ অন্যান্য এস জে ডি এ সদস্যরা।সৌরভ চক্রবর্তী জানান,তারা উন্নয়নের পক্ষে,তাই একের পর এক উন্নয়নমুলক কাজ করে চলেছেন।তবে কিছু কাজ করতে গিয়ে রেলের বাধার মুখে পরতে হচ্ছে।সেই কারনে কাজ করতে বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে।।।

তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাস এর পরিকাঠামো উন্নয়নে উদ্যোগী হলেন গৌতম দেব

শিলিগুড়ি : তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাস এর পরিকাঠামো উন্নয়নে উদ্যোগী হলেন গৌতম দেব উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার অ্যাডভাইজারি কমিটির চেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত হয়েছেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব।অ্যাডভাইজারি কমিটির চেয়ারম্যান হওয়ার পর প্রথম শিলিগুড়ি পুরসভা কক্ষে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক সারলেন তিনি।বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়, ডিএম প্রীতি গোয়েল, এসডিও প্রিয়াঙ্কা সিং, ডিসিপি ট্রাফিক অভিষেক গুপ্তা সহ একাধিক আধিকারিকেরা মূলত রুগ্ন প্রায় এনবিএসটিসি তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাসকে পুনরুজ্জীবিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে চেয়ারম্যান গৌতম দেব, সেই লক্ষ্যেই শুক্রবার বৈঠক সারেন তিনি।বৈঠক শেষে তিনি জানান, এনবিএসটিসির তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাসকে নিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়েছে। কিভাবে এই সংস্থাটির পরিকাঠামো উন্নয়ন করা যায় তার তার সমস্ত দিক আলোচনা হয়েছে। খুব দ্রুত এর পরিকাঠামো উন্নয়ন করা হবে।।

রাজ্য সরকারের উদ্যোগে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় পড়ুয়াদের উত্তীর্ণ করার কর্মশালা

শিলিগুড়ি : রাজ্যের মেধাবী পড়ুয়াদের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হতে সাহায্য করতে উদ্যোগী হয়েছে রাজ্য সরকারের উচ্চশিক্ষা দফতর। আইএএস, আইপিএস সহ একাধিক প্রশাসনিক চাকরি পাওয়ার দিশা গড়ে তুলতে হয়েছে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সিভিল সার্ভিস স্টাডি সেন্টার।উৎসাহী পড়ুয়াদের অত্যন্ত কম খরচে ওই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে গড়ে তোলা হচ্ছে।প্রথমবার এই প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব বোঝাতে ও রাজ্যের চিন্তাভাবনাকে সামনে তুলে আনতে শুক্রবার একটি কর্মশালার আয়োজন করা হল শিলিগুড়িতে।শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সিভিল সার্ভিস স্টাডিসের চেয়ারম্যান সুরজিত পুরকায়স্থ,রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দফতরের মুখ্য সচিব মণীশ জৈন সহ দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলার জেলাশাসক,পুলিশ সুপার সহ অন্যান্য আধিকারিকেরা।উত্তরের ৩৮টি কলেজের প্রতিনিধি এই কর্মশালায় অংশ নেন।সেখানে উপস্থিত পড়ুয়াদের আধিকারিকেরা জানান,আগামীতে প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষায় বসার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত ধরনের প্রশিক্ষণ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সিভিল সার্ভিস স্টাডিসের মাধ্যমে কম সময়ে তারা পাবেন।অন্য রাজ্যে গিয়ে অনেক টাকা খরচ করতে হবে না।রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দফতরের আধিকারিকেরা তাদের পড়াশুনার ক্ষেত্রে সাহায্য করবেন।

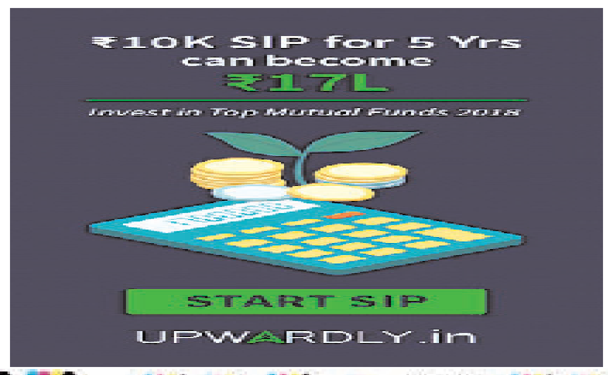

সিউড়ি হাটজনবাজার বেহাল রাস্তায় টোটো উল্টে জখম

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি): রেল ওভারব্রিজের কাজের জন্য সিউড়ি হাটজনবাজারে বোলপুর - সিউড়ি রাস্তায় খানাখন্দে গর্তে ভর্তি বর্তমানে বেহাল অবস্থায়। টানা বৃষ্টি হওয়ায় জল জমে বেহাল দশা তৈরি হয়েছে। প্রায়ই ছোটোখাটো দুর্ঘটনা ঘটছে। সিউড়ি তিলপাড়া ব্যারেজ থেকে তিন হাজার কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে। সিউড়ি হাটজনবাজার গর্তে পড়ে টোটো মোটরবাইক জখম হয় বেশ কিছুজন তারা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। সিউড়ি হাটজনবাজার কলোনি বাসিন্দা কমল দত্ত বলেন, অতিরিক্ত বৃষ্টি হওয়ার ফলে গর্ত জলে ডুবে গেছে মোটরবাইক দুটো টোটো উল্টে গিয়েছে একজন স্বাস্থ্য কর্মী জখম হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

বিচ্ছিন্ন দ্বীপ বৃষ্টি হলে নৌকাই ভরসা মহম্মদবাজার ব্লকের তেরোটি গ্রামের

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি): বেশ কয়েকদিনের বৃষ্টিতে ব্যাহত স্বাভাবিক জনজীবন। টানা কয়েকদিন বেশি বৃষ্টি হলেই সাইথিয়া বিধানসভাকেন্দ্রের মহম্মদবাজার ব্লকের বড়াম, ভেজেনা,কাটুনিয়া, গোবিন্দপুর সহ তেরোটি গ্রামের তেরোটি গ্রামের রাস্তা নৌকা কারন পারাপারের রাস্তা ময়ূরাক্ষী নদীর জলের তলায় ভেসে যায়। স্থানীয় বাসিন্দা শৈলেন মন্ডল,অনন্ত রায় বলেন, আষাঢ় থেকে আশ্বিন মাস পর্যন্ত নৌকাই ভরসা। ভেজিনা,গোবিন্দপুর, কাটুনিয়া,বড়াম সহ তেরোটি গ্রাম আছে। সন্ধ্যা ছয়টায় নৌকা বন্ধ হয়ে যায়। হঠাৎ জল বেড়ে যাওয়ায় জলে পড়ে চার পাঁচজনের মৃত্যু পর্যন্ত হয়েছে। বড়াম গ্রামের বাসিন্দা নিমাই বাগদী বলেন, প্রতিবছর এইরকম হয়। ভোট এলে বলে ব্রীজ করে দেবো তারপর ভোট পেরিয়ে গেলে আর মনে থাকে না।

হঠাৎ অসুস্থতায় বাড়ছে আতঙ্ক সিউড়ি দুইনং ব্লকের গ্রামে

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি): সিউড়ি দুইনং ব্লকের অবিনাশপুর গ্রামপঞ্চায়েতের অন্তর্গত হরিশপুর সহ একাধিক গ্রামে বারো থেকে ষোলো বছর বয়সী কিশোরী মেয়েদের হঠাৎ অসুস্থ হয়ে যাওয়ার ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। সুলতানপুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসাধীন। অভিভাবক আপেল মহম্মদ বলেন, টিউশনি থেকে ফেরার পর অসুস্থ হয়ে পড়ায় সুলতানপুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গিয়ে যায় তারপর সিউড়ি সদর হাসপাতালে ভর্তি করি কিন্তু ডাকতার বাবুরা রোগ ধরতে পারছে না। কুড়ি বাইশদিন ধরে এইরকম চলছে। মাথায় যন্ত্রনা টানা খিঁচুনি হচ্ছে। সরকার কিছু সাহায্য করলে ভালো হয়। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন নার্গিস পারভিন, লিয়া আপসনা বলে, কয়েকদিন ধরে হচ্ছে মাথা যন্ত্রনা শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। বাইরে ডাকতার দেখালাম। হাসপাতালে এলাম ডাকতার দেখছে। বীরভূম জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক হিমাদ্রী আড়ি বলেন, সামাজিক চাপ মানসিক চাপ থেকে হয়। একজনের থেকে আরেকজনের হয়। আগেরকার দিনে হিস্টিরিয়া বলা হতো। কাউন্সেলিং করানো দরকার মানসিক রোগের চিকিৎসক দেখানো প্রযোজন।

শিলিগুড়িতে আয়োজিত হলো অল বেঙ্গল কংগ্রেস লয়ার্স কনফারেন্স

শিলিগুড়ি : শিলিগুড়িতে অল বেঙ্গল কংগ্রেস লয়ার্স কনফারেন্সের আয়োজন হয়।সেখানে যোগ দেন অধীর রঞ্জন চৌধুরী, সালমান খুরশিদ, কৌস্তব বাগচী, শংকর মালাকার সহ অন্যান্যরা। কনফারেন্সে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অধীর রঞ্জন চৌধুরী জানান, সময় এসেছে রাজ্যস্তরে আইনজীবীদের সংঘবদ্ধ করা। দ্রুত সেই কাজ করা হবে বলেও উল্লেখ করেন তিনি। একইসঙ্গে তার মন্তব্য, কংগ্রেস নেতৃত্বদের পাশে যেন আইনজীবীরা থাকেন। আইনী পরিষেবা দিতে যেন পিছু পা না হন তারা। অন্যদিকে, সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে কৌস্তব বাগচী জানান, রাজ্যের কংগ্রেস নেতৃত্বরা উপেক্ষিত হবে না। সেই দিকটি নিশ্চিত করতে হবে। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব অবশ্যই সেই দিকটি গুরুত্ব সহকারে দেখবে। কারণ, পায়ে কুড়ুল মাড়বে না কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব।

দিনের বেলা রাস্তার দুপাশে জ্বলছে লাইট, এমনই চিত্র দেখা গেলো কালিয়াগঞ্জে

উত্তর দিনাজপুর : রাতে বিভিন্ন এলাকায় লাইট না জ্বললেও দিনের বেলা পৌর এলাকায় জ্বলছে লাইট।এমনই চিত্র দেখা গেলো কালিয়াগঞ্জ পৌরসভার হাসপাতাল রোডে। দিনের বেলা রাস্তার দুপাশে লাইট জ্বলছে।সাধারণ মানুষের অভিযোগ এমনিতেই লোডসেডিংয়ের সমস্যা রয়েছে।আবার কোথাও কোথাও রাতের বেলা রাস্তার আলো জ্বলছে না।কিন্তু হাসপাতাল রোডের রাস্তায় দিনের বেলা লাইট জ্বলছে।সাধারণ মানুষের দাবি পৌর প্রশাসন বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ ভাবে দেখুক। দিনের বেলা লাইট গুলি জ্বলে থাকায় প্রচুর পরিমাণে বিদ্যুৎ অপচয় হচ্ছে। এই বিষয়ে পৌরপ্রধান রাম নিবাস সাহা বলেন কয়েকদিন ধরে বৃষ্টির কারণে লাইট গুলির সমস্যা হয়েছে।তিনি বিদ্যুত্তের দায়িত্বে থাকা কর্মীদের পাঠিয়ে ঠিক করাবেন।

প্রদীপের নিচে অন্ধকার,শহরের অব্যাবস্থা নিয়ে এমনই ভাবে দোষারোপ বিগত বোর্ডকে

শিলিগুড়ি প্রদীপের নিচে অন্ধকার,শহরের অব্যাবস্থা নিয়ে এমনই ভাবে দোষারোপ বিগত বোর্ডকে।প্রত্যেক শনিবার এক ঘঃটা মানুষের সমস্যার কথা গুরুত্ব সহকারে শুনছেন মেয়র গৌতম দেব। এবং তা সমাধানের চেষ্টা করছেন তিনি। তবে ভুরি ভুরি অভিযোগ,এবং তা সমস্যার সমাধান করতে শিলিগুড়ির পুরসভাকে খেতে হচ্ছে হিমসিম।এর জন্য তীক্ষ্ণ ভাষায় আক্রমন করলেন বিগত বোর্ডকে।প্রদীপের নিচে অন্ধকার কেন? বিগত বোর্ড গুলি কি কাজ করেছে, যার জন্য আজ শহরের চিত্রটা এমন বেহাল

আজকের দিনটি

মেষ : পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ : প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন : ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক : মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ : মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা : স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক : লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক।

তুলা : সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু : নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর : পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ : স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন : ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

অক্টোবর, ২০২৩ থেকে যাত্রীবাহী ট্রেনের জন্য নতুন সময়সূচি, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে ৭২টি ট্রেনের যাত্রার সময় হ্রাস

মালিগাঁও (সব্যসাচী দে) ঃ ভারতীয় রেলওয়ে যাত্রীবাহী ট্রেনগুলির জন্য নতুন সর্বভারতীয় সময়সূচি প্রকাশ করেছে, যা ০১ অক্টোবর, ২০২৩ থেকে কার্যকর হয়েছে। যাত্রা আরম্ভ, সমাপ্তির স্টেশনগুলিতে একাধিক নির্ধারিতস্পেশাল ট্রেনের সময়সূচি ও স্টপেজ সংশোধন করা হয়েছে। এছাড়া যাত্রার সময় হ্রাস করার জন্য কিছু ট্রেনের গতিও বৃদ্ধি করা হয়েছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে অধিক্ষেত্রের অধীনে ৭২টি ট্রেনের যাত্রার সময় ০৫ মিনিট থেকে ১২০ মিনিট পর্যন্ত হ্রাস করা হয়েছে। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ট্রেনের সময়সূচি হ্রাস হয়েছে, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ট্রেন নং. ২০৫০৬ (নিউ দিল্লিডিব্রুগড়) রাজধানী এক্সপ্রেস ১০ মিনিট, ট্রেন নং. ১৫০৭৭ (কামাখ্যাগোমতিনগর) এক্সপ্রেস ৯০ মিনিট, ট্রেন নং. ১৫৯৬০ (ডিব্রুগড়হাওড়া) কামরূপ এক্সপ্রেস ১০০ মিনিট, ট্রেন নং. ০১৬৬৬ (আগরতলারানি কমলাপতি) উৎসব স্পেশাল ১২০ মিনিট ইত্যাদি। এছাড়া, ট্রেন নং. ১৫৯৬২ (ডিব্রুগড়হাওড়া) কামরূপ এক্সপ্রেসের চলাচলের দিন বিদ্যমান বৃহস্পতি ও রবিবার থেকে শুক্র ও সোমবারে পরিবর্তন করা হয়েছে।ট্রেন নং. ১৫৬১৫ (গুয়াহাটিশিলচর) এক্সপ্রেসের গুয়াহাটিশিলচরে আগমনপ্রস্থানের সময় পরিবর্তন করা হয়েছে। ট্রেন নং. ১৩১৪৫ (কলকাতারাধিকাপুর) এক্সপ্রেসের মালদা টাউন স্টেশন থেকে রওনা দেওয়ার সময় ০২.৫০ ঘণ্টা এবং রাধিকাপুরে পৌঁছনোর সময় ০৬.১৫ ঘণ্টা। ট্রেন নং. ১৩১৬১ (কলকাতাবালুরঘাট) এক্সপ্রেসের মালদা টাউন স্টেশন থেকে রওনা দেওয়ার সময় ১৮.৫০ ঘণ্টা এবং বালুরঘাটে পৌঁছনোর সময় ২১.২৫ ঘণ্টা। ট্রেন নং. ১৫৯৬১ (হাওড়াডিব্রুগড়) কামরূপ এক্সপ্রেসের মালদা টাউন স্টেশন থেকে রওনা দেওয়ার সময় ০১.৩৫ ঘণ্টা এবং ডিব্রুগড়ে পৌঁছনোর সময় ২২.০০ ঘণ্টা এবং ট্রেন নং. ১৫৯৫৯ (হাওড়াডিব্রুগড়) কামরূপ এক্সপ্রেসের মালদা টাউন স্টেশন থেকে রওনা দেওয়ার সময় ০১.৩৫ ঘণ্টা এবং ডিব্রুগড়ে পৌঁছনোর সময় অপরিবর্তিত থাকবে। এছাড়া কয়েকটি স্টেশনে কয়েকটি প্যাসেঞ্জার স্পেশাল ও ডেমু প্যাসেঞ্জার ট্রেনের আগমনপ্রস্থানের সময় পরিবর্তন করা হয়েছে।

ট্রেন নং. ১৫৬৫১ (গুয়াহাটিজম্মু তাওয়াই) লোহিত এক্সপ্রেস, ট্রেন নং. ১৫৬৫৩ (গুয়াহাটিজম্মু তাওয়াই) অমরনাথ এক্সপ্রেসের গুয়াহাটি থেকে রওনা দেওয়ার সময় পরিবর্তন করা হয়েছে। ট্রেন নং. ১৩২৪৭ (কামাখ্যারাজেন্দ্র নগর টার্মিনাল) ক্যাপিটাল এক্সপ্রেস, ট্রেন নং. ১৫০৭৭ (কামাখ্যাগোমতিনগর) এক্সপ্রেস এবং ট্রেন নং. ১৫৬৫৮ (কামাখ্যাদিল্লি) ব্রহ্মপুত্র মেলের কামাখ্যা থেকে রওনা দেওয়ার সময় পরিবর্তন করা হয়েছে। ট্রেন নং. ১৫৯৬০১৫৯৬২ (ডিব্রুগড়হাওড়া) কামরূপ এক্সপ্রেস ও ট্রেন নং. ২২৫০৪ (ডিব্রুগড়কন্যাকুমারী) বিবেক এক্সপ্রেসের ডিব্রুগড় থেকে রওনা দেওয়ার সময় পরিবর্তন করা হয়েছে। ট্রেন নং. ১৫৬২১ (কামাখ্যাআনন্দ বিহার টার্মিনাল) এক্সপ্রেস ট্রেনটি কামাখ্যা থেকে রওনা দিবে ০৫.০০ ঘণ্টায় এবং ট্রেন নং. ১৩০৬৪ (বালুরঘাটহাওড়া) এক্সপ্রেস ট্রেনটি বালুরঘাট থেকে রওনা দিবে ২০.৪৫ ঘণ্টায়। শিলচর, নিউ জলপাইগুড়ি, শিলঘাট টাউন ইত্যাদি থেকে অন্যান্য আরও ট্রেনের রওনা দেওয়ার সময়ও পরিবর্তন করা হয়েছে।

ট্রেন নং. ১৫৯০৯১৫৯১০ (ডিব্রুগড়লালগড়ডিব্রুগড়) অবধ অসম এক্সপ্রেসের ডিমাপুর স্টেশনে স্টপেজের সময় পূর্বের ০৫ মিনিট থেকে বৃদ্ধি করে ১০ মিনিট করা হয়েছে। ট্রেন নং. ১৫৯৪৫১৫৯৪৬ (লোকমান্য তিলক টার্মিনাসডিব্রুগড়লোকমান্য তিলক টার্মিনাস) এক্সপ্রেসের গুয়াহাটি স্টেশনে স্টপেজের সময় পূর্বের ১৫ মিনিট থেকে বৃদ্ধি করে ২৫ মিনিট করা হয়েছে ইত্যাদি।

আশা করা হচ্ছে যে এই নতুন সময়সূচি উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে ট্রেন পরিচালনা আরও উন্নত করার ক্ষেত্রে সাহায্য করবে। যাত্রা করার পূর্বে যাত্রীদের ন্যাশনাল ট্রেন এনকোয়ারি সিস্টেম (এনটিইএস)-এ রিয়াল টাইমের ভিত্তিতে ট্রেন চলাচলের স্থিতি ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ যাচাই করে নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

টুকরো খবর

বাংলাদেশের পাঁচ কোটি নাগরিকের স্মার্টকার্ডের তথ্য ফাঁস

ঢাকা ঃ বাংলাদেশের পাঁচ কোটি মানুষের জাতীয় পরিচয়পত্রের (এনআইডি) স্মার্ট কার্ডের ব্যক্তিগত তথ্য টেলিগ্রাম চ্যানেলে ফাঁস হয়ে গেছে। বিষয়টি স্বীকার করেছেন নির্বাচন কমিশনের (ইসি) কর্মকর্তারা। ইসির তথ্য অনুযায়ী, এনআইডি সার্ভারে ১২ কোটি নাগরিকের তথ্য আছে। তাদের মধ্যে সাড়ে পাঁচ কোটি নাগরিকের স্মার্ট এনআইডি আছে। বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম দ্য ডেইলি স্টার জানিয়েছে, বার্তা আদান প্রদানের মাধ্যম টেলিগ্রামের একটি চ্যানেলে ১০ সংখ্যার এনআইডি নম্বর দিলেই নাগরিকদের নাম, ফোন নম্বর, ঠিকানা, ছবিসহ অন্যান্য ব্যক্তিগত তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। ইসির এনআইডি শাখার সিস্টেম ম্যানেজার মুহাম্মদ আশরাফ হোসেন দ্য ডেইলি স্টারকে জানান, তিনি গত মঙ্গলবার বিষয়টি সম্পর্কে জানতে পেরেছেন। তবে টেলিগ্রাম চ্যানেলটির পেছনে কারা রয়েছেন, সেটি তিনি জানেন না। ১৭৪টি সরকারি সংস্থার এনআইডি সার্ভারে অ্যাক্সেস রয়েছে। তার একটির মাধ্যমেই এই তথ্য ফাঁস হয়েছে বলে শনাক্ত করা হয়েছে, উল্লেখ করেন তিনি। তবে, কোন সংস্থার মাধ্যমে এই তথ্য ফাঁস হয়েছে তা তিনি জানাননি। আশরাফ হোসেন বলেন, ‘‘এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। তিনি আরো বলেন, ‘‘সংস্থাগুলো তাদের পোর্টালের জন্য নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকে তথ্য নেয়। কখনো কখনো তাদের পোর্টালের দুর্বলতা থাকে এবং শেষ পর্যন্ত এমন পরিস্থিতি হয়।’’ তবে এনআইডি শাখার মহাপরিচালক একেএম হুমায়ূন কবীর বিষয়টি সম্পর্কে অবগত নন উল্লেখ করে এনআইডি সার্ভার নিরাপদ আছে বলে জানিয়েছেন। এর আগে গত ৭ জুলাই যুক্তরাষ্ট্রের তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক অনলাইন সংবাদমাধ্যম টেকক্রাঞ্চ তাদের এক প্রতিবেদনে একটি সরকারি ওয়েবসাইট থেকে প্রায় পাঁচ কোটি বাংলাদেশি নাগরিকের ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস তথ্য জানায়। আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক তখন বলেছিলেন, সরকারি সংস্থা রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়ের সার্ভারের মাধ্যমে এই তথ্য ফাঁস হয়েছে। এই ঘটনার পর আইসিটি বিশেষজ্ঞরা সুপারিশ করেছিলেন, এনআইডি সার্ভার থেকে পরিষেবা গ্রহণকারী সংস্থাগুলোর ওপর ইসি যাতে সার্বক্ষণিক নজরদারি চালায়।

উদ্ভাবনী নাটক ও গদ্যের জন্য সাহিত্যে নোবেল পেলেন ইয়ন ফঁসা

নরওয়ে ঃ উদ্ভাবনী নাটক ও গদ্যের জন্য সাহিত্যে নোবেল পেলেন নরওয়ের খ্যাতনামা লেখক ইয়ন ফঁসা। রয়্যাল সুইডিশ একাডেমি আজ বৃহস্পতিবার সম্মানজনক এ পুরস্কারের জন্য তার নাম ঘোষণা করেছে। বিবৃতিতে নোবেল কমিটি বলেছে, নাটক ও গদ্যসাহিত্যে নতুন মাত্রা যোগ করার জন্য তাকে ২০২৩ সালের নোবেল দেয়া হয়েছে। ফঁসার লেখা নাটক ও গদ্যের প্রশংসা করে সুইডিশ অ্যাকাডেমি বলেছে, অনুচ্চারিত কথা লেখনিতে তুলে এনেছেন তিনি। তার লেখা বিশ্বজুড়ে নানা ভাষায় অনূদিত হয়েছে। ৬৪ বছর বয়সি ইয়ন ফঁসা ১৯৫৯ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর নরওয়ের স্ট্রান্ডেবার্মে জন্মগ্রহণ করেন। নাট্যকার হিসেবে খ্যাতি কুড়ালেও উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধ, শিশুতোষ লেখা ও অনুবাদকর্মও রয়েছে তার। পুরস্কারের অর্থ হিসেবে এক কোটি ১০ লাখ সুইডিশ ক্রোনা বা প্রায় ১০ লাখ ডলার পাবেন নরওয়েজিয়ান এই লেখক। গত বছর ফরাসি লেখক আনি এরনো এই পুরস্কার পেয়েছিলেন।

পূজার পর বিএনপির কঠোর কর্মসূচি

ঢাকা ঃ ২৪ অক্টোবরের আগে কোনো কঠোর কর্মসূচিতে যাচ্ছে না বিএনপি। দলটি দুর্গাপূজার কথা বললেও বাস্তবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি আরো পর্যবেক্ষণ করে চূড়ান্ত কর্মসূচি দিতে চায় তারা। গত ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হওয়া ১৭ দিনের কর্মসূচি কয়েকটি জেলায় রোড মার্চ ও সমাবেশের মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে। এরপর বিএনপি ১৮ অক্টোবর পর্যন্ত নতুন কর্মসূচি পালন করবে। এর মধ্যে ৭ অক্টোবর ঢাকায় শিক্ষক সমাবেশ, ৯ অক্টোবর বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি এবং উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশ পাঠানোর দাবিতে ঢাকাসহ সারা দেশে জেলা ও মহানগরে সমাবেশ ও মিছিল, ১২ অক্টোবর সরকারের পদত্যাগের এক দফার দাবিতে ঢাকায় ছাত্র কনভেনশন, ১৪ অক্টোবর বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি এবং উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশ পাঠানোর দাবিতে ঢাকাসহ সারা দেশে জেলা ও মহানগরে অনশন, ১৬ অক্টোবর সরকারের পদত্যাগের দাবিতে ঢাকায় যুব সমাবেশ এবং ১৮ অক্টোবর সরকারের পদত্যাগের দাবিতে ঢাকায় জন সমাবেশ। এই কর্মসূচি বিএনপির সঙ্গে যে ৩৭টি দল আছে তারাও যুগপৎভাবে পালন করবে। ২০ অক্টোবর থেকে ২৪ অক্টোবর পাঁচদিন দুর্গাপূজার কারণে ঢাকাসহ সারাদেশে বিএনপির কোনো কর্মসূচি থাকবে না। কিন্তু বিএনপি গত ১৭ দিনের কর্মসূচি শেষে বৃহস্পতিবার অবরোধ, ঘেরাও ও হরতালের মতো কর্মসূচি ঘোষণা করবে বলে আগে জানানো হয়েছিল। বলা হয়েছিল অক্টোবর মাসেই তারা সরকারের পতন ঘটাতে চায়। কারণ নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হলে আন্দোলন জমানো কঠিন হয়ে পড়বে। সবাই তখন নির্বাচনমুখী হবে। তাই অক্টোবরেই যা করার করতে হবে। তবে এখন বিএনপি নেতারা বলছেন, তফসিল ঘোষণা হলেই নির্বাচন হয়ে যাবে তা নয়।

জলপাইগুড়ি ল ক্লার্কস অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা বসার ব্যবস্থা, পানীয় জল, শৌচাগার ইত্যাদি সহ বিভিন্ন দাবি নিয়ে বিক্ষোভ করেছেন

জলপাইগুড়ি। বিভিন্ন দাবি নিয়ে রাস্তায় নেমে আঃেদালন শুরু করলেন পশ্চিমবঙ্গ ল'ক্লার্ক অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা। শুক্রবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতের সামনে মার্চেন্ট রোডে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান তারা।

পশ্চিমবঙ্গ ল'ক্লার্ক অ্যাসোসিয়েশনের লোকাল কমিটির সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব বাগচী বলেন, দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে এলেও আমাদের কর্মক্ষেত্রে বসার কোনও জায়গা নেই। বাইরে থেকে আসা বিচারপ্রার্থীদের জন্য বসার ব্যবস্থা, পানীয় জল, শৌচাগার সহ আরও বিভিন্ন দাবি তুলে ধরেন তিনি। পশ্চিমবঙ্গ ল'ক্লার্ক অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের নিজস্ব অধিকার, বিমা সহ ওয়েলফেয়ার ফান্ড চালু করার দাবি তুলে ধরে জলপাইগুড়ি শহরের মার্চেন্ট রোড এলাকায় রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান তারা। রাজ্য কমিটির নির্দেশে এই আঃেদালন করা হচ্ছে বলে জানান সংগঠনের জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির কর্মকর্তা রতনকুমার দত্ত।

৩১ তম জাতীয় শিশু বিজ্ঞান কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হচ্ছে কোচবিহারে

কোচবিহার ঃ ৩১ তম জাতীয় শিশু বিজ্ঞান কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হচ্ছে কোচবিহারে। কোচবিহার বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠে এই অনুষ্ঠানের আযে়াজন করা হয়েছে।শুক্রবার কোচবিহার জেলার বিভিন্ন স্কুলের ১১৯ টি বিজ্ঞান প্রকল্পের নিবন্ধঃকরণ করা হয়েছে। সেই সাথে কোচবিহার জেলার ৫৮ টি বিদ্যালয় এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছে। জেলা পঞ্চায়েত বিজ্ঞান প্রকল্প নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় যারা নির্বাচিত হবে, তারা পরবর্তীতে রাজ্য শিশু বিজ্ঞান কংগ্রেসে অংশগ্রহণ করবে বলে জানা গেছে। এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা শিশু বিজ্ঞান কংগ্রেসের সমন্বয়কারী সুমন্ত সাহা, জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (উচচমাধ্যমিক) সমর চন্দ্র মণ্ডল, সরকারি বিদ্যালয় পরিদর্শক (উচচমাধ্যমিক) বরুণ চন্দ্র মন্ডল, উচচমাধ্যমিক কাউন্সিল সভাপতি মানস ভট্টাচার্য সহ অন্যান্যরা।

কোচবিহার পঞ্চায়েত নির্বাচনে খারাপ পারফর্ম করা তৃণমূল নেতাদের রদবদল করা হয়েছে

কোচবিহার ঃ কোচবিহার পঞ্চায়েত নির্বাচনে খারাপ পারফরম্যান্সের জন্য তৃণমূল নেতাদের রদবদল করা হয়েছে।কোচবিহারে অঞ্চল স্তরে রদবদল করল তৃণমূল কংগ্রেস। জেলাতে প্রাথমিক ভাবে আপাতত সাতটি ব্লকের মধ্যে ২২ টি অঞ্চল কমিটিতে রদবদল হয়েছে। জানা গেছে এই গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনে যে অঞ্চল গুলিতে দলের খারাপ ফল হয়েছে সেই অঞ্চল কমিটিতে রদবদল হয়েছে। এছাড়াও যে অঞ্চল কমিটির পদাধিকারিরা নির্বাচনে জিতে প্রধান হয়েছেন সেই পদেও অন্য নতুন মুখকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

এনজেপি রেলওয়ে স্টেশনে কর্মরত অস্থায়ী কর্মীরা ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে স্টেশনের চলমান কক্ষের সামনে বিক্ষোভ করেছেন

শিলিগুড়ি ঃ নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনে কর্মরত অস্থায়ী কর্মীদের ছাটাই করার প্রতিবাদে নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনের রানিং রুমের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলো ছাটাই হওয়া অস্থায়ী কর্মী এবং তার পরিবারের সদস্যরা। শুক্রবার রানিং রুমের প্রধান গেটের সামনে দীর্ঘক্ষন বিক্ষোভ দেখায় তারা। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ প্রায় নয় মাস আগে ঠিকাদার পরিবর্তন করে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ তারপর থেকেই প্রায় ৩৫ জন অস্থায়ী কর্মীরা তাদের পাওনা টাকা ঠিকভাবে পাচ্ছিলেন না। এবং সম্প্রতি তাদেরকে কাজের থেকে বের করে দেওয়া হয়। এমনই অভিযোগ তুলে এদিন তারা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে অস্থায়ী কর্মীদের দাবি তাদের দাবি মানা না হলে আগামী দিনে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে।

দিবালোকে বড় ভাইকে গুলি করে ছোট ভাই, গুরুতর আহত

মালদা ঃ ভরদুপুরে মালদায় চলল গুলি। গুলিবিদ্ধ এক ব্যক্তি। মালদা রতুয়ার বাহারালের উত্তর সাহাপুরের ঘটনা। গুলিবিদ্ধ ব্যক্তির নাম শেখ মোস্তাক। অভিযোগ উঠেছে তার দাদা শেখ গ্যানার বিরুদ্ধে। গুলিবিদ্ধ ভাই শেখ মোস্তাক মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তবে কি নিয়ে গন্ডগোল তা এখনো জানা যায়নি। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে রতুয়া থানার পুলিশ। গুলিবিদ্ধ ওই ব্যক্তির স্ত্রী ফাতেমা বিবির অভিযোগ, তার স্বামী ছাদের ওপরে ছিল। হঠাৎ তার দেওর ঘর থেকে বন্দুক নিয়ে এসে নিচ থেকে গুলি মারে। বুকে গুলি লাগে শেখ মোস্তাকের।

শিলিগুড়ির একটি বাড়িতে চুরির ঘটনায় একজনকে গ্রেফতার করল মাটিগাড়া থানার পুলিশ

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ির মাটিগাড়ার নিউ কলোনি এলাকায় একটি বাড়িতে চুরির ঘটনায় বিশ্বাস কলোনী এলাকা থেকে একজনকে গ্রেফতার করল মাটিগাড়া থানার সাদা পোশাকের পুলিশ। ধৃত যুবকের নাম মহম্মদ আফজাল। জানা যায় চলতি মাসের কুড়ি তারিখে নিউ কলোনী এলাকার এক মহিলা মুনমুন ঘোষের বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটে। সেখান থেকে চুরি যায় নানা সোনার অলংকার, মোবাইল ফোন ও নগদ। ২১ তারিখে মাটিগাড়া থানায় চুরি সংক্রান্ত অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে শুক্রবার সকালে বিশ্বাস কলোনী এলাকা থেকে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে চুরি যাওয়া একটি সোনার চেইন, দুটি সোনার বালা, দুটি সোনার লকেট একটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করেছে পুলিশ। ধৃতকে শুক্রবার দুপুরে শিলিগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়।

প্রতারিত হয়েছেন খোদ পদ্মশ্রী করিমুল হক

জলপাইগুড়ি ঃ ভুয়ো দিশারী নার্সিং ট্রেনিং সেন্টারের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে অভিযোগ পদ্মশ্রী করিমুল হকের। অভিযোগ সম্প্রতি জলপাইগুড়ি জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর শহরের বুকে রমরমিয়ে চলা এক ভুযো় নার্সিং ট্রেনিং সেন্টার বন্ধ করে দেয়। দিশারী নার্সিং ট্রেনিং সেন্টার থেকে দেওয়া সার্টিফিকেট কোনো বৈধতা নেই বলে জানিয়ে দিয়েছে জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক। বৃহস্পতিবার সেই ভুযো় নার্সিং সেন্টার চালানোর ঘটনায় নয়া মোর নিলো। এদিন এই নার্সিং ট্রেনিং সেন্টারের কর্ণধার শান্তনু শর্মার বিরুদ্ধে প্রতারণা করার অভিযোগ করলেন উত্তর বঙ্গের বিশিষ্ট সমাজসেবী পদ্মশ্রী করিমুল হক। এদিন লিখিত ভাবে এই প্রতারক সংস্থার বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেবার আবেদন জানানোর সঙ্গে সম্পূর্ন ঘটনার সি বি আই তদন্তের দাবি জানান পদ্মশ্রী পুরস্কারে ভূষিত করিমুল হক। ঘটনা প্রসঙ্গে করিমুল হক জানান, দিশারী নার্সিং ট্রেনিং সেন্টারের কর্নধার আমার গ্রামের বিনামূল্যে চলা স্বাস্থ্য শিবিরে নিজের ট্রেনিং সেন্টারের বোর্ড লাগান, এবং বলেন মেয়েদের নার্সিং ট্রেনিং দেওয়া হবে, এরপর জানতে পারি পয়সার বিনিময়ে তারা মেয়েদের ট্রেনিং দিচ্ছে এবং এরপর আরও জানতে পারি মেয়েদের ট্রেনিং শেষে যে সার্টিফিকেট দিয়েছে তার কোনো বৈধতা নেই। এরপরেই আমি বুঝতে পারি আমি প্রতারিত হয়েছি উক্ত দিশারী নার্সিং ট্রেনিং সেন্টারের কর্ণধার শান্তনু শর্মার দারা, আমার মান সম্মান সব ধুলোয় লুটিয়ে দিয়েছেন উক্ত ব্যক্তি।

গোপালপুর এলাকার এক কংগ্রেস কর্মীর বাড়ি সংলগ্ন এলাকার ঝোপের মধ্যেই পরপর বোমা বিস্ফোরণ

মালদা ঃ পরপর বোমা বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল গোটা এলাকা। আর এই ঘটনায় তুমুল আতঙ্ক ছড়িয়েছে মানিকচক থানার গোপালপুর এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে। শুক্রবার সকালে গোপালপুর এলাকার এক কংগ্রেস কর্মীর বাড়ি সংলগ্ন এলাকার ঝোপের মধ্যেই পরপর বোমা বিস্ফোরণ হয় বলে অভিযোগ। আর এই ঘটনায় কংগ্রেস আশ্রিত দুস্কৃতীদের বিরুদ্ধে বোমা তৈরী এবং মজুত করার অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল। পাল্টা তৃণমূলের অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে দাবি করে স্থানীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব জানিয়েছে, শাসকদলের স্থানীয় নেতৃত্ব এলাকায় সন্ত্রাস চালাতেই বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। যদিও গোপালপুরে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনার পর তদন্তে পৌঁছায় মানিকচক থানার পুলিশ। পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বোমা নিস্ক্রিয় বাহিনীর কর্তারা।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকাল ১১টা নাগাদ গোপালপুর এলাকার এক কংগ্রেস কর্মী নুহু শেখের বাড়ি সংলগ্ন এলাকায় পরপর কয়েকটি বোমা বিস্ফোরণ হয়। তাতে গোটা এলাকা কেঁপে ওঠে। এরপরে গ্রামবাসীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। কিভাবে ওইখানে বোমা বিস্ফোরণ ঘটলো সেটি অবশ্য খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

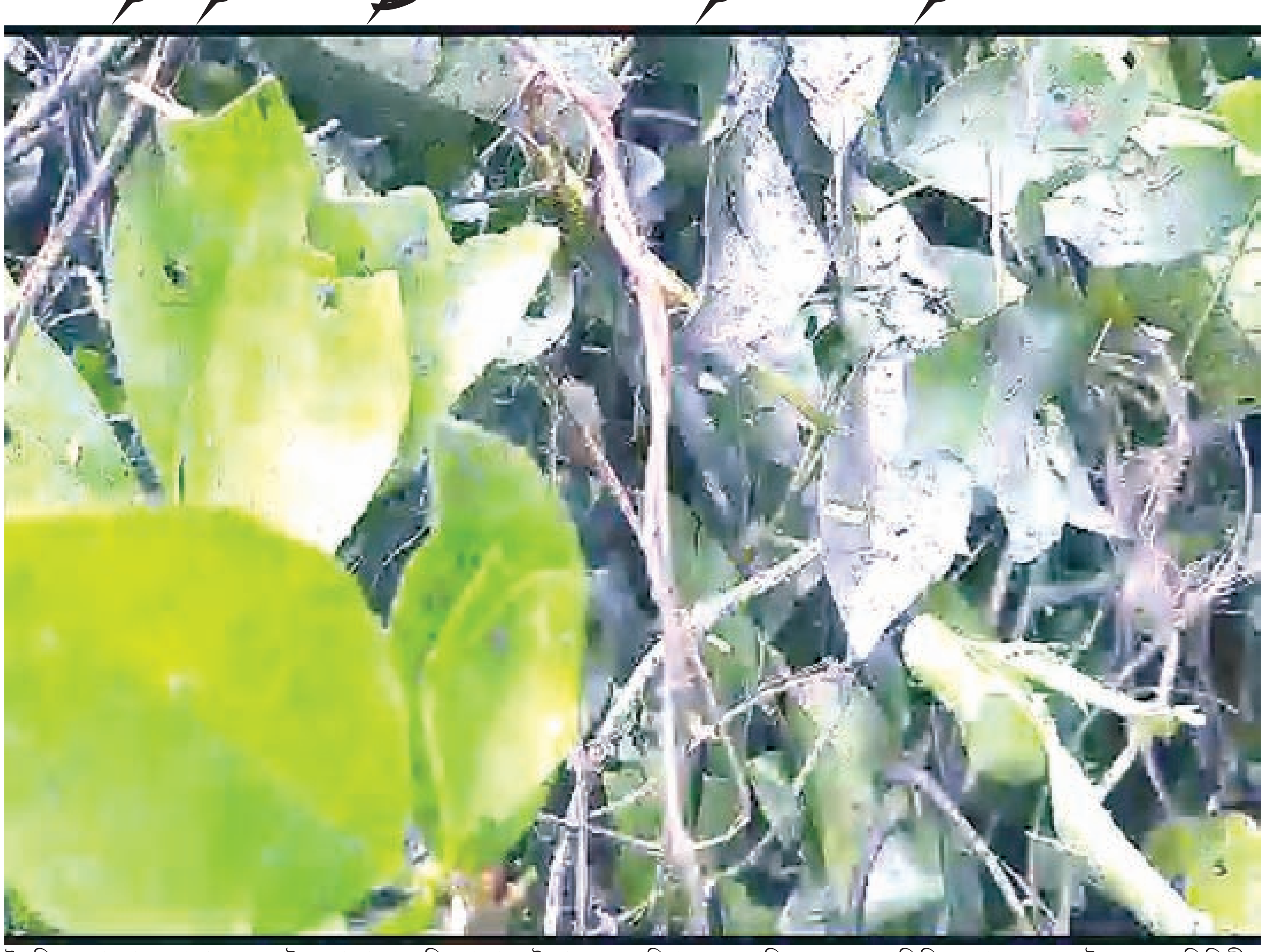

এদিকে গোপালপুর এলাকার তৃণমূল অঞ্চল কমিটির সভাপতি মহম্মদ নাসিরের অভিযোগ, এলাকায় সন্ত্রাস চালাতেই স্থানীয় কংগ্রেস আশ্রিত দুস্কৃতীরা বোমা তৈরির কারবার চালাচ্ছে। ওই কংগ্রেস কর্মীর বাড়ি সংলগ্ন এলাকায় তাদের দলের দুস্কৃতিরাই বোমা মজুত রেখেছিল। যা কোন কারণবশত বিস্ফোরণ ঘটে যায়। এদিকে তৃণমূলের এই অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে পাল্টা দাবি করেছে মানিকচকের কংগ্রেস দলের প্রাক্তন বিধায়ক মুত্তাকিন আলম। তিনি বলেন, তৃণমূলের আশ্রিত দুস্কৃতিরায় বোমা মেরে কংগ্রেস কর্মীদের ভয় দেখাতে চাইছে। আর নিজেদের দোষ এড়াতেই এখন ভিত্তিহীন অভিযোগ করছে। আমরা চাই পুলিশ পুরো ঘটনার প্রকৃত তদন্ত করুক।

সম্পাদকীয়

মণিপুরের মুসলমানদের কথা কেউ ভাবছে কি

সংবাদকর্মী বা সমাজগবেষক হিসেবে দক্ষিণ এশিয়ার অনেকে এখন মণিপুর যেতে আগ্রহী। সেখানকার পরিবেশ এ রকম আগ্রহ মেটানোর জন্য যে সহায়ক অবস্থায় নেই, সেও অনেকের জানা। তারপরও কেউ না কেউ যাচ্ছেন। এ রকম অনেকে সেখানে গিয়ে প্রথমে খুঁজে নিচ্ছেন মুসলমান কোনো গাইড বা গাড়িচালককে। চাহিদা হিসেবে এটা অভিনব। দিল্লির এক পরিচিত সাংবাদিক রহস্য করে এও বললেন, মুসলমানদের জন্য তুলনামূলকভাবে নিরাপদ জায়গা এখন মণিপুরের ইম্ফল। কথাটা যে প্রতীকী অর্থে বলা, সেটা বোঝা যায়। এটা সত্য, মণিপুরে পারস্পরিক সংঘাতে লিপ্ত কুকি ও মেইতেইরা মুসলমানদের 'খুঁজছে' না বা 'সুবিধাজনক' অবস্থায় পেলেও কিছু বলছে না। কিন্তু কঠিন এক হিসাবনিকাশের খেলায় পড়েছে ক্ষুদ্র এই গোষ্ঠীও। অভিজ্ঞরা মণিপুরের মেইতেই ও কুকিদের সহজে চিনতে পারবেন। আবার মেইতেই ও কুকিদের পাশাপাশি একজন মুসলমান নারী বা পুরুষকে শনাক্ত করাও মণিপুরে কঠিন নয়। পরিস্থিতি এখন এ রকম যে, ইম্ফলের ভেতর কুকিদের ঘোরাফেরা কঠিন। একইভাবে ঝুঁকি আছে ইম্ফলের বাইরে পাহাড়ি এলাকায় মেইতেইদের বিচরণ। কিন্তু দুই জায়গাতেই একজন মুসলমান যেতে পারছেন। মুসলমানরা আপাতত সেখানে প্রধান দুই জনগোষ্ঠীর কারও 'প্রতিপক্ষ' নয়। কিন্তু তারপরও অতি সংখ্যালঘু এই জনগোষ্ঠীও তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগে আছে যদিও মণিপুরের মুসলমানদের নিয়ে ভাবছে কমজনই। উত্তরপূর্ব ভারতীয় রাজ্যগুলোর মধ্যে আসামের পরই মণিপুরে লোকসংখ্যায় মুসলমানদের হিস্যা উল্লেখযোগ্য। ৯ থেকে ১০ ভাগ। সংখ্যার হিসাবে অবশ্য সেটা সামান্যই। রাজ্যের ৩২ লাখ মানুষের মধ্যে ৩ লাখেরও কম তারা। এ রাজ্যে মুসলমানদের বসবাসের ইতিহাস অনেক পুরোনো। অন্তত ৪০০ বছর তো হবে। একটা কাহিনি আছে এ রকম, পুরোনো দিনের আসামের সিলেট থেকে কয়েক শতাব্দী আগে সেখানে যুদ্ধ করতে গিয়ে অভিবাসী হয় এই জনগোষ্ঠী। তবে ছোট একটা ভিন্নমত হলো, সিলেট থেকে যাওয়ার আগেই মণিপুরে মেইতেইদের একাংশের মধ্যে ইসলামের গোড়াপত্তন ঘটে গিয়েছিল। ১৮১৯ থেকে ১৮২৬ সাল, স্থানীয়ভাবে যাকে বলা হয় 'দুর্যোগে ভরা সাত বছর', মিয়ানমারের রাজাদের আগ্রাসনের মুখে মণিপুরিরা আশপাশের অঞ্চলে যে ছিটকে পড়েছিল, তাতে ওই মুসলমানরাও ছিল। এই মানুষদের স্থানীয় আরেক পরিচয় 'মেইতেই পাঙাল'। সংখ্যায় কম হলেও যেহেতু রাজ্যে পাঙালরা পুরোনো সম্প্রদায়, এ কারণে কুকি ও মেইতেই উভয়ে এদের ধ্যানধরন সম্পর্কে ভালো জানে। আর ওই জানাশোনা এখন তিন পক্ষেরই কাজে লাগছে। তবে কোনো জনপদে সর্বগ্রাসী অশান্তি এলে সবার গায়ে কমবেশি তার আঁচ লাগে। মণিপুরের চলমান সহিংসতার ভেতর পাঙালদের জন্যও চরম অনিশ্চয়তার উপাদান আছে। তারা কেউ কেউ উদ্বাস্তু হয়েছে ইতিমধ্যে। হিন্দু মেইতেইপাড়ায় থাকার কারণে তারাও আক্রান্ত হয়েছে। এসব দেখে তাদের অনেকের মনে পড়ছে, উঁকি দিচ্ছে ১৯৯৩ সালের সহিংসতার স্মৃতি। তবে এবার এখনো মোটাদাগে পাঙালরা আক্রান্ত নয়। বরং ক্ষুদ্র এই জনগোষ্ঠী প্রতিদ্বন্দ্বি বৃহত্তের মধ্যে যোগাযোগ সেতু হিসেবে আছে। গাড়িচালকসহ অনেক পেশায় মণিপুরি মুসলমানদের চাহিদা বেড়ে গেছে অভাবনীয়ভাবে। হিন্দু মেইতেই আর খ্রিষ্টান কুকিদের এলাকায় উভয় সম্প্রদায়ের কারও যখন কোনো দরকার পড়ে, তখন পাঠানো হয় মুসলমানদের। কোনো কোনো সময় এ রকম কাজে নাগাদেরও ডাকা হয়, তবে মুসলমানদের চাহিদা বেশি। কারণ, নাগাদের বিরুদ্ধেও মেইতেই ও কুকিদের কিছু কিছু ক্ষোভের নজির পাওয়া যায়। মণিপুরি মুসলমানদের বেলায় সে রকম দেখা যাচ্ছে না এবার। তবে ইতিহাসে মণিপুরের মুসলমানরা সব সময় নিরাপদে ছিল না বরং রাজ্যের ইতিহাসের জঘন্যতম সহিংসতায় ১৯৯৩ সালে তাদের প্রায় ১০০ জন মারা গিয়েছিল। যদিও তখনকার প্রচারমাধ্যম একে 'মণিপুরে হিন্দু বনাম মুসলমান দাঙ্গা' হিসেবে দেখায়, কিন্তু কার্যত ওই ঘটনায় মেইতেই হিন্দু মারা যায় চারজন, অন্যরা সবাই ছিল পাঙাল মুসলমান। পাঙালরা প্রতিবছর ওই সহিংসতায় নিহত মানুষদের 'শহীদ দিবস' পালনের মাধ্যমে স্মরণ করে।

চীনকে টক্কর দিতে নৌশক্তি বাড়াচ্ছে ভারত

গ্যাব্রিয়েল হনরাদা
প্রাবন্ধিক

ভারত মহাসাগরে চীন নৌশক্তি বাড়িয়েই যাচ্ছে। চীনের এই সরব উপস্থিতির প্রতিক্রিয়ায় ভারত একটি বিশাল নৌবাহিনী গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেছে। তবে ভারতের এই পরিকল্পনা বড় ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে।

গত মাসে একাধিক সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, ভারতের নৌবাহিনী আইএনএস বিক্রান্তের মতো আরেকটি স্থানীয়ভাবে তৈরি বিমানবাহী রণতরি (ইনডিজেনাস এয়ারক্র্যাফট ক্যারিয়ার, সংক্ষেপে আইএসি) বানানোর পরিকল্পনা করছে।

খবরে বলা হচ্ছে, নৌবাহিনীর প্রধান অ্যাডমিরাল আর হরি কুমার এই পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেছেন। এর বাইরে ভারতীয় নৌবাহিনী আরও যুদ্ধ সরঞ্জামের জন্য সরকারের কাছে আবেদন করছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে তিনটি পরমাণু শক্তিচালিত সাবমেরিন ও ছয়টি ডিজেল বিদ্যুৎ চালিত সাবমেরিন। এগুলো প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 'আত্মনির্ভর ভারত' কার্যক্রমের অধীনে নির্মিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

অবস্থাদৃষ্টে অনুমান করা যায়, ভারতীয় নৌবাহিনীর বহরে ২০২৩ সালের মধ্যে যুদ্ধজাহাজের সংখ্যা ১৫৫ থেকে ১৬০টিতে পৌঁছাবে। দেশটি ২০৩৫ সালের মধ্যে কমপক্ষে ১৭৫টি যুদ্ধজাহাজের মালিক হওয়ার আশা করছে। বিমান, হেলিকপ্টার, ড্রোনসহ অন্যান্য যুদ্ধ সরঞ্জামও সামর্থ্য অনুযায়ী বাড়ানো হবে।

চীন যেহেতু তার নৌশক্তি দ্রুততায় বাড়াচ্ছে, যেহেতু তারা পরবর্তী পাঁচছয় বছরে যুদ্ধজাহাজের সংখ্যা ৫৫৫টিতে উন্নীত করতে আটঘাট বেঁধে চেষ্টা করছে সেহেতু ভারতীয় নৌবাহিনী চীনের চেয়ে মাত্রাতিরিক্ত পিছিয়ে না পড়ার সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যাচ্ছে।

তৃতীয় এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার নির্মাণের জন্য ভারতীয় নৌবাহিনী এখনো প্রাথমিক সরকারি অনুমোদন পায়নি। তবে ধারণা করা যায়, এ ধরনের একটি প্রকল্প শেষ হতে ১০ বছরের বেশি সময় লাগবে। ভারতীয় নৌবাহিনী তার জাহাজ নির্মাণ সক্ষমতার ধারাবাহিকতা ধরে রাখার জন্য আইএনএস বিক্রান্তের মতো আরেকটি রণতরি বানানোর প্রস্তাব দিয়েছে।

২০৩০ সালের মধ্যে ভারতের ২৪টি সাবমেরিনের মালিক হওয়ার লক্ষ্য রয়েছে। এর মধ্যে ১৮টি প্রচলিত শক্তি চালিত এবং ছয়টি পারমাণবিক শক্তি চালিত সাবমেরিন থাকবে। এর জন্য বিদেশি সহায়তা প্রয়োজন। কারণ, ভারত এর মাধ্যমে চীনসহ প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে লড়াই করতে চায়। বর্তমানে ভারতের কাছে ১৬টি সাবমেরিন রয়েছে, যার মধ্যে দুটি সক্রিয় পারমাণবিক ব্যালিস্টিক মিসাইল সাবমেরিন (এসএসবিএন) রয়েছে।

ভারত ১০ বছরের বেশি সময় ধরে প্রথমবারের মতো রণতরি আইএনএস বিক্রান্ত বানিয়েছে। এই সময়টিতে তাদের একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই দেশীয়ভাবে অত্যাধুনিক যুদ্ধজাহাজ তৈরিতে ভারতকে অনেক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়েছে। নতুন আরও একটি রণতরি বানানোর ক্ষেত্রে তারা সেই চ্যালেঞ্জগুলোর ওপর জোর দিচ্ছে।

২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে এশিয়া টাইমস এর খবর অনুযায়ী, ভারত ১৩ বছর ধরে আড়াই শ কোটি ডলার ব্যয়ে আইএনএস বিক্রান্ত নামের রণতরিটি তৈরি করেছে। প্রযুক্তিগত অসুবিধা, তহবিলের অভাব ও দুর্নীতির কারণে রণতরিটি বানাতে এত বিলম্ব হয়েছে।

বর্তমানে ভারতীয় নৌবাহিনীর হাতে আইএনএস বিক্রান্ত ছাড়াও আইএনএস বিক্রমাদিত্য (এটি সাবেক সোভিয়েত আমলে রাশিয়ায় বানানো এয়ারক্র্যাফট) নামের আরেকটি রণতরি রয়েছে। এই দুটি রণতরির সঙ্গে তৃতীয় আরেকটি রণতরি যুক্ত করতে চাইছে ভারত। তৃতীয়টি ভারত নিজের দেশে বানাতে চাইছে। এই তিনটি রণতরিতেই সমন্বিত অ্যান্টি এয়ার, অ্যান্টি সারফেস এবং অ্যান্টি সাবমেরিন ওয়ারফেয়ার ক্ষমতা থাকবে।

ভারত তার পারমাণবিক আক্রমণাত্মক সাবমেরিন (এসএসএন) কর্মসূচির অংশীদার হিসেবে ফ্রান্সের সাহায্য নিতে পারে। ২০২৩ সালের জুলাই মাসে দ্য প্রিন্ট একটি প্রতিবেদনে বলেছে, ভারত ও ফ্রান্স যৌথভাবে এমন ছয়টি এসএসএন বানানোর পরিকল্পনা করেছে, যেগুলোতে পরমাণু অস্ত্র বহন করা হবে না। এ বিষয় দুই দেশের মধ্যে এক বছর ধরে আলোচনা চলছে, তবে এখনো এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসা হয়নি।

২০৩০ সালের মধ্যে ভারতের ২৪টি সাবমেরিনের মালিক হওয়ার লক্ষ্য রয়েছে। এর মধ্যে ১৮টি প্রচলিত শক্তি চালিত এবং ছয়টি পারমাণবিক শক্তি চালিত সাবমেরিন থাকবে। এর জন্য বিদেশি সহায়তা প্রয়োজন। কারণ, ভারত এর মাধ্যমে চীনসহ প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে লড়াই করতে চায়। বর্তমানে ভারতের কাছে ১৬টি সাবমেরিন রয়েছে, যার মধ্যে দুটি সক্রিয় পারমাণবিক ব্যালিস্টিক মিসাইল সাবমেরিন (এসএসবিএন) রয়েছে।

এশিয়া টাইমস এর ২০২২ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ভারত পাকিস্তানের ছোট আকারের স্থলভিত্তিক পারমাণবিক অস্ত্রাগারে হামলা চালালে যাতে পাল্টা হামলা চালানো যায়, সে জন্য পাকিস্তান তার সাগরসীমানায় অস্ত্রবহর বাড়াচ্ছে। পাকিস্তানের এই তৎপরতাও ভারতকে তার নৌবাহিনীকে অধিকতর উন্নত করতে উদ্বুদ্ধ করছে।

সাময়িকী

অকাল বোধন বা শারদীয়া দুর্গাপূজা

সুনীল কুমার দে
কলামিস্ট

দুর্গাপূজা আজ কেবল বাঙালী দের মধ্যে ও পশ্চিম বঙ্গেই সীমাবদ্ধ নয়।দুর্গাপূজা আজ সারা ভারত বর্ষেই ধুমধামের সহিত পালিত হয়।দুর্গাপূজা কে আমরা জাতীয় উৎসব ও বলতে পারি।শুধু তাই নয় দুর্গা পূজা ভারত ব্যতীত আমেরিকা,ইংল্যান্ড, বাংলাদেশ, নেপাল,মরিশাস, আফ্রিকা, প্রভৃতি দেশেও ধুমধামের সহিত পালিত হয়।কথিত আছে সত্য যুগে মহারাজা সুরত মেধস মুনির আশ্রমে সমাধি নামক বৈশ্য এর সাথে মিলে হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য ভগবতী দুর্গার পূজা করেছিলেন বসন্ত কালে ।সেজন্য সেই পূজা বাসন্তী পূজা নামে খ্যাত ছিলো।শরৎ কালে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র রাবন কে বধ করে মা সীতাকে উদ্ধার করার জন্য শ্রীলঙ্কায় মা দুর্গার পূজা করেছিলেন।এই কথা কৃত্তিবাসী বাংলা রামায়ণে উল্লেখ আছে।তখন শরৎ কাল ছিলো কিন্তু মায়ের পূজার উপযুক্ত সময় ছিলো না।সেই সময় কে অকাল বলা হতো।কিন্তু রাবন কে বধ করার জন্য মায়ের আশীর্বাদের খুবই প্রয়োজন ছিলো কারন মা মহামায়া রাবনের ঘরে বাঁধা ছিলেন ও যুদ্ধে মা স্বয়ং রাবন কে রক্ষা করছিলেন।তাই প্রভু রামচন্দ্র অকালে মাকে জাগিয়ে তাঁর পুজো করলেন ও রাবনকে বধ করার আশীর্বাদ নিলেন।সেই জন্য এই পূজাকে অকাল বোধন বা শারদীয়া দুর্গাপূজা বলা হয়।কেউ কেউ একে শারদ উৎসব ও বলে থাকেন কিন্তু আসলে শারদ উৎসব নয়,শারদীয়া দুর্গোৎসব।আজ দেশ জুড়ে এই শারদীয়া দুর্গা পূজার প্রচলন বেশি।কেউ কেউ নবরাত্র হিসাবেও এই উৎসব কে পালন করে থাকেন।ষষ্টি তে মায়ের বেল তলাতে বোধন হয়।সপ্তমী তে মায়ের নবপত্রিকা প্রবেশ ও সপ্তমী পূজা।অষ্টমী তে মায়ের মূল পূজা।তারপর মায়ের সন্ধিপূজা।প্রভু রামচন্দ্র ১০৮ নীল পদ্ম দিয়ে মায়ের পুজো করেছিলেন।মা একখানি পদ্ম লুকিয়ে দিয়েছিলেন।কারন সেটা ছিলো ভোলানাথের পদ্ম।মা সে পদ্ম তাঁর পায়ে নিবেন কি করে।তখন রামচন্দ্র নিজের একখানি নীল চোখ উপড়ে দেওয়ার চেষ্টা করলে মা তাঁকে দর্শন দেন ও পদ্ম ফিরিয়ে দেন। তারপর সন্ধি পূজা সাঙ্গ হয়।মা তাঁকে রাবন বধের আশীর্বাদ দেন।নবমীতে রাম রাবনের যুদ্ধ হয়।যুদ্ধে রামচন্দ্র রাবন কে বধ করে সীতা কে উদ্ধার করেন।দশমীতে বিজয় উৎসব মানানো হয়।বিজয়া দশমীতে কেউ কেউ রাবনের পুতলা জ্বালিয়ে দশহরা উৎসব ও পালন করে থাকেন।এই ধারা আজও চলে আসছে। দুর্গাপূজার মূল ভাব হলো অধর্মের উপর ধর্মের বিজয়।অন্যায়ের উপর ন্যায়ের বিজয়।অশুভ শক্তির উপর শুভ শক্তির বিজয়।মা দুর্গা হলো শুভ শক্তির প্রতীক আর রাবন হলো অশুভ শক্তির প্রতীক।আজও আমাদের সমাজে ও আমাদের মনে অশুভ শক্তি রূপী রাবন জীবিত আছে তাই আমাদের জীবনে প্রতিদিন দুর্গা রূপী শুভ শক্তির বোধন চাই ও জাগরণ চাই।

তরুণেরা কি সব দেশ ছেড়ে চলে যাবেন

নিশাত সুলতানা

খুব বেশি দিন আগের কথা নয়, মাত্র বছর দশেক আগে আমি আমার বর্তমান আবাসনে স্থায়ী হই। সেই সময় হাউজিংয়ে বসবাসকারী শিশুকিশোরের সংখ্যা নেহাত কম ছিল না। ওদের নিয়ে অনায়াসে একটি ক্রিকেট কিংবা ফুটবল দল গঠন করা যেত। বাড়ির পাশে থাকা একচিলতে জমিতে প্রতিদিন দুপুর থেকে শুরু হতো ওদের কোলাহল। ওরা ক্রিকেট খেলত, ফুটবল খেলত, সাইকেল চালাত।

বিকেল গড়িয়ে ওদের খেলা চলত সন্ধ্যা পর্যন্ত। শীতের রাতে সেখানেই অনেক রাত পর্যন্ত ব্যাডমিন্টন খেলা চলত। আজ ১০ বছরের মাথায় সব কেমন বদলে গেছে। সেদিনের সেই খুদে খেলোয়াড় প্রায় সবাই বড় হয়ে গেছে। একে একে তাঁদের অনেকেই উচ্চশিক্ষার্থে পাড়ি জমিয়েছেন ইউরোপ আমেরিকার নানা দেশে। তাঁরা আর কখনো দেশে ফিরে আসবেন বলে মনে হয় না। যাঁরা বাকি আছেন, তাঁরাও অনেকটাই অপেক্ষা করছেন বিমানের ফ্লাইট ধরার।

কয়েক বছর পর এই হাউজিংয়ে তরুণ বয়সী একজন সদস্যও খুঁজে পাওয়া যাবে না হয়তো। এরপর ফিরে তাকালাম আমার নিজের বর্ধিত পরিবারের সন্তানগুলোর দিকে। সেখানেও তারা প্রায় অনুপস্থিত। বন্ধুবান্ধব আর পরিচিত অনেকেই দেশের বাইরে স্থায়ী হয়েছেন। যাঁরা অবশিষ্ট আছেন, তাঁরা নিজেদের নিয়ে স্বপ্ন না দেখলেও সন্তানদের দেশের বাইরে পাঠানোর জোরদার বন্দোবস্ত করছেন। ভাবছিলাম, বার্ধক্যে আমাদের অবলম্বন হবে কারা? কাদের হাতে আমরা রেখে যাব আমাদের অসমাপ্ত স্বপ্নগুলো? ওদিকে ঘরের সাহায্যকারী তরুণ বয়সী মেয়েটির স্বামী সম্প্রতি মালয়েশিয়ায় চলে গেছেন ভাগ্যান্বেষণে। সৌদি আরবে গিয়ে ভাইয়ের সঙ্গে স্থায়ীভাবে থাকার স্বপ্ন দেখছেন তরুণ ড্রাইভারটিও।

দেশের বাইরে স্থায়ী হওয়ার স্বপ্নটি একসময় উচ্চবিত্ত আর উচ্চমধ্যবিত্তের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত ছিল। তবে এখন স্বপ্নটি আর শুধু এই শ্রেণির মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই বরং তা মহামারির মতো ছড়িয়ে পড়েছে বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষের মধ্যে। নিজেরা না হলেও সন্তানদের বাইরে স্থায়ী করতে সর্বস্ব দিয়ে চেষ্টা করছেন তাঁরা। তরুণদের মধ্যে কেউবা তাঁদের মেধা, যোগ্যতা আর অর্থনৈতিক সক্ষমতা অনুযায়ী বিশ্বের নামীদামি বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে পা বাড়াচ্ছেন। আর কেউবা দরিদ্র মাবাবার শেষ সম্বলটুকু বিক্রি করে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নৌকায় ভূমধ্যসাগর পার হচ্ছেন, বিস্তীর্ণ মরুভূমি কিংবা জঙ্গল পাড়ি দিয়ে দেশের বাইরে যাচ্ছেন শুধু রুটিরুজির নিশ্চয়তাটুকু পেতে।

বিদেশে স্থায়ী হওয়ার স্বপ্নে বিভোর এই তরুণদের আটকানো না গেলে অচিরেই নেতৃত্বশূন্যতায় পড়বে দেশ। নেতৃত্বদানকারী মেধাবী তরুণ আর শ্রমজীবী তরুণ এই দুই ধরনের তারুণ্যের শূন্যতা দেশকে এক নিদারুণ পরিণতির দিকে নিয়ে যাবে। আমরা তরুণদের উন্নত জীবনের স্বপ্ন দেখাতে আর তাদের আস্থা অর্জনে ব্যর্থ হচ্ছি। তাই দক্ষ ও নির্ভরযোগ্য ও তারুণ্যের শূন্যতাই হয়তো হতে যাচ্ছে আমাদের আগামী। শুধু সন্তানদের দেশের বাইরে ভালো রেখে আমাদের সব দিক রক্ষা হবে তো? আমরা পারব তো ভালো থাকতে?

আমার প্রায়ই মনে হয়, দেশ তারুণ্যশূন্যতার দিকে এগোচ্ছে। তরুণেরা যে যেভাবে পারছেন দেশ ত্যাগ করছেন। মনে পড়ে, বছরখানেক আগে কোনো এক জাতীয় বিতর্ক প্রতিযোগিতায় কথা হচ্ছিল এক তরুণ বিতার্কিকের সঙ্গে। তুখোড় ওই বিতার্কিকের কাছে জানতে চেয়েছিলাম, তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে। তরুণ জানান, 'হয় সিভিল সার্ভিস কর্মকর্তা হব, নয়তো দেশ ছাড়ব।' 'দেশের বাইরে স্থায়ী হতে চান কেন?' এই প্রশ্নের উত্তরে তরুণ স্পষ্টভাবে জানান, সিভিল সার্ভিস চাকরি ছাড়া এই দেশে সে তাঁর জন্য অন্য কোনো ভবিষ্যৎ দেখতে পান না।

২০১৮ সালে বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম তরুণদের নিয়ে এক জরিপ প্রকাশ করে। সেখানে দেখা যায়, ভালো জীবনযাপন ও পেশার উন্নতির জন্য দক্ষিণ এশিয়ার ৮২ শতাংশ তরুণ নিজের দেশ ছেড়ে চলে যেতে চান। এসব তরুণ মনে করেন না যে নিজের দেশে তাঁদের ভবিষ্যৎ আছে। ওই জরিপেও দেখা গেছে যে ৮২ শতাংশ তরুণ উদ্বিগ্ন তাঁদের ভবিষ্যৎ নিয়ে। ভবিষ্যৎ কর্মজীবন নিয়ে তারা নানা ধরনের অনিশ্চয়তায় ভুগছেন। দুটি জরিপ থেকে প্রাপ্ত ফলাফল পরিষ্কারভাবেই জানান দেয় যে আমাদের তরুণেরা ভালো নেই এ দেশে।

প্রশ্ন হলো, উন্নয়নের 'রোল মডেল' খেতাব পাওয়া একটি দেশের তরুণ প্রজন্ম কেন বৈধ অবৈধ যেনতেন উপায়ে দেশ ত্যাগ করছে? সে কি কেবলই উন্নত জীবনের মোহে, নাকি দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি তাঁদের বাধ্য করছে এ রকম সিদ্ধান্ত নিতে! ভয়াবহ সব অভিজ্ঞতা জানার পরও কেন তরুণেরা এভাবে জীবনকে হাতের মুঠোয় নিয়ে বিদেশের পথে পা বাড়াচ্ছেন? এই হিসাবগুলো মেলানো আজ খুব জরুরি।

বাস্তবতা হচ্ছে, আমরা তরুণদের দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে ব্যর্থ হচ্ছি। আবার যতটুকু দক্ষতা আছে, সে অনুযায়ী তাঁদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে পারিনি আমরা। লাখ লাখ উচ্চশিক্ষিত বেকার যুবক কাজের আশায় পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সিভিল সার্ভিস চাকরি আর হাতে গোনা দু একটি পেশা ছাড়া আমরা সামগ্রিকভাবে শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছি। এ ছাড়া চোখের সামনে লুটপাট, দুর্নীতি, সুবিধাবাদী আদর্শের অনুসারী রাজনীতির চর্চা, সামাজিক অবক্ষয়, ট্রাফিকে আটকা স্থবির নগরজীবন, নারী নির্যাতনসহ নানা অরাজকতা, আইনের শাসনের অভাব এই বাস্তবতাগুলো তরুণ মনকে বিষিয়ে দিচ্ছে।

বিদেশে স্থায়ী হওয়ার স্বপ্নে বিভোর এই তরুণদের আটকানো না গেলে অচিরেই নেতৃত্বশূন্যতায় পড়বে দেশ। নেতৃত্বদানকারী মেধাবী তরুণ আর শ্রমজীবী তরুণ এই দুই ধরনের তারুণ্যের শূন্যতা দেশকে এক নিদারুণ পরিণতির দিকে নিয়ে যাবে। আমরা তরুণদের উন্নত জীবনের স্বপ্ন দেখাতে আর তাদের আস্থা অর্জনে ব্যর্থ হচ্ছি। তাই দক্ষ ও নির্ভরযোগ্য ও তারুণ্যের শূন্যতাই হয়তো হতে যাচ্ছে আমাদের আগামী। শুধু সন্তানদের দেশের বাইরে ভালো রেখে আমাদের সব দিক রক্ষা হবে তো? আমরা পারব তো ভালো থাকতে?

জানা অজানা

আজকাল আমিষ ও নিরামিষ নিয়ে খুবই বাক যুদ্ধ চলছে

সুনীল কুমার দে

আজকাল সোশ্যাল মিডিয়াতে, হোয়াটস্যাপ ও ফেসবুকে খাদ্যা খাদ্য ও আমিষ নিরামিষ নিয়ে খুবই বাক যুদ্ধ ও তর্ক বিতর্ক চলছে।বিশেষ করে বৈষ্ণব ও শাক্তদের মধ্যে।বৈষ্ণবরা নিরামিষ ভোজন করেন আবার শাক্তরা মাছ,মাংস ও ডিম খান।মাছ মাংস খেলেই আমিষ ভোজী ও শাক সবজি দুধ ও ফল খেলেই নিরামিষ ভোজী এমন কোনো কথা নয়।স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু বলেছেন,,গাছের ও প্রাণ আছে।সেই হিসাবে শাক শব্জি ও ফলের মধ্যে ও প্রাণ আছে।তাহলে সেগুলো খেলেও তো জীব হত্যা করা হয়।গাভীর রক্ত থেকে দুধ হয়ে থাকে তাহলে দুধ নিরামিষ হলো কি করে।আমরা বায়ু গ্রহন করছি তাতেও অসংখ্য জীবাণু কে হত্যা করা হচ্ছে।জল পান করছি তাতেও জীবাণু রয়েছে তাদের ও হত্যা করছি।তাহলে আমরা অহিংসক হলাম কি করে। তাই আমিষ ও নিরামিষের সাথে ধর্মের কোনো সম্বন্ধ নেই।আপ রুচি খানা।অর্থাৎ খাওয়া টা নিজের নিজের রুচির উপর নির্ভর করে।আমি রামকৃষ্ণ মিশন থেকে দীক্ষা নিয়েছি কিন্তু আমি মাছ ও মাংস খাই না,নিরামিষ ভোজী।আমাদের মিশনের ভক্তেরা সবাই মাছ ও মাংস খায় কোনো বাধা নেই,খাবার দেবারের উপর কোনো কঠোর নিয়ম নেই।আমিষ ও নিরামিষ যে যা খেতে পারে।আসল হলো মন টা।মনেই সব কিছু।ঈশ্বরের প্রতি আমার,ভক্তি,বিশ্বাস,টান ও ব্যাকুলতা আছে কিনা সেটাই হলো আসল কথা।নিরামিষ খেয়েও যদি কামিনী কাঞ্চনে আসক্তি থাকে তবে নিরামিষ খাওয়ার কি মানে।আবার আমিষ খেয়েও জীবনে যদি ত্যাগ ও সংযম থাকে তবে আমিষ খেতে দোষ কি।তাই ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেব বলেছেন,,যদি গো মাংস খেয়েও ঈশ্বরের দিকে মন থাকে তাহলে তার কাছে গোমাংস টা হবিষ্যান্ন হয়ে যায় আবার হবিষ্যান্ন খেয়ে যদি কারো ঈশ্বরে মন না থাকে তাহলে তার কাছে হবিষ্যান্ন টা গোমাংস তুল্য হয়ে যায়।তাই খাওয়া দাওয়া ও আমিষ নিরামিষ টা বড় কথা নয়।সব কিছু মনের ব্যাপার।ধর্ম পথে থেকে মন টাকে সুন্দর,পবিত্র ও ভালো করতে হবে।পর নিন্দা,পরিচর্চা ছাড়তে হবে,সকল ধর্ম ,সকল মত ও পথ কে শ্রদ্ধা ও সম্মান করতে হবে।মতুয়া বুদ্ধি ছাড়তে হবে।মানুষ কে ভালোবাসতে হবে।সবার মধ্যে ভগবান কে দেখার চেষ্টা করতে হবে।তাই আমিষ ও নিরামিষ নিয়ে তর্ক যুদ্ধ ও ঝগড়া ঝাটি বন্ধ করুন সবাই।

পাঠকের চিঠি

মহিষাসুর আজও মরে নি

মহিষাসুর আজও মরে নি।আমার কথা শুনে আপনারা সবাই অবাক হবেন ও বলবেন, সেকি,মা দুর্গা তো মহিষাসুর কে সেই সত্য যুগেই বধ করেছেন সে এখনো জীবিত আছে কি করে।হ্যাঁ, অবশ্যই মা দুর্গা অত্যাচারী ও নারী বিদ্বেষী মহিষাসুর কে সত্য যুগে বধ করেছিলেন কিন্তু আজ আবার ঘরে ঘরে নুতন করে নব কলেবরে হাজার হাজার মহিষাসুর জন্ম নিয়েছে।যারা প্রতিদিন নারীদের মান,সম্মান ও ইজ্জ্যত নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে।নারীদের ধর্ষণ করছে ও খুন করছে।পুরো মানব সমাজ তাদের অত্যাচারে ত্রাহিমাম করছে।তাই ঘরে ঘরে আজ মা দুর্গার জাগরণ চাই।মা দুর্গা হলো শুভ শক্তির প্রতীক আর মহিষাসুর হলো অশুভ শক্তির প্রতীক।এই শুভ ও অশুভ শক্তি শুধু মানব সমাজেই নয় আমাদের সবার মনেও জীবিত রয়েছে ।যখন অশুভ শক্তির প্রবলতা বাড়ে তখন আমরা অন্যায়,অত্যাচার ও অধর্ম করি।আবার যখন শুভ শক্তি জাগরিত হয় তখন আমরা ধর্ম কাজ,পুন্য কাজ ও ভালো কাজ করি।আমাদের মধ্যে সব সময় দুর্গা অর্থাৎ শুভ শক্তি ও মহিষাসুর অর্থাৎ অশুভ শক্তির লড়াই চলছে।তাই বললাম,,মহিষাসুর আজও মরে নি। তাই আজ আমাদের মনের ও সমাজের জীবিত অশুভ শক্তি রুপী মহিষাসুর কে বধ করার জন্য শুভ শক্তি রুপী দুর্গার বোধন করতে হবে, জাগরণ করতে হবে ও পূজা করতে হবে আমাদের মন ও সমাজ কে সুস্থ, সবল ও সুন্দর করার জন্য।

সুনীল কুমার দে, পোটকা

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক : রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দি, বোরেয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক : আদিত্য কুমার চ্যাটার্জী* ফোন : ০৬৫১২২৪৪৫৫৫, ফ্যাক্স : ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পিআরবি অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001. Jharkhand. : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

আগামী দুই বছরে অসম থেকে সম্পূর্ণ ভাবে নির্মূল হবে বাল্যবিবাহ ঘোষণা ডিজিপি জিপি সিংহের

বাল্যবিবাহ বিরোধী অভিযান ২.০ এর অধীনে সর্বমোট ৭১০ টি মামলা রুজু হওয়ার বিপরীতে গ্রেফতার ৯১৫ জন ব্যক্তি

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নির্দেশ অনুযায়ী রাজ্যে শুরু হওয়া বাল্যবিবাহ বিরোধী অভিযান ২.০ এর অধীনে সর্বমোট ৭১০ টি মামলা রজ্জু হওয়ার বিপরীতে ৯১৫ জন ব্যক্তি গ্রেফতার হয়েছেন বলে জানালেন ডিজিপি জিপি সিংহ। তিনি বলেন মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা অনুসারে আগামী দুই বছরে অসম থেকে সম্পূর্ণ ভাবে বাল্যবিবাহ নির্মূল হবে। রাজ্যে বাল্যবিবাহ অব্যাহত থাকা পর্যন্ত পুলিশের এই অভিযান সময় সময়ে অব্যাহত থাকবে বলে স্পষ্ট করে দিয়েছেন তিনি।

বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার কিছু বিশেষ স্পষ্ট নির্দেশ পালন করে অসম পুলিশ যাবতীয় পদক্ষেপ নিচ্ছে বলে উল্লেখ করেছেন ডিজিপি জ্ঞানেন্দ্র প্রতাপ সিংহ। বুধবার সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে তিনি বলেন ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে চালানো রাজ্যে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে প্রথম অভিযানে মোট ৪৫১৫ টি মামলা রজ্জু করা হয়েছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে গ্রেফতার হয়েছিলেন ৩৪৮৩ জন ব্যক্তি। যাবতীয় রজ্জুম মামলার মধ্যে ৯৫৯ মামলার ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে। তবে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়ে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে প্রথম অভিযানের পর বর্তমান এক্ষেত্রে মামলার সংখ্যা বহু কমে গেছে। বাল্যবিবাহ বিরোধী অভিযানের দ্বিতীয় পর্যায়ে ৯১৫ টি রাজ্য করা মামলার ক্ষেত্রে ১১০০ ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল এর মধ্যে ৯১৫ জন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আগামী দু বছরের মধ্যে রাজ্যে বাল্যবিবাহ প্রায় সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাবে বলে মনে করছেন ডিজিপি জিপি সিংহ। প্রসঙ্গত রাজ্যে ফের একবার শুরু হওয়া বাল্যবিবাহ বিরোধী অভিযান ২.০ এর অধীনে সরকারি তথ্য অনুযায়ী রাজ্যজুড়ে মোট ৯১৫ জন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তবে বেসরকারি তথ্য অনুযায়ী এই সংখ্যা ১০৩৯ জন ছাড়িয়ে গেছে। কিন্তু অসম পুলিশের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী বাল্যবিবাহ বিরোধী অভিযানের দ্বিতীয় পর্যায়ে গ্রেফতার হয়েছেন ৯১৫ জন ব্যক্তি। গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে মোট অভিযুক্ত ছিলেন ১১০০ জন। এর মধ্যে অবৈধ স্বামীর সংখ্যা ৫৪৬। তাছাড়া পরিবারের সদস্যে সংখ্যা ৩৫৩ জন। তাছাড়া এই তালিকায় কাজী, মোল্লা, পণ্ডিত রয়েছেন ১৬ জন। তাৎপর্যপূর্ণভাবে ডিজিপি জিপি সিংহের বক্তব্য অনুযায়ী এখানে থমকে রইবে না অসম পুলিশ। রাজ্য থেকে বাল্যবিবাহের এই অবৈধ পরম্পরা সম্পূর্ণভাবে উৎখাত না করা পর্যন্ত অসম পুলিশ নিজেদের অভিযান অব্যাহত রাখবে বলে বারংবার উল্লেখ করেছেন তিনি।

লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস রাজ্যে জিরো পাবে বলে মন্তব্য এআইইউডিএফ সভাপতি মৌলানা বদরুদ্দিন আজমলের

আজমল স্বয়ং একজন বিগ জিরো মন্তব্য কংগ্রেস নেতা রানা গোস্বামী

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ আসন্ন ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের প্রতি লক্ষ্য রেখে রাজ্যের রাজনৈতিক তৎপরতা এক আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে বিরোধী পক্ষের একে অপরের বিরুদ্ধে করা বিতর্কিত মন্তব্যের ফলে বর্তমান উত্তাল হয়ে উঠেছে রাজ্যের রাজনীতি। এআইইউডিএফ এর সঙ্গে মিত্রতা না করলে কংগ্রেস জিরো অর্থাৎ শূন্য আসন পাবে বলে মন্তব্য করেছেন দলটির সভাপতি তথা সাংসদ মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল। তবে এর জবাবে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা বলেছেন তাদের বিনামূল্যে কিংবা ভাড়াটিয়া পরামর্শদাতার প্রযোজন নেই। বদরুদ্দিন আজমলকে উল্টো জিরো বলে আখ্যা কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি রানা গোস্বামীর।

উল্লেখ্য গত কয়েকদিন থেকে এআইইউডিএফ সভাপতি তথা সংসদ মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরাকে বিরিয়ানি চিকেন চিলি চিকেন মটন ভাজি ইত্যাদি খাওয়ার জন্য দাবত দিয়েছিলেন। এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা বলেছিলেন বিরিয়ানি খেতে আপত্তি নেই। বিরিয়ানি খেতে ডাকলে তিনি নিশ্চয়ই যাবেন বলেও উল্লেখ করেছিলেন। তবে কংগ্রেস সভাপতিকে কবে বিরিয়ানি খাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানাবেন সেটার খোলাসা করেছেন মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল। তিনি বলেন নির্বাচনে এআইইউডিএফ এর সঙ্গে মিত্রতা না করার ফলে স্বাভাবিকভাবে জিরো পাবে কংগ্রেস। এবং যেদিন কংগ্রেস জিরো পাবে সেদিন সভাপতি ভূপেন বরাকে বিরিয়ানি খেতে তিনি আমন্ত্রণ জানাবেন বলে মতামত ব্যক্ত করেন এআইইউডিএফ সভাপতি তথা সংসদ মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল।

এদিকে এআইইউডিএফ সভাপতির এই মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা। তিনি বলেন যার যেটা ইচ্ছা সেটা সেই ব্যক্তি বলতে পারে। কিন্তু কংগ্রেস নির্বাচনের ক্ষেত্রে কি রণকৌশল নেবে সেটা দলের নেতারা নির্ধারণ করবেন। এক্ষেত্রে বাইরে থেকে বিনামূল্যে পরামর্শ দেওয়া ব্যক্তি কিংবা ভাড়াটিয়া পরামর্শদাতার কোন প্রযোজন নেই। যেহেতু কংগ্রেস বিনামূল্যের পরামর্শদাতা কিংবা ভাড়াটিয়া পরামর্শদাতা চাইছে না তাহলে কেন এই ব্যক্তিরা নিজস্বভাবে কংগ্রেসকে পরামর্শ দিতে চাইছেন বলে প্রশ্ন উত্থাপন করেন সভাপতি ভূপেন বরা। অন্যদিকে এআইইউডিএফ সভাপতি তথা সংসদ মৌলানা বদরুদ্দিন আজমলকে উল্টো জিরো বলে আখ্যা দিয়েছেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির কার্যকরী সভাপতি রানা গোস্বামী। তিনি বলেন বারংবার না বলার পর বলপূর্বক ভাবে বদরুদ্দিন আজমল কংগ্রেসের সঙ্গে মিত্রতা করতে চাইছেন। কংগ্রেস কোনদিনও দলটির সঙ্গে মিত্রতা করতে আগ্রহী নয়। কিন্তু নাছোড়বান্দা এআইইউডিএফ অনবরতভাবে কংগ্রেসের নেতিবাচক জবাব পেয়েও এই সংক্রান্তে প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে। ফলে এক্ষেত্রে এটাই প্রমাণিত হচ্ছে যে মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল একজন বিগ জিরো বলে মতামত ব্যক্ত করেন কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি রানা গোস্বামী।

প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন থেকে সপ্তাহ ব্যাপি সেবা পক্ষ কালের অঙ্গ হিসেবে রক্তদান শিবিরের আয়োজন

কোচবিহার ঃ কোচবিহার উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের ঢাংটিংগুড়ি বাজারে ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার উদ্যোগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিন থেকে সপ্তাহ ব্যাপি সেবা পক্ষ কালের অঙ্গ হিসেবে আজ রক্ত দান শিবিরের আযয়োজন করা হয়।এই রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির জেলা সভাপতি সুকুমার রায়, ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার জেলা সভাপতি কুমার চন্দন নারায়ণ, যুব মোর্চার জেলা সাধারণ সম্পাদক প্রশান্ত বর্মণ, ঢাংটিংগুড়ি অঞ্চল প্রধান মাম্পী সরকার দাস সহ অন্যান্য বিজেপি নেতৃত্বরা।যুব মোর্চার পক্ষ থেকে জানানো হয় জেলা জুড়ে বর্তমানে রক্তের সংকট হয়েছে। সেই রক্তের সংকট মেটাতে প্রতিটি মন্ডলে রক্তদান শিবিরের আযয়োজন করা হয়েছে। যুব মোর্চার পক্ষ থেকে এক হাজার ইউনিট রক্ত সংগ্রহ করে ব্লাড ব্যাংকে দেওয়া হবে।

অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হলো শিলিগুড়ি পৌরসভা

শিলিগুড়ি ঃ অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হলো শিলিগুড়ি পৌরসভা। বোর্ড মিটিং বা টক টু মেয়র সহ বিভিন্ন সময় সাধারণ মানুষ বা কাউন্সিলরদের মুখ থেকে ভুঁড়ি ভুঁড়ি অভিযোগ উঠে এসেছে অবৈধ নির্মাণের।শাসক দলের কাউন্সিলরের মুখ থেকেও এমন অবৈধ নির্মাণের অভিযোগ শোনা যায়। তবে অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে করা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে শিলিগুড়ি পৌরসভা। ইতিমধ্যে শহরের বহু অবৈধ নির্মাণ ভেঙে দিয়েছেন তারা। শুক্রবার পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের আশ্রম পাড়ায় এমনই এক অবৈধ নির্মাণ ভেঙে দিল শিলিগুড়ি পৌরসভা। ঘটনার পরপরই অবৈধ নির্মাণকারী একরাশ ক্ষোভ উড়ে দেন এলাকার কাউন্সিলর মানিক দের উপর।

১২ দফা দাবির ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গ ল ক্লার্ক অ্যাসোসিয়েশনের আদালত চত্বরে বিক্ষোভ

উত্তর দিনাজপুর ঃ পশ্চিমবঙ্গ ল ক্লার্ক অ্যাসোসিয়েশনের ইসলামপুর আদালত শাখার উদ্যোগে আজ আদালত চত্বরে মিছিল করে নিউ টাউন রোড পার্ক মোড় সংলগ্ন রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখানো হয়। মূলত ১২ দফা দাবির ভিত্তিতে এই বিক্ষোভ কর্মসূচি। অ্যাসোসিয়েশনের জেলা সেক্রেটারি সুরেশ পাল বলেন দীর্ঘদিন ধরে এই আঃেদালন চলছে, সরকার আমাদের কথা শুনছে না।পশ্চিমবঙ্গের যতগুলো আদালত রয়েছে আজ রাজ্য জুড়ে এই ল ক্লার্ক অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে প্রতীকি পথ অবরোধ কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয়েছে। সেই মতো ইসলামপুরেও এই পথ অবরোধ কর্মসূচি পালন করা হয়। তিনি আরো বলেন মূলত অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের বসার মতো জায়গা নেই, পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই সহ বিভিন্ন দাবিতে তারা আন্দোলনে নেমেছেন। এর জেরে সাময়িক যানজটের সৃষ্টি হয় ও তারপর ঘটনাস্থলে ইসলামপুর থানার পুলিশ এসে আশ্বাস দিলে তারা রাস্তা অবরোধ প্রত্যাহার করে নেন।

টমেটো পরিবহনের আড়ালে গাঁজা পাচারের সময় ৫৫৭ কেজি গাজা সহ একজনকে গ্রেফতার করে বক্সিরহাট থানার পুলিশ। অভিযোগ একটি বোলেরো পিকআপভ্যানে টমেটো পরিবহনের আড়ালে গাঁজাপাচার হচ্ছিল

কোচবিহার ঃ টমেটো পরিবহনের আড়ালে গাঁজা পাচারের সময় ৫৫৭ কেজি গাজা সহ একজনকে গ্রেফতার করে বক্সিরহাট থানার পুলিশ। অভিযোগ একটি বোলেরো পিকআপভ্যানে টমেটো পরিবহনের আড়ালে গাঁজাপাচার হচ্ছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বক্সিরহাট থানার জোড়াই ফাঁড়ির পুলিশ ওই বোলেরো পিকআপ ভ্যান টি কে আটক করে। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে বক্সিরহাট থানার অন্তর্গত অসম বাংলা সীমানা লাগোয়া সংকোশ নাকা চেকিং পয়েন্ট এলাকা থেকে ওই পিকআপভ্যানটি আটক করা হয়। টমেটো পরিবহনের আড়ালে অবৈধভাবে ৫৭৫ কেজি গাঁজা পাচার করা হচ্ছিল বলেই জানিয়েছে পুলিশ ।নির্দিষ্ট আইন অনুযায়ী একজন ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে ভিডিওগ্রাফির মাধ্যমে গাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়। গোটা ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চলের ছড়িয়েছে এলাকায়। অসম থেকে বাংলায় প্রবেশের পথে ওই পিকআপভ্যানটিকে আটক করা হয়েছে বলেও জানা গিয়েছে। কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য জানান, বক্সিরহাট থানা পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে একটি বললো পিকআপ নাটক করে। সেখান থেকে ৫৮০ কেজি গাঁজা উদ্ধার রয়েছে। একজন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট এবং তুফানগঞ্জ এর এস ডি পি ও এর উপস্থিতিতে গাজা উদ্ধার করা হয়েছে। নির্দিষ্ট ধারায় বক্সিরহাট থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। এই ঘটনার সঙ্গে আরও কারা যুক্ত রয়েছে সমস্ত বিষয়ে তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।

আশ্বিনের বৃষ্টিতে নাজেহাল জলপাইগুড়িবাসী

জলপাইগুড়ি ঃ রাজ্যের একাধিক জেলায় চলছে ভারী বৃষ্টিপাত। এবং লাগামহীন বৃষ্টি জলপাইগুড়ি জেলা জুড়েই। শুক্রবারও বৃষ্টি অব্যাহত জলপাইগুড়িতে।আশ্বিনের বৃষ্টিতে নাজেহাল জলপাইগুড়িবাসী। বুধবার থেকেই পাল্টে যায় শরতের আকাশ, সাদা মেঘের বদলে আকাশে দখল নেয় কালো মেঘ।সেই থেকেই চলছে বৃষ্টি গত চব্বিশ ঘন্টায় জলপাইগুড়িতে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৪১ মিলিমিটার,আলিপুরদুয়ারে বৃষ্টি হয়েছে ১১৫মিলিমিটার।শুক্রবার সকাল থেকে চলছে অবিরাম বৃষ্টি।বর্ষার স্লগ ওভারের চাপে পড়েছে মৃৎ শিল্পীরা, যদিও বৃষ্টিতে খুশির হাওয়া জেলার ধান চাষী সহ চা বাগান কর্তৃপক্ষের মূখে।

ইতিহাস মুছতে চাইছে মোদি সরকার ফিরহাদ হাকিম

কলকাতা ঃ আলিপুর মিউজিয়ামের এক বছর পূর্তি উপলক্ষে বৃহস্পতিবার একটি অনুষ্ঠানে দুপুরে উপস্থিত হন রাজ্যের মন্ত্রী তথা কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম ইতিহাস মুছতে চাইছে মোদি সরকার। ইতিহাস বিকৃত করে দিয়ে আসল স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মর্যাদা দিচ্ছেন না। আপনি শুধু সাভারকারকে সম্মান দেবেন আর অন্য স্বাধীনতা সংগ্রামীদের দেবেন না এটা হয় না। মমতা বংেদ্যাপাধ্যায় আলিপুর জেলকে মিউজিয়াম করেছেন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সম্মান দিচ্ছেন। আসল স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং বাংলার গৌরবদের আমরা এই আলিপুর মিউজিয়ামে সম্মান দিচ্ছি। এরা শুধু পাবলিসিটি মাস্টার। শুধু নাম পরিবর্তন । শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নামে বন্দর নেতাজিকে সরিয়ে। কি করছেন? এখানে জাতি ধর্মেও থেকে অনেক বেশি আমরা ভারতীয়।

বিসর্জন করতে গিয়ে নদীতে তলিয়ে গেল যুবক

ডায়মন্ডহারবার ঃ ঠাকুর বিসর্জন করতে গিয়ে ভাটার টানে নদীতে তলিয়ে গেল এক যুবক। ঘটনাটি ঘটেছে ডায়মন্ডহারবারের কাছে হুগলি নদীতে। বছর চব্বিশের নিখোঁজ যুবকের নাম পাপ্পু ওরফে কৃষাণ সাহু। তার বাড়ি কাঁকিনাড়া।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পাপ্পু ওরফে কৃষাণ গত কয়েক মাস ধরে ডায়মন্ডহারবারের নগেন্দ্র বাজারে একটি বরফ কারখানায় শ্রমিকের কাজ করছিল। ওই কারখানায় যথারীতি বিশ্বকর্মা পুজো হয়েছিল। সেখানকার অন্যান্য শ্রমিকদের সঙ্গে ঠাকুর বিসর্জন করতে গিয়েছিল পাপ্পু'ও। নদীতে ভাটা থাকায় বেশ কিছুটা নেমে গিয়ে বিসর্জন করতে হয়। কিন্তু বিসর্জনের পর সকলে উঠে এলেও পাড়ে পাপ্পুর জুতো পড়ে থাকতে দেখে বাকিদের সন্দেহ হয়।এরপর ওই যুবকের খোঁজ শুরু হয়। চারিদিকে খোঁজাখুঁজি করেও কোথাও তার সন্ধান মেলেনি। ঘটনার খবর পেয়ে ডায়মন্ডহারবার থানার পুলিশের পক্ষ থেকে নিখোঁজ যুবকের খোঁজে লঞ্চে করে নদীতে তল্লাশি অভিযান চালানো হচ্ছে। নামানো হয়েছে সিভিল ডিফেন্সের ডুবুরি। কারখানা ও পুলিশের তরফে নিখোঁজ যুবকের বাড়িতেও খবর পাঠানো হয়েছে। ওই যুবক ও তার সঙ্গীরা মদ্যপ অবস্থায় নদীতে নামায় দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে পুলিশের অনুমান।

বজ্রপাতে মৃত্যু হলো এক কৃষকের, ঘটনায় শোকের ছায়া গোটা গ্রামে

নদিয়া ঃ কৃষি জমির পাট বহন করার সময় বজ্রপাতে মৃত্যু হল এক কৃষকের। মৃত কৃষকের নাম সমরেশ ঘোষ(৪১) বাড়ি নদিয়ার ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী কৃষ্ণগঞ্জ থানার প্রতাপপুর এলাকায়। নিম্নচাপের প্রভাবে গত দুদিন ধরে সারা রাজ্যের পাশাপাশি নদিয়া জেলার বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টিপাত চলছে। একইভাবে অতি ভারী বৃষ্টিপাত শুরু হয় কৃষ্ণগঞ্জ এলাকা সহ নদিয়া জেলার বিভিন্ন এলাকায়। জানা গেছে, বৃষ্টিপাত চলাকালীন গতকাল রাতে প্রতাপপুর এলাকার বাসিন্দা সমরেশ ঘোষ কৃষি জমির পাটের গাট গরুর গাড়িতে বোঝাই করছিলেন। সেই সময় হঠাৎ বজ্রপাতের কারণে গুরুতর জখম হন তিনি। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় স্থানীয় কৃষ্ণগঞ্জ হাসপাতালে। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ওই কৃষক কে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। বজ্রপাতে সমরেশ ঘোষ এর মৃত্যুর ঘটনা এলাকায় ছড়িয়ে পড়তেই তীব্র চাঞ্চল্যের পাশাপাশি শোকের ছায়া নেমে আসে প্রতাপপুর এলাকায়। মৃত দেহটি উদ্ধার করে নিয়ে যায় কৃষ্ণগঞ্জ থানার পুলিশ । বৃহস্পতিবার মৃতদেহটির ময়নাতন্ত্রের জন্য মর্গে পাঠায় কৃষ্ণগঞ্জ থানার পুলিশ।

ভরদুপুরে চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়লো দুই কিশোরী

শিলিগুড়ি। পুরনিগমের ৪৪ নম্বর ওয়ার্ডের দশরথপল্লী এলাকায় ভরদুপুরে চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়লো দুই কিশোরী। বৃহস্পতিবার ঘটনা ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। জানা গিয়েছে, এদিন এলাকার একটি বাড়িতে ঢোকে দুই কিশোরী।বাড়ি ফাঁকা থাকায় এক কিশোরী ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়ে এবং আলমারির তালা খুলে টাকা ও স্বর্ণালংকার বের করে। সেইসময় অন্য কিশোরী দরজার সামনে দাড়িয়ে ছিল।কিন্তু আচমকাই বাড়ির মালিক ঘরে ঢুকে পড়লে দুই কিশোরী দিশেহারা হয়ে সেখান থেকে পালানোর চেষ্টা করে। এরপরই হাতেনাতে ধরে ফেলা হয় তাদের।ঘটনার খবর দেওয়া হয় পুলিশে।ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুই কিশোরীকে আটক করে থানায় নিয়ে যায় ভক্তিনগর থানার পুলিশ।

উত্তর দিনাজপুর গুলির ঘটনায় নিহত তৃণমূল গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের মৃতদেহ তার বাড়িতে পৌঁছেছে

উত্তর দিনাজপুর ঃ উত্তর দিনাজপুর গুলিতে নিহত তৃণমূল গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মহম্মদ রাহীর মৃতদেহ বৃহস্পতিবার বিকেলে তার বাড়িতে পৌঁছেছে। মৃতদেহ গ্রামে পৌঁছানোর খবর পাওয়া মাত্রই তাঁর বাড়িতে ও আশেপাশে গোটা গ্রাম তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে জড়ো হয়। গোয়ালপোখরের বিধায়ক এবং প্রতিমন্ত্রী গোলাম রব্বানীও প্রধানকে বিদায় জানাতে এসেছিলেন। এসময় তার সাথে তৃণমূলের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।উল্লেখ্য, বুধবার তৃণমূলের গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মহম্মদ রাহিকে গুলি করে হত্যা করে দুষ্কৃতীরা। এরপর তাকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হয়। যেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। আজ বিকেলে তার মরদেহ উত্তর দিনাজপুরে নিজ বাড়িতে পৌঁছালে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

শিলিগুড়ির মাটিগাড়া থেকে বেআইনি মদের ব্যবসা চালানোর অভিযোগে ২ গ্রেফতার

শিলিগুড়ি ঃ মাটিগাড়া এলাকার বিশ্বাস কলোনি যেন নেশার আঁতুড় ঘরে পরিণত হয়েছে। মাটিগাড়া এলাকা জুড়ে মাদক কারবার রুখতে তৎপর পুলিশ প্রশাসন। গতকাল গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে মাটিগাড়ার বিশ্বাস কলোনি এবং বারঘরিয়াতে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ মদ সহ গ্রেফতার দুই ব্যক্তি। বারঘরিয়া তে একটি ধাবাতে দীর্ঘদিন ধরেই চলছিল মদের আসর গতকাল মাটিগাড়া থানার সাদা পোশাকের পুলিশ অভিযান চালিয়ে ভাবার ম্যানেজার অপু দেবনাথ কে আটক করে ঘটনাস্থল থেকে বিপুল পরিমাণ মদ উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। এর পাশাপাশি মাটিগাড়ার বিশ্বাস কলোনিতে রতন বারিক নামে পঞ্চাশ বছরের এক ব্যক্তির বাড়িতে রমরমিয়ে চলছিল মদের ব্যবসা। গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে গতকাল মাটিগাড়ার বিশ্বাস কোলোনিতে সেই ব্যক্তির বাড়িতে তল্লাশি চালালে বিপুল পরিমাণ মদ উদ্ধার করা হয় এবং ঘটনাস্থল থেকেই রতন বারিক নামে সেই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে মাটিগাড়া থানার সাদা পোশাকে পুলিশ। বৃহস্পতিবার ধৃত দুই ব্যক্তিকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়, পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পার্কে মর্নিং ওয়াকে বের হওয়া এক ব্যক্তির লাশ ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়ায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে

শিলিগুড়ি ঃ পার্কের ভেতর এক ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল বাগডোগরার রুপসিং জোতে। এদিন স্থানীয় বাসিন্দারা মৃতদেহ দেখতে পান। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য বিকল সিংহ জানান, মৃত ব্যক্তি স্থানীয় বাসিন্দা ছিলেন। সকালে মনিং ওয়াকে বেরিয়ে ছিলেন। পরে এখানে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বাগডোগরা থানার পুলিশ। পরে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। মৃত ব্যক্তির নাম নরেন সরকার। কি কারণে ব্যক্তি মৃত্যু হল তা ধন্দে ফেলেছে স্থানীয়দের। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকায়।

২০ পুজো বোনাসের দাবিতে প্রবল বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে প্রতিটি বাগানে চলছে গেট মিটিং

আলিপুরদুয়ার ঃ চা বলয়ের শ্রমিকদের ২০ পুজো বোনাসের দাবিতে শুক্রবার সকাল থেকে কালচিনি ব্লকের বিভিন্ন চা বাগানে প্রবল বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে গেট মিটিং এ সামিল হল তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়ন । এই বিষয়ে উল্লেখ্য উত্তরের চা বলয়ের শ্রমিকদের পুজো বোনাস দিয়ে গতকাল কোলকাতায় বেঙ্গল অফ চেম্বার কমার্সে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক আয়োজিত হয় । সেই বৈঠকে মালিকপক্ষ থেকে জানানো হয় ৮.৫ বোনাস দেওয়া হবে কিন্তু সমস্ত শ্রমিক সংগঠন ২০ বোনাস প্রদানের দাবি জানান দীর্ঘ ছয় ঘণ্টা বৈঠক চলে কিন্তু কোনো সিদ্ধান্ত হয়না বৈঠক ভেস্তে যায়।আগামী ৫ ও ৬ অক্টোবর পূনরায় বোনাস বৈঠক ডাকা হয়েছে। এদিকে ২০ বোনাসের দাবিতে অনড় তৃণমূল,বিজেপি,বাম সহ সমস্ত রাজনৈতিক দলের শ্রমিক সংগঠনরা । শুক্রবার সকালে প্রবল বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে প্রতিটি বাগানে চলছে গেট মিটিং । এদিন গেট মিটিং সামিল হয়েছে শ্রমিকরা । শ্রমিকরা স্পষ্ট জানান ২০ বোনাস তাদের লাগবেই। এদিন মালঙ্গী,ভার্ণাবাড়ি,কালচিনি,ডীমা,রায়মাটাং সহ প্রায় প্রতিটি চা বাগানে গেট মিটিং আয়োজিত হয়।

নিউজিল্যান্ডের কাছে ইংল্যান্ড আটকে গেল ২৮২ রানেই

আহমেদাবাদ ঃ আঙুলের চোটের কারণে টিম সাউদি নেই, লকি ফার্গুসনকে ছিটকে ফেলেছে পিঠের চোট। আজ ইংল্যান্ডের বিপক্ষে বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক টম ল্যাথামের হাতে সামনের সারির পেসার ছিল মাত্র দুজন ট্রেন্ট বোল্ট ও ম্যাট হেনরি। আহমেদাবাদের নরেন্দ্রে মোদি স্টেডিয়ামে এ দুই পেসারের সর্বোচ্চ ব্যবহার করেছেন ল্যাথাম। বোল্ট ও হেনরি যে কোনো অধিনায়কই চাইবেন এই দুজনের বল ডেথ ওভারের জন্য যতটা সম্ভব জমিয়ে রাখতে। কিন্তু ল্যাথাম উইকেটের সন্ধানে ছুটলেন মাঝের ওভারে। ৩১ থেকে ৪০ ওভারের মধ্যে দুজনেই আবার আক্রমণে আনলেন। এর ফলও পেয়েছেন কিউই অধিনায়ক। দুজনেই সেই সময় উইকেট এনে দিয়েছেন। সব মিলিয়ে ২০১৯ সালে সর্বশেষ ওয়ানডে বিশ্বকাপে যাদের কাছে ফাইনালে হেরে গিয়েছিল নিউজিল্যান্ড, সেই ইংল্যান্ডকে এবারের বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে ৯ উইকেটে ২৮২ রানে আটকে দিয়েছে তারা।

অথচ শুরুটা ভালোই করেছিল ইংল্যান্ড। ইনিংসের দ্বিতীয় বলেই বোল্টকে ব্যাকওয়ার্ড স্কয়ার দিয়ে ছয় মারেন বেয়ারস্টো। সেই ওভারে আরেকটি চারসহ ১২ রান তোলে ইংল্যান্ড। পরের ওভারে অবশ্য ম্যাট হেনরিকে মেডেন দেন ডেভিড ম্যালান। ৭ ওভারে ৩৯ রান তোলেন এই দুই ওপেনার। বেয়ারস্টো ম্যালানের ওপেনিং জুটি ভাঙে অষ্টম ওভারের চতুর্থ বলে। ম্যাট হেনরির বলে উইকেটের পেছনে ল্যাথামকে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন ম্যালান। উইকেটে আসেন রুট। টেস্ট ক্রিকেটকে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার কারণে সাদা বলে খুব বেশি না খেলা রুটই অবশ্য ইংল্যান্ডের রান তিন শর কাছাকাছি নিয়ে যেতে বড় ভূমিকা রাখেন। ৮৬ বলে ৪টি চার ও ১টি ছয়ে ৭৭ রান করেন রুট। রুটের ৫টি বাউন্ডারির সব কটিই এসেছে উইকেটের পেছনের এলাকা দিয়ে। একমাত্র ছয়টিসহ ৩টি বাউন্ডারি তিনি মেরেছেন রিভার্স সুইপ করে। এই রিভার্স সুইপই অবশ্য কাল হয় রুটের জন্য। অনিয়মিত বোলার গ্লেন ফিলিপসকে রিভার্স সুইপ করতে গিয়ে তাঁর দুই পায়ের ফাঁক দিয়ে বল স্টাম্পে আঘাত করে। বোল্ড হয়ে ফেরেন তিনি সপ্তম ব্যাটসম্যান হিসেবে। এর আগে সম্ভাবনা জাগিয়েও ভালো ইনিংস খেলতে পারেননি অধিনায়ক জস বাটলার, হ্যারি ব্রুকরা। ব্রুক ৪টি চার ও ১টি ছয়ে ১৬ বলে ২৫ রান করে আউট হয়েছেন। দুটি করে চার ও ছয়ে বাটলার ৪২ বলে করেছেন ৪৩ রান। ইনিংসের ৩৪তম ওভারে ল্যাথামের ক্যাচ বানিয়ে বাটলারকে ফিরিয়েছেন হেনরি। ৩৯তম ওভারে লিয়াম লিভিংস্টোনকে আউট করেছেন বোল্ট। ৪৮ রান দিয়ে নিউজিল্যান্ডের পক্ষে সর্বোচ্চ ৩ উইকেট নেন হেনরি। ফিলিপস ও স্যান্টনার নিয়েছেন ২টি করে উইকেট। ৪৮ রান দিয়ে ১ উইকেট নিয়েছেন বোল্ট, রাচিন রবীন্দ্র ১ উইকেট নিয়েছেন ৭৬ রান দিয়ে।

কেন এখনো নব্বই দশকের ক্রিকেট খেলছে পাকিস্তান

হায়দরাবাদ ঃ (ওয়েবডেস্ক) ঃ সময় বদলেছে। বদলেছে ক্রিকেটও। পরিবর্তন এসেছে খেলার ধরনে। এখন টেস্টেই জো রুটের মতো ব্যাটসম্যানের 'গো টু শট' হয়ে দাঁড়িয়েছে প্যাডল সুইপ, রিভার্স সুইপ। কিন্তু পরিবর্তনের এ হাওয়ায় পাকিস্তান দল বদলেছে কতটা? প্লেয়ার, কোচিং স্টাফ পরিবর্তনের কথা বলা হচ্ছে না, বলা হচ্ছে কৌশলের কথা? খুব একটা বোধ হয় না। এখনো পাকিস্তানি ব্যাটসম্যানরা দেখেশুনে ইনিংস বড় করে শেষের দিকে গিয়ে হাত খোলেন। প্রশ্নটা তাই অনেক দিনের এবং ওয়ানডে বিশ্বকাপের সময়ে প্রশ্নটা উঠছে আবারও। কেন এখনো সেই নব্বই দশকের ক্রিকেট খেলছে পাকিস্তান? মানে, ঝুঁকিমুক্তভাবে ইনিংস বড় করে শেষ দিকে দ্রুতগতিতে রান তোলার চেষ্টাটাই কেন করছেন পাকিস্তানের ব্যাটসম্যানরা? বলতে পারেন, পাকিস্তান দলটা এভাবে খেলেই তো ওয়ানডেতে আশ্চর্য রকম ধারাবাহিক! আইসিসি ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিংয়ে দ্বিতীয়। এমন একটা দলকে কেন হঠাৎ তাদের কৌশল বদলে ফেলার কথা বলতে হচ্ছে? কারণ সহজ, এবারের বিশ্বকাপটা হতে পারে রানবন্যার। কিছুদিন আগে প্রথম আলোকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বিসিসিআইয়ের প্রধান কিউরেটর আশিস ভৌমিক জানিয়েছিলেন, তাঁরা চান বিশ্বকাপের ১০ ভেন্যুতেই হোক রান উৎসব। দুই ইনিংসেই যেন ৩০০ রান হয়, সেই রেসিপিতেই বানানো হয়েছে বিশ্বকাপের উইকেট। আর দুটি প্রস্তুতি ম্যাচেও হয়তো পাকিস্তান সে আভাস পেয়েছে। প্রথম প্রস্তুতি ম্যাচে পাকিস্তান তো ৩৪৫ রান করেও নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে হেরেছে। পরেরটিতে অস্ট্রেলিয়ার করা ৩৫১ রান টপকাতে পারেনি পাকিস্তান। কেন পাকিস্তান পুরোনো কৌশলেই ক্রিকেটটা খেলছে, সে প্রশ্নে ফেরা যাক। কারণটা লুকানো কি ক্রিকেটারদের সামর্থ্যে? এটা একটা বড় কারণ। বাবর আজম মোহাম্মদ রিজওয়ানদের খেলার ধরনটাই এমন। নিয়মিত রান করলেও শুরুতে কিছুটা সময় নিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন তাঁরা। পাকিস্তানের টপ অর্ডারে একমাত্র ফখর জামানই শুরু থেকে আক্রমণাত্মক ক্রিকেট খেলতে পারেন। ওয়ানডেতে পাকিস্তানের ব্যাটিং অর্ডারের প্রথম চার ব্যাটসম্যানের মধ্যে একমাত্র ফখরের স্ট্রাইক রেট ৯০-এর বেশি (৯১.৯৬)। বাবরের স্ট্রাইক রেট ৮৯। রিজওয়ানের ৮৮। স্ট্রাইক রেট খুব বেশি পার্থক্য মনে না হলেও তাঁদের মধ্যে ফখরই শুরু থেকে আক্রমণাত্মক খেলেন। তবে এই ফখরই আছেন চূড়ান্তে অফ ফর্মে। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে গত এপ্রিলে ১৮০ রানের ইনিংস খেলার পরের ১০ ইনিংসে তাঁর সর্বোচ্চ ৩৩। তাই একাদশে আদৌ ফখর থাকবেন কি না, সেটা নিয়ে প্রশ্ন আছে। শেষ ১০ ওভারে দ্রুত রান তোলার ক্ষমতা আছে ছয়েসাতে নামা সবারই। তবে তাঁরা কেউই শহীদ আফ্রিদি কিংবা আবদুল রাজ্জাকের মতো ভয়ানক নন। অন্য টপ ফেবারিট দলগুলোর সঙ্গে পাকিস্তানের পার্থক্যটা ধরা পড়বে এ পরিসংখ্যানে। ফখরের স্ট্রাইক রেট প্রায় ৯২ বলেই যেখানে তাঁকে আগ্রাসী ক্রিকেটার বলা হচ্ছে, সেখানে ভারতের শুবমান গিলের স্ট্রাইক রেট ১০২.৮। ইংল্যান্ড ওপেনার বেয়ারস্টোর ১০৩.৯। এমনকি ইংল্যান্ড দলে যিনি অ্যাঙ্করিং করেন, সেই ডেভিড ম্যালানের স্ট্রাইক রেটও ৯৬। আর ভারতের অধিনায়ক রোহিত শর্মা তো ঘোষণা দিয়েই আক্রমণাত্মক ক্রিকেট খেলছেন। এ সমস্যার পরও পাকিস্তান কীভাবে ওয়ানডেতে শীর্ষ দলগুলোর একটি? কারণ, বোলারদের অবদান। বাবররা খুব বেশি বড় রান না তুলেও নিয়মিত জয় পেয়েছেন, এর বড় কারণ ছিল তাঁদের বোলাররা। শাহিন শাহ আফ্রিদি, নাসিম শাহ ও হারিস রউফরা শুরু থেকেই প্রতিপক্ষকে কাঁপন ধরিয়ে দিত। তখন ২৭০-২৮০ রানও প্রতিপক্ষের জন্য বড় লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াত। তবে বিশ্বকাপ থেকে নাসিম ছিটকে যাওয়ায় কিছুটা বিপাকেই পড়েছে পাকিস্তান। কারণ, নতুন বলে দুই দিকেই সুইং করাতে পারা এই বোলারই পাকিস্তানের মূল বোলার হয়ে উঠেছিল। আর নতুন বলে যদি আফ্রিদি উইকেট নিতে পারেন, তাহলে চাপে পড়ে যায় বাবরের দল। নতুন বলে কী প্রতি ম্যাচেই উইকেট নেওয়া সম্ভব! পেসাররা না পারলে স্পিনাররা এসে উইকেট নেবেন, পাকিস্তানি স্পিনারদের কাছে সেই প্রত্যাশা করাটাও কঠিন। কারণ, শাদাব খান, মোহাম্মদ নেওয়াজ ও উসামা মীরদের নিয়ে গড়া স্পিন অ্যাটাক বিশ্বমানের নয়। আগের প্রজন্মের স্পিনার সাকলায়েন মোশতাক, সাঈদ আজমল ও শহীদ আফ্রিদির কাছে তাঁরা কিছুই নন। ৬৪ ওয়ানডেতে ৮৩ উইকেট নেওয়া শাদাব সর্বশেষ ৪ ম্যাচে নিয়েছেন মাত্র ২ উইকেট। নেওয়াজ, উসামারাও এ সংস্করণে ততটা অভিজ্ঞ কেউ নন।

টেম্বা বাভুমার 'ঘুম' ও উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ছাড়াই বিশ্বকাপ ক্রিকেট শুরু

আহমেদাবাদ ঃ ভারতের মাটিতে বিশ্বকাপ ক্রিকেট। নানা রঙ, সংস্কৃতি ও নানা ভাষার দেশ ভারতে একটা বর্ণিল উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হবে - এমনটা আশা করেছিলেন অনেকেই। কিন্তু এবারে সে আশায় গুড়েবালি। কোনও উদ্বোধনী অনুষ্ঠান নেই, নেই তেমন কোনও সাংস্কৃতিক শো ডাউন, ক্রিকেট বিশ্বের সবচেয়ে বড় আয়োজন একরকম অনাড়ম্বরভাবেই শুরু হতে চলেছে।

বিশ্বকাপ শুরুর আগের দিন ক্যাপ্টেন্স ডে হয়ে গেছে নরেন্দ্র মোদী ক্রিকেট স্টেডিয়ামে, গুজরাটের এই মাঠে শিরোনামে এসেছেন দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা, টেলিভিশন স্ক্রিনে তার মাথা নিচু করা একটা ছবি দেখে মনে হচ্ছিল তিনি ঘুমিয়ে গেছেন। কিন্তু পরে টুইটারে বাভুমা লিখেছেন, এটা ক্যামেরা অ্যাঙ্গেলের কারণে মনে হচ্ছে।

এই ক্যাপ্টেন্স ডে নিয়ে ছিল নানা অভিযোগ, অনেকে বলছেন কেন এই আয়োজনে হিন্দিতে হলো প্রশ্ন উত্তর পর্ব, শুধু ভারত ও পাকিস্তানকে গুরুত্ব দেয়া নিয়েও ছিল অভিযোগ, বিশ্বকাপ অনাড়ম্বর কেন এসব নিয়েও ছিল প্রশ্ন। যদিও এমন প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যান ভারতের অধিনায়ক রোহিত শর্মা।

তবে সামাজিক মাধ্যমে নানা আলোচনা এবার বিশ্বকাপে কোন উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হচ্ছে না কেন? এমন প্রশ্নে অবশ্য মুখে কুলুপ আইসিসি ও বিসিসিআইয়ের। বিভিন্ন ভারতীয় গণমাধ্যমের খবর যথেষ্ট সময় না পাওয়াতেই কোন উদ্বোধনী আয়োজন থাকছে না।

তবে উদ্বোধনী ম্যাচের ভেন্যু নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে ১৪ই অক্টোবর ভারত পাকিস্তান ম্যাচের আগে কিছু আনুষ্ঠানিকতার চিন্তা করছে আয়োজকরা। এছাড়া উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আক্ষেপ ১৯শে নভেম্বর ফাইনালের পর সমাপনী আয়োজনে পুষিয়ে দেয়ার কথাও শোনা যাচ্ছে।

তবু মাঠের ক্রিকেটটা হবে এটাই ক্রিকেট অনুরাগীদের জন্য বড় পাওয়া, আহমেদাবাদে আড়াইটায় মাঠে নামল গত বিশ্বকাপের দুই ফাইনালিস্ট ইংল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ড।

বলা হয়ে থাকে ক্রিকেট বিশ্বকাপ ইতিহাসের সবচেয়ে নাটকীয় ফাইনাল ছিল ২০১৯ সালের সেই ম্যাচটা।

এবারে দুই দলের জন্যই কিছু প্রেক্ষাপটে ভিন্নতা রয়েছে, নিউজিল্যান্ডে মার্টিন গাপটিল নেই, রস টেলর নেই।

ইংল্যান্ডের বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক ইয়ন মরগান এখন সাবেক। বাংলাদেশের ক্রিকেট বিশ্লেষক ও কোচ নাজমুল আবেদীন ফাহিম এই দুই দলকে এই বিশ্বকাপের 'অন্যতম সেরা' দুটো দল বলছেন।

তার মতে, সাম্প্রতিক ফর্মে ইংল্যান্ড এগিয়ে থাকবে।

গত মাসেই নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে একটা দ্বিপাক্ষিক সিরিজ জিতেছে ইংল্যান্ড। তবে এটা আইসিসি ইভেন্ট, আইসিসি ইভেন্টে রূপ বদল হয় নিউজিল্যান্ডের, দলটা খুব ঠাণ্ডা মাথায় ম্যাচ জিতে বের হতে পারে।

নাজমুল আবেদীন ফাহিম বলেন, নিউজিল্যান্ড খুব শান্তভাবে নিজেদের কাজটা করে যায়।

ইংল্যান্ড নিউজিল্যান্ড, কে এগিয়ে?

এবার ইংল্যান্ড ভালোভাবেই এগিয়ে থাকবে বলেও মনে করেন নাজমুল আবেদীন ফাহিম, দুই দলেরই বোলিং আক্রমণ দেখলে সমান সমানই মনে হচ্ছে।

আবার ব্যাটিংটা ইংল্যান্ডের অনেক ভালো, ২০১৯ বিশ্বকাপের পর থেকে ২০২৩ বিশ্বকাপের আগ পর্যন্ত ইংল্যান্ড ৬.২০ রান করে তুলেছে প্রতি ওভারে যা বিশ্বে সর্বোচ্চ।

গত বছর একটা মারাত্মক ইনজুরিতে পড়া জনি বেয়ারস্টো ফিট হয়ে ফেরত এসেছেন, জেসন রয়ের মতো ওপেনিং ব্যাটারকে ইংল্যান্ড এবার দলে রাখেনি।

হ্যারি ব্রুককে দলে নিয়েছে ইংল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট, হ্যারি ব্রুক উপমহাদেশের উইকেটের সাথে পরিচিত এবং পাকিস্তানের লিগে ভালো করেছেন তিনি। বেন স্টোকসও অবসর ভেঙ্গে ওয়ানডে ক্রিকেটে ফিরেছেন, গত মাসেই নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ১৮৫ রানের ক্যারিয়ার সেরা এক ইনিংস খেলেছেন স্টোকস। যদিও প্রথম ম্যাচে অনিশ্চিত তিনি। নিউজিল্যান্ডের কেইন উইলিয়ামসন ও টিম সাউদিও প্রথম ম্যাচে নেই, কেইন উইলিয়ামসন ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের এক ম্যাচে ফিল্ডিং করতে গিয়ে হাঁটুতে চোট পেয়েছিলেন, এখন তিনি পুরোপুরি সেরে ওঠেননি তাই প্রথম ম্যাচে তার বদলে টস করতে দেখা যাবে টম লাথামকে। টিম সাউদির চোট বুড়ো আঙ্গুলে, অর্থাৎ নিউজিল্যান্ড মাত্র ১৩জন ফিট ক্রিকেটার নিয়ে বিশ্বকাপে খেলতে নেমেছে।

ইংল্যান্ড আর নিউজিল্যান্ডের বোলিং শক্তিমত্তা কাছাকাছিই বলছেন নাজমুল আবেদীন ফাহিম, দুদলেরই ফিঙ্গার স্পিনার আছেন এবং লেগ স্পিনার আছেন। তবে এদিকেও ইংল্যান্ড একটু এগিয়ে থাকবে পেস বোলারদের কারণে, ইংল্যান্ডে মার্ক উড, ক্রিস ওকসের মতো ফাস্ট বোলাররা আছেন।মি. ফাহিমের মতে, ইংল্যান্ডের খেলার ধরনটাকে নিউজিল্যান্ড যদি আটকাতে না পারে নিউজিল্যান্ডের জন্য চাপ হয়ে যাবে।

তুরূপের তাস কারা?

নিউজিল্যান্ড থেকে নাজমুল আবেদীন ফাহিম পিক করেছেন ডেভন কনওয়েকে।

এই বছর ৪৯ গড় ও ৯৬ স্ট্রাইক রেটে প্রায় সাড়ে চারশো রান তুলেছেন নিউজিল্যান্ডের ডেভন কনওয়ে। বোলিংয়ে মি. ফাহিম নিয়েছেন, যে কন্ডিশনে খেলা, লেগ স্পিনাররা সুবিধা পাবেন সোধী গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর হতে পারেন। উইকেট না নিতে পারলে ইংল্যান্ড ৩৫০ করবেই।

ইংল্যান্ডের উইকেট নিতেই হবে বলছেন তিনি।

ইংল্যান্ড থেকে অধিনায়ক জস বাটলারকে পিক করবো আমি, আদিল রাশিদ ও ক্রিস ওকস ভালো করতে পারেন, বলেন নাজমুল আবেদীন ফাহিম। ইংল্যান্ডের আরও একটা বিশেষ দিক তুলে ধরেছেন তিনি, ইংল্যান্ডে অনেক প্লেয়ারই একাই ম্যাচ জেতাতে পারেন, এই ধরনের ক্রিকেটার ইংল্যান্ডেই বেশি।

নাজমুল আবেদীন ফাহিম মনে করেন ক্রিকেট ক্রিকেটের জায়গায় থাকবে তবে এবারের বিশ্বকাপে সামগ্রিকভাবেই বাংলাদেশে ক্রিকেটের বাইরের আলোচনাই বেশি হচ্ছে।

এটার পেছনে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের দায় দেখছেন তিনি।

বিশেষত গত সপ্তাহ খানেক ধরে সাকিব আল হাসান ও তামিম ইকবালকে ঘিরে যেসব ঘটনা ঘটেছে, তারপর বিসিবি এমন কোনও পদক্ষেপ নেয়নি যাতে এদিক থেকে মানুষের মন সরে যায়। তিনি বলেন তামিম সাকিবের যে ঘটনা হয়েছে তাতে ফোকাস অন্যদিকে চলে গেছে কি না জানিনা। ক্রিকেট বোর্ডও এখন একদম চুপ। ক্রিকেট দেখলে বাংলাদেশেরও একটা কমার্শিয়াল ভ্যালু থাকবে এটা মাথায় রাখা উচিৎ।

এরইমধ্যে বাংলাদেশে এখন আলোচনায় আছে একটি বাণিজ্যিক প্রচারণায় সাকিব তামিমের একসাথে হওয়ার একটি ভিডিও।

অবশেষে স্ত্রী আয়েশার সঙ্গে আনুষ্ঠানিক বিচ্ছেদ ধাওয়ানের

কলকাতা ঃ স্ত্রী আয়েশা মুখার্জির সঙ্গে শিখর ধাওয়ানের সম্পর্কটা শেষ পর্যন্ত ছিন্ন হয়েই গেল। গতকাল দিল্লির পাতিয়ালা হাউস কোর্টের পারিবারিক আদালত ভারতীয় এই ক্রিকেটারের বিবাহবিচ্ছেদের আবেদন মঞ্জুর করেছেন। স্ত্রী আয়েশার বিরুদ্ধে মানসিক নির্যাতনের অভিযোগ এনে বিচ্ছেদের মামলা করেছিলেন ধাওয়ান, যার বিপক্ষে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য আয়েশা লড়াই করেননি। ২০১২ সালের অক্টোবরে ধাওয়ানের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল আয়েশার। বেশ কিছুদিন ধরেই দুজনের মধ্যে বনিবনা হচ্ছিল না। ধাওয়ানের অভিযোগ ছিল, স্ত্রী তাঁকে মানসিক নির্যাতন করেন। একমাত্র সন্তানকেও দীর্ঘদিন তাঁর সঙ্গে থাকতে দেন না। তাঁদের সন্তান কোথায় থাকবে, তা নিয়ে কোনো নির্দেশনা দেননি আদালত। তবে ধাওয়ান চাইলে ছেলের সঙ্গে দেখা করতে পারবেন। যেহেতু তাঁর ছেলে অস্ট্রেলিয়ায় থাকে, চাইলে নিয়মিত ভিডিও কলে কথা বলতে পারবেন তিনি। এ ছাড়া স্কুলে ছুটি চলার সময় তাঁদের সন্তান যেন ভারতে এসে ধাওয়ান আর তাঁর পরিবারের সঙ্গে নির্বিঘ্নে থাকতে পারে, সে ব্যাপারে আয়েশা যেন যাবতীয় সাহায্য করতে পারেন, আদালত সেই নির্দেশ দিয়েছেন।

অপেশাদার বক্সার আয়েশা অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে থাকেন। শিখরের জীবনে আসার আগে সেখানে অস্ট্রেলিয়ান এক ব্যবসায়ীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। সেখানে তাঁর দুটি কন্যাসন্তানও আছে। সেখানে বিচ্ছেদের পর শিখরের সঙ্গে জীবনের জুটি বেঁধেছিলেন আয়েশা। এর আগে ২০২১ সালে ইনস্টাগ্রাম পোস্টে ধাওয়ানের সঙ্গে আয়েশা বিচ্ছেদের কথা জানান। ইনস্টাগ্রাম পোস্টে তিনি লিখেছিলেন, 'কিছু শব্দ কত শক্তিশালী এবং প্রাসঙ্গিক হতে পারে। প্রথমবার বিচ্ছেদের সময় খুব ভীত ছিলাম। মনে হচ্ছিল, আমি ব্যর্থ হয়েছি এবং ভুল কিছু করেছি সে সময়। নিজেকে স্বার্থপর মনে হচ্ছিল। এখন ভেবে দেখুন, দ্বিতীয়বার একই পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যেতে হলো।' ভারতের হয়ে ৩৪ টেস্ট, ১৬৭ ওয়ানডে ও ৬৮টি টি টোয়েন্টি খেলেছেন ধাওয়ান। আইপিএলে তিনি ম্যাচ খেলেছেন ২১৭টি।

সিকিমের বাঁধ ভাঙা জল ঢুকছে তিস্তায়, বাংলাদেশে অসময়ে বন্যার পদধ্বনি

সিকিম (ওয়েবডেস্ক): ভারতের উত্তর সিকিমে অতিভারী বর্ষণে সেখানকার জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ড্যাম (বাঁধ) ভেঙে সৃষ্টি হওয়া বন্যা পরিস্থিতির প্রভাব পড়েছে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে। তিস্তা অববাহিকার লালমনিরহাট, নীলফামারী ও রংপুর জেলায় বন্যার জল ঢুকে নিমাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে।

আবহাওয়া বিভাগ ও বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র জানিয়েছে, নিম্নচাপের কারণে হওয়া ভারী বৃষ্টিপাত ও উজান থেকে আসা জল মিলিয়ে এই পরিস্থিতি অন্তত আরও দুই দিন অব্যাহত থাকবে।

গত কয়েকদিন ধরেই ভারতের সিকিমে টানা বৃষ্টিপাত এবং মঙ্গল ও বুধবার মাঝরাতের পর অতি ভারী বৃষ্টি হয়। এতে করে তিস্তায় জলের পরিমাণ হঠাৎ করেই খুব বেড়ে যায়।

এসময় জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং বাংলাদেশে জল ঢুকে পড়ে। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চরে তিস্তা নদী তীরবর্তী পাঁচ জেলা লালমনিরহাট, নীলফামারী, রংপুর, কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধায় বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে বলে পূর্বাভাস জানানো হয়। সিকিমে হঠাৎ বৃষ্টিতে বাঁধ ভেঙে যাওয়ার প্রভাব পড়ে তিস্তা অববাহিকার জেলাগুলোতে। বাঁধ ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ায় প্রচুর জল তিস্তা নদী দিয়ে ভাটির দিকে চলে আসে।

ফলে বাংলাদেশের তিস্তা নদীর অববাহিকায় গত ২৪ ঘণ্টায় পানি খুব দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং উত্তরাঞ্চলের নিম্নাঞ্চলে বন্যা পরিস্থিতি দেখা দেয়।

বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের নির্বাহী প্রকৌশলী সরদার উদয় রায়হান জানান, হঠাৎ আসা বন্যার পানিতে বুধবার উজানের ডালিয়া পয়েন্টে জল বেড়ে বিপৎসীমার ২৫ সেন্টিমিটার পর্যন্ত উপরে উঠে যায়।

এতে করে উত্তরাঞ্চলের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়। তবে পানি ভাটির দিকে নেমে যাওয়ায় বৃহস্পতিবার ডালিয়া পয়েন্টে বিপৎসীমার ১৫ সেন্টিমিটার নিচে নেমে এসেছে। অন্যদিকে ভাটির দিকে কাউনিয়া পয়েন্টে জল এখনো বিপৎসীমার উপরে আছে। সন্ধ্যা নাগাদ সেটাও কমে যাওয়ার আশা করছেন এই কর্মকর্তা।

নীলফামারীর স্থানীয় সাংবাদিক বিজয় চক্রবর্তী কাজল জানান, বুধবার জল বেড়ে রাত আটটায় জেলাটির নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়। বৃহস্পতিবার সকালে জল নেমে যাওয়ায় পরিস্থিতি তুলনামূলক স্বাভাবিক রয়েছে।

তবে আবহাওয়া পূর্বাভাস বলছে, আগামী দুইদিন উত্তরাঞ্চলেসহ সারাদেশে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। এতে করে বন্যার জল খানিকটা বাড়তে পারে।

আপাতত যা দেখছি আগামী ২৪ ঘণ্টায় তিস্তার জল বিপৎসীমার নিচে থাকারই সম্ভাবনা আছে। তবে জল আবার বৃদ্ধি পেতে পারে, বৃদ্ধি পেয়ে বিপৎসীমার কাছে চলে আসতে পারে বলেন মি. রায়হান।

নিম্নচাপের কারণে গত কয়েকদিন ধরে সারাদেশে বৃষ্টি হচ্ছে। আবহাওয়া অধিদপ্তর বলছে, আগামী দুইদিনও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। এসময় উত্তরাঞ্চলের কোথাও কোথাও ভারী বৃষ্টি হতে পারে।

এই বৃষ্টি বন্যা পরিস্থিতিকে কিছুটা প্রভাবিত করলেও তা খুব বেশি চিন্তার নয় বলে জানান বাংলাদেশ জল উন্নয়ন বোর্ডের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোঃ আরিফুজ্জামান ভূঁইয়া।

বুধবার সকাল থেকে বাংলাদেশের কাছাকাছি তিস্তা নদীর উজানে জলের প্রভাব পড়ে। পরবর্তীতে দুপুর থেকে তিস্তা নদীতে জল বাড়তে শুরু করে এবং বিপদসীমা অতিক্রম করে লালমনিরহাট, রংপুরের বেশ কিছু এলাকা বন্যা কবলিত হয়।

একই সঙ্গে উজানের অংশে বাঁধ ভাঙার সাথে বৃষ্টিপাতও অব্যাহত আছে। এর ফলে যে জল ইতোমধ্যেই এসেছে সেটার সঙ্গে বৃষ্টির জল যোগ হয়ে দুই থেকে তিন দিন বন্যা পরিস্থিতি অব্যাহত থাকার সম্ভাবনা আছে।

এই মুহূর্তে জল কিছুটা কমার দিকে থাকলেও জলেটা আবার বাড়বে। দফয় দফায় থেমে থেমে বাড়বে। এতে করে রংপুর, লালমনিরহাট, নীলফামারী ও গাইবান্ধার কিছু অংশ অর্থাৎ তিস্তা অববাহিকার তীরবর্তী যে অঞ্চল আছে, সেগুলোকে স্বল্প থেকে মাঝারি মেয়াদের বন্যার আশঙ্কা আছে মি. ভূঁইয়া বলেন।

আগামী ২৪ ঘণ্টায় ভারতের উত্তরপূর্বাঞ্চলে ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়েছে দেশটির আবহাওয়া বিভাগ। এদিকে বাংলাদেশেও বৃষ্টিপাত হচ্ছে। দেশের আভ্যন্তরীণ বৃষ্টিপাত নিয়ে তেমন শঙ্কা না থাকলেও দেশের বাইরে উজানের অংশের বর্ষণ নিয়ে শঙ্কা আছে বলে জানান জল উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তা মি. ভূঁইয়া। বৃষ্টি যতক্ষণ চলবে ততক্ষণ ঝুঁকি ও ভয় আছে। কারণ ইতোমধ্যেই যে জল চলে আসছে সেটার সঙ্গে আরও জল যোগ হলে আমাদের পরিস্থিতি আরও অবনতির দিকে নিয়ে যাবে। তবে ওই বৃষ্টি কমা পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করছি। কমে গেলেই আশা করি বন্যা পরিস্থিতি উন্নত হবে।

তবে বন্যা পরিস্থিতি ঠিক হতে আরও দুই থেকে তিন দিন সময় লাগবে বলে জানান এই কর্মকর্তা।

হিমালয়ার ছোট রাজ্য সিকিমে ব্যাপক বৃষ্টি ও আকস্মিক বন্যায় এ পর্যন্ত বুধবার রাত পর্যন্ত সেনাবাহিনীর ২২ জন সদস্য সহ ৮২ জন নিখোঁজ রয়েছেন। সেনাবাহিনীর ২৩ জন ভেসে গিয়েছিলেন, একজনকে জীবিত উদ্ধার করা গেছে। মোট মৃতের সংখ্যা বুধবার রাত পর্যন্ত ছিল ১৪।

বৃহস্পতিবার সকালে আরও পাঁচটি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এরমধ্যে একটি মৃতদেহ বাংলাদেশের ২০০ মিটার ভেতর থেকে উদ্ধার করা হয়।

লাচেন উপত্যকার লোনাক হ্রদের ওপরে একটা মেঘভাঙ্গা বৃষ্টি হয় মঙ্গল ও বুধবার মাঝরাতের পরে। তার সঙ্গে গত কয়েকদিনের একটানা বৃষ্টিপাতও ছিল। মেঘভাঙা বৃষ্টি বলতে সাধারণত অতি ভারী বৃষ্টি, যা একটি নির্দিষ্ট এলাকায় হয় তাকে বোঝায়।

আবহাওয়া বিজ্ঞানীদের মতে, এক ঘন্টায় ১০০ বর্গকিলোমিটার এলাকায় ১০ সেন্টিমিটার অথবা আধঘন্টায় পাঁচ সেন্টিমিটার বা তার বেশি বৃষ্টি হলে সেটাকেই মেঘভাঙ্গা বৃষ্টি বা ক্লাউড বার্স্ট বলা হয়।

লোনাক হ্রদের ওপর ওই মেঘ ভাঙ্গা বৃষ্টিতে তিস্তায় জলের পরিমাণ হঠাৎই খুব বেড়ে যাওয়ায় চুংথাম বাঁধ খুলে দিতে হয়।

কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বাঁধটির কয়েকটি জায়গা ক্ষতিগ্রস্তও হয়েছে।

সিংথাম থেকে রাজধানী গ্যাংটকে ফিরে এসে রাজ্য বিজেপির সভাপতি ডিআর থাপা বলেছেন, সিকিমে অনেক হড়পা বান মানে আকস্মিক বন্যা এবং অতিবৃষ্টি দেখেছেন তিনি, কিন্তু এমন বিধ্বংসী তিস্তা তিনি আগে দেখেন নি।

তিনি বলছিলেন, নদীর আশপাশে যত এলাকা আছে, বসতবাড়ি ও সেনা ছাউনি, গাড়ি, সব ভেসে গেছে। সব থেকে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে সিংথাম অঞ্চলে। ওখানে আজ সকালে পৌঁছে দেখতে পাই তিনতলা বাড়ি পর্যন্ত জল উঠে গিয়েছিল। অন্তত ২০-২৫ ফুট জল বয়ে গেছে সেখানে।

তিস্তায় জলের পরিমাণ হঠাৎই খুব বেড়ে যাওয়ায় চুংথাম বাঁধ খুলে দিতে হয়।

এদিকে, জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী জানাচ্ছে কয়েকজন ট্রেকার, সেনা এবং ভারততিব্বত সীমা পুলিশের কয়েকজন সদস্যও নিখোঁজ রয়েছেন।

এর মধ্যে প্রায় আড়াই হাজার পর্যটক আটকে পড়েছেন সিকিমে।

টুকরো খবর

১৫ অক্টোবর এক মিনিটের জন্য শব্দহীন থাকবে ঢাকা শহর

ঢাকা ঃ শব্দদূষণ বিষয়ে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৫ অক্টোবর (রবিবার) সকাল ১০টা থেকে ১০টা ১ মিনিট পর্যন্ত ঢাকা শহরকে শব্দহীন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বুধবার (৪ অক্টোবর) শব্দদূষণ রোধকল্পে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত আন্ত মন্ত্রণালয় সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কর্মসূচি সফল করার জন্য ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি করপোরেশন, সব ধরনের পরিবহন ও নির্মাণ সমিতি, বিআরটিএ, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, পুলিশ বিভাগ, স্কাউটসহ সব প্রকার গণমাধ্যমসহ সংশ্লিষ্ট সবার সহায়তা নেওয়া হবে। ঢাকা শহরের ১০টি শব্দদূষণপূর্ণ স্থানে ১৫ অক্টোবর সকাল সাড়ে ৯টা থেকে সকাল ১০টা

পর্যন্ত শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে বিশেষ ক্যাম্পেইন চালানো হবে। শব্দ সৃষ্টিকারীদের মাঝে সচেতনতামূলক স্টিকার বিতরণ করা হবে। পরে ১০টা থেকে ১০টা ১ মিনিট পর্যন্ত শব্দহীন থাকবে ঢাকা শহর। সভায় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. ফারহিনা আহমেদ বলেন, শব্দহীন থাকা যে কত শান্তির তা জনগণকে বোঝানোর চেষ্টা করা হবে। মানুষের জন্য শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করতে সকলে একসঙ্গে কাজ করে শব্দদূষণ রোধ করতেই হবে। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. ফারহিনা আহমেদের সভাপতিত্বে সভায় উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) ইকবাল আব্দুল্লাহ হারুন, অতিরিক্ত সচিব (পরিবেশ) সঞ্জয় কুমার ভৌমিক, অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) ফাহমিদা খানম প্রমুখ।

যুক্তরাষ্ট্রের হাউজে টালটামাল অবস্থা ঃ বৈদেশিক মানবিক সহায়তায় অর্থায়ন স্থবির হয়ে পড়েছে

নিউ ইয়র্ক (ওয়েবডেস্ক): বুধবার যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস স্থবির হয়ে পড়েছে। কংগ্রেসের স্পীকার ক্ষমতাচ্যুত হওয়ায় এবং ব্যয় বরাদ্দ অনুমোদন করতে ও সরকারি শাটডাউন এড়াতে আইনপ্রণেতারা নির্দিষ্ট ছয় সপ্তাহের সময়সীমার মুখোমুখি হয়েছেন। সাম্প্রতিক ইতিহাস বলছে, নতুন স্পীকার নির্বাচন করার প্রক্রিয়া দ্রুত নাও হতে পারে। মঙ্গলবার প্রাক্তন হাউজ স্পীকার কেভিন ম্যাকার্থি ক্ষমতাচ্যুত হন। এই পদটিতে আসীন হওয়ার জন্য জানুয়ারিতে ম্যাকার্থির ১৫ দফা ভোটের প্রয়োজন হয়েছিল। তাকে তার দলের রক্ষণশীল অংশের জন্য বেশ কয়েকটি ছাড় দিতে হয়েছিল। যেসব বিষয়ে ছাড় দিতে হয়েছে তার মধ্যে একটি রুল হলো, কেবল একজন আইনপ্রণেতাও তাকে স্পীকার হিসেবে অপসারণের জন্য ভোটের আহ্বান জানাতে পারেন। ম্যাকার্থি গত সপ্তাহে রক্ষণশীল ব্যয়ের অগ্রাধিকার দিয়ে সরকারি একটি তহবিল বিল পাস করতে ব্যর্থ হন। এরপর তার নেতৃত্বের প্রতি হতাশা প্রকাশ করে সোমবার রিপাবলিকান কংগ্রেসম্যান ম্যাট গেটজ ম্যাকার্থির অপসারণ চেয়ে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো হাউজের সদস্যরা স্পীকার অপসারণের পক্ষে ভোট দিলেন। সোমবার রাতে ম্যাকার্থি জেফ্রিসের সাথে আলোচনা করেছেন। ম্যাকার্থি বলেন, তিনি জেফ্রিসকে বলেছেন, আপনারা যা করতে চান তাই করুন।আমি রাজনীতি করি। আমি বুঝতে পারি কে কখন কোথায় আছে। দিনশেষে আমি হাউজের ওপর আস্থা রাখি।আপনি যদি এমন একজন স্পীকারকে পদচ্যুত করেন, যিনি ৯৯ শতাংশ সময় অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন, যিনি সরকারকে উন্মুক্ত রেখেছিলেন এবং সেনাদের বেতন পরিশোধ করেছিলেন আমি মনে করি, আমরা কীভাবে কংগ্রেস চালাতে যাচ্ছি, সে সম্পর্কে আমরা বস্তুত এখন খারাপ অবস্থানে রয়েছি।

আইএমএফ'র দুই শর্ত পূরণ করতে পারেনি বাংলাদেশ, ঋণের দ্বিতীয় কিস্তির কী হবে?

ঢাকা ঃ জানুয়ারিতে বাংলাদেশের জন্য ৪৭০ কোটি মার্কিন ডলারের ঋণ প্রস্তাব অনুমোদন করেছিলো আইএমএফ। আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল বা আইএমএফ'র দ্বিতীয় কিস্তির অর্থ ছাড় পেতে সংস্থাটি বাংলাদেশকে যেসব শর্ত দিয়েছিলো তার মধ্যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ শর্তই বাংলাদেশ পূরণ করতে পারেনি বাংলাদেশ। ফলে দ্বিতীয় কিস্তির অর্থ নির্ধারিত সময়ে না পেলে দেশের অর্থনৈতিক সংকট আরও জটিল পরিস্থিতির মুখোমুখি হবার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। যদিও সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংক আশাবাদী যে যেসব কারণে দুটি খাতে শর্ত পূরণ হয়নি সেগুলো পর্যালোচনার পর আইএমএফ'র দ্বিতীয় কিস্তির অর্থ পেতে সমস্যা হবে না। গুরুত্বপূর্ণ দুটি শর্ত ছিলো সেপ্টেম্বরের শেষ নাগাদ অন্তত ২৫ দশমিক ৩২ বিলিয়ন ডলারের নেট রিজার্ভ থাকা এবং অর্থ বছরের প্রথম তিন মাসে রাজস্ব আদায় অন্তত ৬১ হাজার কোটি টাকা হতে হবে। কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিজেই স্বীকার করেছে যে এসব বিষয়ে প্রতিশ্রুতি পূরণে ব্যর্থ হয়েছে বাংলাদেশ। এমনি পরিস্থিতিতে বাংলাদেশকে দ্বিতীয় কিস্তির ঋণ ছাড় দেয়ার আগে পর্যালোচনা করতে ঢাকায় এসেছে আইএমএফ এর একটি মিশন এবং বুধবার তারা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাথে বৈঠক করেছে।

১৭ লাখ আফগান অভিবাসীকে পাকিস্তান থেকে বহিষ্কার করার সিদ্ধান্তের নিন্দা জানিয়েছে তালিবান

পেশোয়ার (এজেন্সী) ঃ পাকিস্তান থেকে আফগান অভিবাসীদের বহিষ্কারের পরিকল্পনা পুনর্বিবেচনা করার জন্য তালিবান পাকিস্তানের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। তারা প্রতিবেশী দেশের নিরাপত্তা সমস্যার সাথে বাস্তুচ্যুত সম্প্রদায়ের জড়িত থাকার অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছে।

১ নভেম্বরের মধ্যে ১৭ লাখেরও বেশি আফগানসহ, অনিবন্ধিত অভিবাসীদের পাকিস্তান ছাড়ার নির্দেশ দেওয়ার একদিন পর তালিবান মুখপাত্র জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ এই বিবৃতি দেন। পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সরফরাজ বুগতি মঙ্গলবার ইসলামাবাদে এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, যেসব অবৈধ অভিবাসী নির্ধারিত সময়ের পরেও পাকিস্তানে অবস্থান করবে তাদের গ্রেপ্তার করে নিজ নিজ দেশে ফেরত পাঠানো হবে। মুজাহিদ এই সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়ায় এক্স বা টুইটার পোষ্টে বলেন, আফগান শরণার্থীদের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের আচরণ অগ্রহণযোগ্য। পাকিস্তানের উচিত তাদের পরিকল্পনা পুনর্বিবেচনা করা। কাগজপত্রবিহীন অভিবাসীদের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের অভিযানকে সমর্থন করে বুগতি বলেন, এ বছর পাকিস্তানে সংঘটিত ২৪টি আত্মঘাতী বোমা হামলার মধ্যে ১৪টিতেই আফগান নাগরিকরা জড়িত। সম্প্রতি পাকিস্তানের দুটি সামরিক স্থাপনায় যে ১১ জন জঙ্গি হামলা চালিয়েছে তাদের মধ্যে আটজনই আফগান বলে তিনি জানান।

আফগানরা সহিংসতায় জড়িত এর সপক্ষে প্রমাণ রয়েছে বলেও তিনি জানান। পাকিস্তানে সরকারিভাবে শরণার্থী হিসেবে বসবাসকারী ১৪ লাখেরও বেশি আফগান এবং কমপক্ষে সাড়ে আট লাখ আফগান নাগরিক কার্ডধারী এই অভিযানের লক্ষ্যবস্তু নয় বলেও মন্তব্য করেন তিনি। ইসলামাবাদ বলছে, নিষিদ্ধ ঘোষিত তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান বা টিটিপির পলাতক নেতা ও জঙ্গিরা দুই বছর আগে তালিবানের ক্ষমতা দখলের পর আফগানিস্তানে চলে গেছে এবং সীমান্তে হামলা জোরদার করেছে। তালিবান বরাবরই টিটিপি বা অন্য কোন সন্ত্রাসী গোষ্ঠীকে তাদের মাটি অন্য দেশের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার অভিযোগ অস্বীকার করে এসেছে।

ন্যান্সি পেলোসিকে ক্যাপিটল হিল থেকে 'উচ্ছেদের' নির্দেশ অন্তর্বর্তী স্পিকারের

নিউ ইয়র্ক ঃ যুক্তরাষ্ট্রের ভারপ্রাপ্ত স্পিকার প্যাট্রিক ম্যাকহেনরি ডেমোক্র্যাট দলীয় সাবেক স্পিকার ন্যান্সি পেলোসি ও তার দীর্ঘ দিনের ডেপুটি স্টেনি হোয়ারকে দেশটির কংগ্রেস ভবন ক্যাপিটল হিলের অফিস ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তাদের দুজনকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে বুধবারই তাদের ব্যবহার করা অফিসের দরজায় নতুন তালা লাগিয়ে দেয়া হবে।

মঙ্গলবার হাউজ স্পিকার কেভিন ম্যাকার্থিকে অপসারণের পর অন্তর্বর্তী স্পিকার হিসেবে মি. ম্যাক হেনরি মনোনীত হবার পর এই উচ্ছেদের নির্দেশ এলো।

ওয়াশিংটনের বাইরে থাকা ন্যান্সি পেলোসি এ সিদ্ধান্তের কঠোর সমালোচনা করে বলেছেন 'এটি পরিষ্কারভাবে ঐতিহ্য থেকে সরে আসা'।

তার অফিস এখন মি. ম্যাকার্থিতে দেয়া হবে বলে জানিয়েছেন রিপাবলিকান দলীয় কংগ্রেসম্যান গ্যারেট গ্রেভস। তার মতে এই অফিস পূর্ববর্তী বা সদ্য বিদায়ী স্পিকারের পাওয়ার কথা।

মিজ পেলোসি মঙ্গলবার সিদ্ধান্তটির সমালোচনা করে বিবৃতি দিয়েছেন। পাবেন।

পলিটিকোতে এ সংক্রান্ত খবর প্রথম এসেছিলো। সে অনুযায়ী অফিস স্টাফদের সহায়তা মিজ পেলোসির জিনিসপত্র গোছানো হয়েছে মঙ্গলবার সন্ধ্যায়।

মি. ম্যাকার্থিকে স্পিকারের পদ থেক অপসারণের দু'ঘণ্টার মধ্যেই মিজ পেলোসিকে ইমেইল করে জানানো হয় যে তার অফিস কক্ষ অন্তর্বর্তী স্পিকার অন্য কাউকে বরাদ্দ দিয়েছেন। তবে এটা এখনো পরিষ্কার নয় যে ঠিক কে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

যদিও মিজ পেলোসি অন্তর্বর্তী স্পিকারকে দায়ী করেছেন। কিন্তু সিএনএন ও নিউ ইয়র্ক টাইমসের খবর অনুযায়ী মি. ম্যাকার্থিই এই তৎপরতার নেপথ্যে কাজ করেছেন।

তবে মি. ম্যাক হেনরি, মি. ম্যাকার্থি এবং রিপাবলিকান নিয়ন্ত্রিত হাউজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কমিটি, যারা অফিস বরাদ্দের কাজ করে, তারা কেউই কোন মন্তব্য করেনি।

মঙ্গলবার মি. ম্যাকার্থি ইতিহাসে প্রথম বারের মতো অনাস্থা ভোটে হেরে স্পিকারের পদ থেকে অপসারিত হন।

গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের দিকে নজর না দিয়ে অন্তর্বর্তী স্পিকারের প্রথম সিদ্ধান্ত হলো ক্যাপিটল হিল থেকে আমার অফিস অবিলম্বে খালি করার নির্দেশ, বলেছেন তিনি।

এটা দুঃখজনক কারণ আমি বন্ধু ডিয়ারে ফেইনস্টেইন মৃত্যুতে শোক জানাতে ক্যালিফোর্নিয়া গিয়েছিলাম এবং অফিস থেকে আমার জিনিসপত্র সরিয়ে আনতে অপারগ।

মিস ফেইনস্টেইন প্রায় তিন দশক ক্যালিফোর্নিয়ার সিনেটর ছিলেন। বৃহস্পতিবার তার শেষকৃত্য হওয়ার কথা।

সাধারণত ক্যাপিটল হিলে কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ পদে নেই এমন কোন সদস্যের অফিস থাকে না।

কিন্তু মিজ পেলোসি ও মি. হোয়ারের অফিস ছিল সাবেক স্পিকার ও সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে।

ঐতিহ্যের কথা উল্লেখ করে ন্যান্সি পেলোসি বলেছেন, তিনি যখন স্পিকার ছিলেন তখন তার পূর্ববর্তী রিপাবলিকান দলীয় স্পিকারকে অফিস বরাদ্দ দিয়েছিলেন।

তবে দুই ডেমোক্র্যাট নেতাই হাউজ অফিস ভবনে তাদের দৈনন্দিন কাজের জন্য অফিস ডেমোক্র্যাটদের সঙ্গে মিলে রিপাবলিকান দলের আট বিদ্রোহী তার বিরুদ্ধে ভোট দেন।

ভোটের পর সংবাদ সম্মেলনে মি. ম্যাকার্থি বলেছেন তিনি স্পিকার পদের জন্য আর লড়বেন না।

তিনি অভিযোগ করেন তিনি যখন স্পিকার হয়েছিলেন তখন মিজ পেলোসি কখনো অনাস্থা ভোট হলে তাতে সবসময় তাকে সমর্থনের অঙ্গীকার করেছিলেন।

কিন্তু মিস পেলোসি মঙ্গলবার ভোটাভুটির সময় অনুপস্থিত ছিলেন এবং তার দল জানিয়েছিলো যে মি. ম্যাকার্থিকে রক্ষায় তারা কোন পদক্ষেপ নিবে না।

তবে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা অনুযায়ী মিজ পেলোসি উপস্থিত থাকলে তার অপসারণের পক্ষেই তিনি ভোট দিতেন।

মি. ম্যাকার্থির ঘনিষ্ঠ সহযোগী ৪৭ বছর বয়সী মি. ম্যাক হেনরি। তাকে স্থায়ী স্পিকারের জন্য সম্ভাবনাময় ভাবা হলেও এখনও পরিষ্কার নয় যে স্পিকার কখন নির্বাচন করা হবে এবং কে অল্প ব্যবধানে সংখ্যাগরিষ্ঠ কিন্তু বিভক্ত রিপাবলিকানদের নেতৃত্ব দিতে পারবেন।

অনলাইন বেটিং চক্রে জড়িত থাকার সন্দেহে ভারতের কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তলব অভিনেতা রণবীর কাপুরকে

নয়া দিল্লি (এজেন্সী) ঃ ভারতের হিন্দি সিনেমার বর্তমান প্রজন্মের অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেতা রণবীর কাপুর ভারতের কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার জেরার মুখে পড়তে চলেছেন। চলতি বছরের শেষে মুক্তি পেতে চলেছে তার নতুন সিনেমা 'অ্যানিম্যাল'। আগামী শুক্রবার অর্থাৎ ৬ অক্টোবর ইডি তথা এনফোর্সমেন্ট ডিপার্টমেন্ট-এর জেরার মুখে পড়তে হবে তাকে। বুধবার ৪ অক্টোবর ইডি-র তরফ থেকে সমন পাঠানো হয়েছে রণবীরকে। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে, একটি অনলাইন জুয়ার অ্যাপ-এর প্রচারের জন্য টাকা নিয়েছিলেন রণবীর। সেই সূত্রেই তাকে তলব করা হয়েছে। ইডি সূত্রে খবর একটি অ্যাপ-এর বিজ্ঞাপনের জন্য চুক্তি হয়েছিল রণবীর কাপুরের সঙ্গে। সেই চুক্তি করেছিলেন মহাদেব বুক অ্যাপ প্রমোটার বলে একটি সংস্থা। শোনা যাচ্ছে তাদের থেকেই নগদ টাকা নিয়েছিলেন রণবীর। রণবীরের পাশাপাশি এই সংস্থাও রয়েছে ইডি-র নজরে। ইডি সূত্রে খবর শুধু রণবীরই নয়, এই সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগের সূত্র ধরে বলিউডের আরও বহু নামজাদা ব্যক্তি সামনে আসতে পারেন।

সংবাদ সূত্রে খবর, এই অনলাইন জুয়া সংস্থা একটি ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানিকে ১১২ কোটি টাকা দিয়েছিল। এর মধ্যে হোটেল বুকিংয়ের জন্য খরচ হয় ৪২ কোটি টাকা। এই টাকা পুরোটাই নগদে দেওয়া হয়েছিল। ইডি সূত্রে খবর এই বেটিং চক্রের জাল শুধু মুম্বইতেই নেই, বরং ভূপাল, কলকাতা সহ আরও একাধিক জায়গায় বিস্তৃত।

ইডি কর্তাদের সন্দেহের তালিকায় রয়েছে মহাদেব বুক অ্যাপ প্রমোটার-এর মালিক সৌরভ চন্দ্রকর। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে, তার বিয়েতে আনুমানিক ২০০ কোটি টাকা খরচ হয়েছিল। সেই বিয়েতে রণবীর কাপুর ছাড়াও সানি লিওন, টাইগার শ্রফ, নেহা কক্কর, রাহাত ফতে আলি খান, আতিফ আসলাম, এলি আব্রাম, কৃতি খারবান্দা, সুখবিন্দর সিং, আলি আসগর সহ আরও বহু তারকা ছিলেন এই তালিকায়। ফলে, সম্ভবত সকলকেই ইডির জেরার মুখোমুখি হতে হবে।

আজারবাইজানের প্রেসিডেন্ট আর্মেনিয়ার সাথে ইইউ নেতৃত্বাধীন আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন না

আজারবাইজান (এজেন্সী) ঃ আজারবাইজানের প্রেসিডেন্ট ইলহাম আলিয়েভ এই সপ্তাহে স্পেনে অনুষ্ঠিতব্য আর্মেনিয়ার প্রধানমন্ত্রী নিকোল পাশিনিয়ানের সাথে আলোচনায় অংশ নেবেন না। বুধবার আজারবাইজানের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম এবং একজন সরকারি কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ইইউ'র মধ্যস্থতায় আসন্ন বৈঠকে আলিয়েভ অংশ নেবেন না। ঐ বৈঠকে ফ্রান্স এবং জার্মানির নেতৃবৃন্দও উপস্থিত থাকবেন। তারা একটি বিবৃতির উদ্ধৃতি দিয়ে একথা জানায়। তারা ওই বিবৃতিকে ফ্রান্স এবং ইইউ কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট চার্লস মিশেলের আর্মেনিয়ানপন্থী বিবৃতি বলে অভিহিত করেন। ইইউ বলেছে, আলোচনার লক্ষ্য হবে আজারবাইজান এবং আর্মেনিয়ার মধ্যে দীর্ঘ দিন থেকে চলে আসা শান্তি আলোচনা এগিয়ে নেয়া এবং এর পাশাপাশি

নাগর্নো-কারাবাখ অঞ্চলের পরিস্থিতি পর্যালোচনা। গত মাসে আজারবাইজান জাতিগোষ্ঠীগত আর্মেনিয়ান বিচ্ছিন্নতাবাদীদের কাছ থেকে নাগর্নো-কারাবাখের নিয়ন্ত্রণ পুনরুদ্ধারের জন্য একটি অভিযান চালায়। নাগর্নো-কারাবাখের পুরো অঞ্চল আজারবাইজানের মধ্যে অবস্থিত। তবে ১৯৯৪ সাল থেকে এই অঞ্চল আর্মেনিয়ান জাতিগোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণে ছিল। ২০২০ সালের একটি যুদ্ধের সময় আজারবাইজান এর কিছু অংশ পুনরুদ্ধার করে।

বাংলাদেশে সুষ্ঠু নির্বাচনের গুরুত্ব ও দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক উন্নয়নে হাসিনা বাইডেন আলোচনা

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের (এনএসসি) কৌশলগত যোগাযোগ সমন্বয়ক জন কার্বি বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বাংলাদেশে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন। ওয়াশিংটনে মঙ্গলবার হোয়াইট হাউসে এক সংবাদ সম্মেলনে কিরবি বলেন, দুই নেতা জলবায়ু পরিবর্তনসহ বিভিন্ন ইস্যুতে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক উন্নয়নের গুরুত্ব নিয়েও কথা বলেছেন। একজন প্রশ্নকর্তা যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের মধ্যকার সম্পর্কের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলে জন কিরবি এ কথা জানিয়ে বলেন, প্রেসিডেন্ট বাইডেন দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে আলাদাভাবে বৈঠক করেছিলেন। সম্প্রতি ওয়াশিংটন ডিসি সফরকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জ্যাক সালিভানের সঙ্গেও বৈঠক করেন। নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগ দেওয়ার পর শেখ হাসিনা ২৭ সেপ্টেম্বর ওয়াশিংটন ডিসিতে যান এবং সেখানে বাংলাদেশ দূতাবাস পরিদর্শন করেন। দূতাবাসে তাঁর সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।